জবান বন্ধি

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

জবানবন্দি

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

অনুবাদ

আখতার ফারুক

জবানবন্দি

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

অনুবাদ

আখতার ফারুক

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণ ঃ নভে

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য ঃ ১৬'০০

প্রকাশনায় ঃ

দেওয়ান আবদুল কাদের। ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে ঃ

আবুল হাশেম। সোসাইটি প্রিন্টার্স। ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ অঙ্কনে ঃ

প্রাণেশ কুমার মণ্ডল

www.pathagar.com

স্নেহময়ী জননী

মরহুমা নূর-উন্-নিসা খানমের

পবিত্র আত্মার উদ্দেশে

এ দীন খেদমতের সওয়াবটুকু

উৎসর্গ করলাম।

www.pathagar.com

দুটি কথা

মাওলানা আজাদের আদালতে দে'য়া লিখিত 'জবানবন্দি'র নকল পেয়েছি। এর সাহিত্যগত সৌন্দর্যও অপরিমেয়; যেমন সাবলীল, তেমনি প্রেরণাদায়ক। এর সুর আপোষহীন ও বীরত্বব্যঞ্জক; অথচ শালীন ও সঠিক। এর আগা-গোড়া এক যাদুকরী প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে। মনে হয়, মাওলানা খেলাফত ও জাতীয়তাবাদের ওপর এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন।

মাওলানার 'জবানবন্দি' পড়ে শেষ করা মাত্র একটা ব্যাপার আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বুঝতে পেরেছি, আদালত বয়কটের প্রয়োজনীয়তা কোথায়! যদি তা না করতাম, তা হলে আমাদের ভেতরে যে দৃঢ়তা ও নির্ভিকতা আজ কাজ করছে তা পেতাম কি করে?

এর চাইতেও বড় কথা, যদি আমরা আদালত বয়কট না করতাম, তা হলে আমরা মাওলানার এ অমূল্য বিবৃতি—যা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা রাজনৈতিক দলিল—নিশ্চয়ই পেতাম না।

আমাদের মধ্যে কতজন বুদ্ধিজীবী আইন ব্যবসায় বর্জন করেছে তা নিশ্চিত নয়। দেখবার বিষয় এই, দু'বছর আগে আদালতের ভেতরে ও বাইরে যে ভিড় ও জাঁকজমক দেখা যেত তা বিরূপ লোপ পেয়েছে! আজ তো আদালত শুধু দেনা-পাওনাদার আর জুয়াড়ীদের আড্ডায় পরিণত হয়েছে। তাই তা আজ আর ব্যক্তি কিংবা জাতীয় মুক্তির উৎস নয়। জাতি কতখানি দ্রুত এগোচ্ছে তা তার ব্যক্তির বীরত্ব ও নির্ভিকতা দেখেই অনুমান করা যায়।

মাওলানার বক্তৃতার উপলক্ষ যদিও আদালত, কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে গোটা দেশ ও জাতি। বক্তৃতা যেন বক্তার যাবজ্জীবন কঠোর দণ্ডের জোর দাবী জানাচ্ছে। তাই মাত্র এক বছর সাজার হুকুম শুনে মাওলানা ঠিকই বলেছেন:

"আমি যে দণ্ড আশা করেছিলাম এ যে তার চেয়ে অনেকটা কম হয়ে গেল।"

—গান্ধী

www.pathagar.com

অনুবাদকের আরজ

মাওলানা আজাদ কারো পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না, তেমনি আজ রাখে না তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাও। তবুও অনুবাদক হিসেবে দু'কথা বলার নিয়ম রয়েছে তাই বলছি।

মাওলানা খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে গ্রেফতার হলেন উনিশশ' একুশ সনে। তখন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যের একচ্ছত্রাধিপতি বৃটিশ শাহী প্রথম মহাযুদ্ধ জয় করে প্রায় গোটা দুনিয়ার [illegible] বসেছে। এটা ভাঙছে, ওটা গড়ছে; একে [illegible] রাখছে, এমনি তার ভাব। সে ভাঙন আবর্তে পড়ে [illegible] ঐক্যসূত্র ওসমানিয়া খেলাফত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন [illegible]। তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল [illegible] নেতৃত্বে। কিন্তু শক্তি সম্পর্কে গর্বিত বৃটিশ [illegible] তাদের ছিল তা [illegible]। [illegible] নায়ক [illegible] দিল [illegible]। [illegible] দণ্ড পেলেন। [illegible] এ [illegible] আন্দো-লন চলছিল তখন পাশাপাশিই। [illegible] আত্মপক্ষ সমর্থন না করে সামান্য [illegible]। মাওলানা তা কতখানি সার্থক করে তুলে [illegible] মেলে তাঁর এ বিখ্যাত 'জবানবন্দি'তে—[illegible] ভাবে পেশ করেছিলেন।

এই বিশ্ববিখ্যাত 'জবানবন্দি'ই পুস্তকাকারে '[illegible]' নামে উর্দু সাহিত্য-গগন উদ্ভাসিত করে রেখেছে। [illegible] এ জবানবন্দি একাধারে সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ, রাজনৈতিক ও নৈতিক দর্শন। এ যেন চলার পথে ক্যামেরায় ধরা মাওলানা [illegible] জীবন্ত ছবি—যাতে তাঁর সব গুণাবলীরই মোটামুটি একটা আভাস ফুটে উঠেছে—যেমন বিস্ময়কর, তেমন সুন্দর। একে সামনে রেখে যে কেউ একজন আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পারেন, একজন সত্যিকার মুসলমান

www.pathagar.com

হতে পারেন, একজন নির্ভিক সেনাপতি কিংবা মহান নেতা সাজতে পারেন। এখানেই এর গুরুত্ব—এটাই আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে ষাট বছর আগেকার এ 'জবানবন্দি' বাংলায় অনুবাদ করতে। যদি এর দ্বারা একজন বাংগালীও অনুপ্রাণিত হয়, উপকৃত হয় কিছুমাত্রও, তা হলেই উদ্দেশ্য সফল হবে, শ্রম সার্থক মনে করব।

'বুক সোসাইটি' বর্তমান বিকৃত রুচির যুগেও এ ধরনের জাতীয়-চরিত্র গঠনে সহায়ক বই বের করার ঝুঁকি নিয়ে যে ত্যাগ ও আদর্শ নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন, তা অবশ্যই জাতির অকুণ্ঠ প্রশংসা ও ধন্যবাদ লাভের যোগ্য। খোদা তাঁর এ শুভবুদ্ধি সদা জাগ্রত রাখুন এটাই প্রার্থনা। খোদা হাফেজ।

—আবতার কারুক
১২-১১-৮১ ইং

www.pathagar.com

প্রকাশকের নিবেদন

মাওলানা আজাদের সাথে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ঐক্য ছিল না বটে, কিন্তু তাঁর অমর সাহিত্য-কীর্তি দুনিয়ার যে কোন মুসলমানেরই গৌরবের বস্তু। তাই তাঁর গ্রন্থাবলী আজ দুনিয়ার সকল ভাষায় বিশেষতঃ মুসলিম রাজ্যগুলোতে অনুবাদের হিড়িক পড়ে গেছে। 'তওলে ফয়সল' তাঁর এক যুগান্তকারী রচনা—যা তিনি বৃটিশ আদালতে 'জবানবন্দি' হিসেবে পেশ করেছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর বহুল প্রচার ঘটেছে অনেক আগে। কেবল আমরা বাঙালী সমাজই তা থেকে ছিলাম বঞ্চিত।

সৌভাগ্যের বিষয় আখতার ফারুক সাহেব সে অমর রচনাটি অনুবাদ করে আমাদের এই বিরাট অভাবটি পূরণ করেছেন। আমরা বাঙালী সমাজ সে জন্য তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রকাশিত এ বইদ্বারা জাতি যদি কিছুমাত্রও উপকৃত হয়, তা হলেই উদ্দেশ্য সফল মনে করব। জাতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য এ ধরনের আরও বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের আশা রাখি। আল্লাহতায়ালা আমাদের সে আকাঙ্ক্ষা সাফল্যমণ্ডিত করুন এটাই প্রার্থনা।

—প্রকাশক

www.pathagar.com

বিষয়-সূচী

গোড়ার কথা ৯

গ্রেফতার ৩২

জবানবন্দি ৬১

মামলার রায় ১১৯

পরিশিষ্ট ১২২

www.pathagar.com

গোড়ার কথা

গ্রেফতারীর স্বরূপ

দেশের জনপ্রিয় নেতাদের সবার শেষে মাওলানা আজাদ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে গ্রেফতার করা হয়। দেশবন্ধুর গ্রেফতারী ছিল বাংলার আঞ্চলিক ঘটনার পরিণতি মাত্র। পক্ষান্তরে, মাওলানার গ্রেফতারের ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। সতেরই নভেম্বরের ঘটনা অনুষ্ঠিত না হলেও মাওলানার গ্রেফতার হওয়া অবধারিত ছিল। প্রতিটি সকাল ও সন্ধ্যাই তাঁর গ্রেফতারের অপেক্ষা করে চলছিল। বিগত একটি বছর ধরে মাওলানা যেরূপ বেপরোয়াভাবে বৃটিশ সরকারকে প্রকাশ্য ময়দানে চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছিলেন তেমন আর কোন নেতাই সাহস করেনি। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি সরকারকে সর্বদা তাঁর গ্রেফতারীর জন্য অকুণ্ঠভাবে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তাঁর কার্যধারা সর্বদাই ছিল আপোষহীন ও অনমনীয়।

১৯২১ সনের মার্চ মাসে মাওলানা তৃতীয়বার মিঃ গান্ধীর সাথে দেশব্যাপী সফরে বের হন। সে-সময়ে লাহোরে ও অমৃতসরে 'সেডিশান মিটিংস অ্যাক্ট' জারী করা হয়েছিল। অর্থাৎ উক্ত দু'জিলায় কোনপ্রকার জনসভা ও বক্তৃতা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অগত্যা গান্ধীজি ওজরান-ওয়ালায় গিয়ে বক্তৃতা দিলেন। তিনি কিছুতেই নিষিদ্ধ এলাকায় বক্তৃতা দিতে রাজী হলেন না। কেননা, আইন অমান্য আন্দোলন তখনও সাধারণভাবে অনুসরণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি। কিন্তু নির্ভীক মাওলানা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

১—জবানবন্দি

www.pathagar.com

যদিও আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বার এখনও সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়নি; তথাপি আমার জন্য সে চরম ব্যবস্থা অবলম্বনই উত্তম। আমিই সর্বপ্রথম সে আন্দোলনের উদ্বোধন করব এবং যা সত্য তা অকুণ্ঠভাবে প্রচার করে চলব। কেননা, উত্তম পন্থা অবলম্বনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমি দুর্বল ও নিকৃষ্ট পন্থা অনুসরণ করতে যাব কেন?

বস্তুতঃ, মাওলানা সেদিনই ঘোষণা করলেন যে, আগামী জুমা'র দিন তিনি লাহোরের শাহী মসজিদে বক্তৃতা দেবেন।

মাওলানার এ ঘোষণা শুনে পাঞ্জাবের কর্তৃমহল বিচলিত হয়ে উঠলেন। সরকারের কতিপয় ধামাধরা মন্ত্রী গিয়ে গান্ধীজির কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলেনঃ মাওলানা আপনার বিরোধী কার্যধারা অনুসরণ করে চলছেন।

গান্ধীজি তদুত্তরে বললেনঃ সত্য বটে, আমি সাধারণের জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের অনুমতি দান করিনি। কিন্তু মাওলানার মত দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য তার দ্বার সর্বদাই খোলা রয়েছে।

যাহোক, পূর্ব ঘোষণা অনুসারে মাওলানা যথাসময়ে শাহী মসজিদে উপস্থিত হয়ে প্রথমে জুমা'র খোৎবা পাঠ করলেন। সে খোৎবার বিষয়বস্তুও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সাথে ছিল পূর্ণ সম্পৃক্ত। তারপর নামাজের শেষে তিনি মসজিদের বারান্দার বিরাট সমাবেশে যে মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন তা লাহোরবাসীর স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

লাহোরের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের আধা সরকারী মুখপত্র 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে সে সম্পর্কে মন্তব্য করা হলঃ

এই বক্তৃতার দ্বারা পাঞ্জাববাসীকে আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রকাশ্য ময়দানে আহ্বান জানানো হয়েছে। এমন কি মিঃ গান্ধীও স্বীয় বন্ধুকে এরূপ মারাত্মক কাজ থেকে বিরত রাখার কোন প্রয়োজন অনুভব করেননি। যদি পাঞ্জাব সরকার এর বিরুদ্ধে দ্রুত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহলে পাঞ্জাবে অসহযোগীদের প্রভাব ও সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যাবে।.....মার্শাল ল' গভর্ণমেণ্ট এ জন্যই শাহী মসজিদের দ্বার রুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বর্তমানে সিভিল গভর্ণমেণ্টেরও সে ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা

www.pathagar.com

অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

এসব মন্তব্যের শিরোনামা দেয়া হল 'মসজিদের বারান্দায় বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতা'।

এই বক্তৃতার এক সপ্তাহ পরেই মাওলানা গিয়ে অমৃতসরে পৌঁছলেন। সেখানেও জনসভা ও বক্তৃতা নিষিদ্ধ ছিল। মাওলানা তার আদৌ তোয়াক্কা করলেন না। সেখানকার জামে মসজিদে গিয়ে তিনি জুমা'র খোৎবা দান করলেন। তারপর উপস্থিত জনসমাবেশেই তিনি অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দান করলেন। সেদিনই মেইল ট্রেনযোগে তাঁর লক্ষ্ণৌ পৌঁছবার কথা। তাই তিনি মাত্র পনের মিনিটকাল তথায় বক্তৃতা দেবার অবকাশ পেলেন।

এত সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দানের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। কেননা, শুধুমাত্র জুমা'র খোৎবাকে সরকার ধর্মীয় কাজ বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ের এই নিছক রাজনৈতিক বক্তৃতাকে তারা কোন বাহানায় এড়াবেন? এর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করার পক্ষে সরকারের হাতে আর কোনই যুক্তি থাকতে পারে না। এতদসত্ত্বেও দেখা গেল যে, সরকার সে ব্যাপারটি একদম চোখ বুজে এড়িয়ে গেলেন। মাওলানার অপরিসীম জনপ্রিয়তার দরুন সরকার তাঁকে গ্রেফতার করতে এতই ভীত ছিলেন। স্বয়ং মাওলানা একবার সরকারের এই ভীতি সম্পর্কে ইংগিত করেছেন।

এর কিছুদিন পরেই করাচীতে অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের দায়ে আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী) ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। এ সংবাদ শুনতে পেয়ে মাওলানাও যেন গ্রেফতার হবার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। তিনি একের পর এক এরূপ সাহসিক সরকার বিরোধী কাজ করে চললেন যার নজীর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সত্যই বিরল!

চৌদ্দই আগষ্ট আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেফতার করা হয়। কলকাতায় সে খবর পৌঁছে সতেরই তারিখ সকালে। মাওলানা তখন 'হোলিডে

www.pathagar.com

পার্কে' জনসভার আয়োজন করলেন এবং অপর[illegible] হাজা[illegible] অধিক জনসমাবেশে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দান করলেন। তিনি বললেন:

"যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেফতার করা হয়েছে, তা ইসলামের এক সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বমান্য বিধান। তাই তা প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ফরজ। সে প্রস্তাবটি মূলতঃ আমিই রচনা করেছি। আমার সভাপতিত্বে কোলকাতা টাউন হলে সর্বপ্রথম তা পাশ হয়। আজ আমি আবার এখানে সে প্রস্তাবটি অধিকতর সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে পেশ করছি। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টারগণ এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আমি তাদেরে আমার প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে লিখে নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এ প্রস্তাব অপরাধের হয়, তাহলে সরকার যেন স্মরণ রাখেন যে অনুরূপ অপরাধে অপরাধীর দল সর্বদাই অব্যাহত থাকবে।"

এরপরেই কিছুদিনের মধ্যে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় জমিয়তে ওলামা ও খেলাফত কমিটির অধিবেশন বসল। উভয় অধিবেশনেই করাচীর প্রস্তাব আরও সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে গৃহীত হল। অধিকন্তু তার সাথে নিম্ন ধারাটিও সংযোজিত হল:

যেহেতু বৃটিশ সরকার মুসলমানদের ধর্মীয় বিধান প্রতিপালনকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন, তাই প্রত্যেক মুসলমানের তার বিরুদ্ধে প্রচারকল্পে আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে উদ্দেশ্যে সকল মুসলমানকে স্ব-স্ব জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য আহ্বান জানান যাচ্ছে।

এ সিদ্ধান্ত প্রচারের সাথে সাথে সমগ্র দেশব্যাপী জনসভা অনুষ্ঠান ও করাচী প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের হিড়িক পড়ে গেল। সরকার এর ফলে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

সাথে সাথে মাওলানাও স্বয়ং তার ব্যাপক প্রচারের জন্য গোটা দেশময় সফর শুরু করলেন। করাচী, বোম্বাই, আগ্রা, লাহোর ইত্যাদি স্থানে তিনি একের পর এক জনসভা অনুষ্ঠান করে চললেন। বোম্বাই, আগ্রা ও লাহোরে পর পর তিনটি সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করলেন। আগ্রায় প্রাদেশিক খেলাফত সম্মেলনে করাচী প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে

www.pathagar.com

াবে চ্যালেঞ্জ প্রদান করলেন, তা শুনে বড় নেতারা হিমসিম খেয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, তারা সবাই মনে মনে প্রমাদ গণলেন যে, সকাল না হতেই মাওলানা গ্রেফতার হয়ে যাচ্ছেন।

আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেফতারীর পরে গান্ধীজি হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বোম্বাইয়ে একত্রিত করে এক 'মেনিফেস্টো' (কার্যসূচী) তৈরী করলেন। তাতে করাচীর প্রস্তাবের প্রতি এই বলে সমর্থন জানানো হল যে, বর্তমান অবস্থায় সরকারের সামরিক ও বে-সামরিক চাকুরেগণকে দেশের স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলা আদৌ অপরাধের কাজ নয়, বরং তা নিতান্তই বৈধ কাজ।

এ প্রস্তাব সম্পর্কে 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা মন্তব্য করল: বৃটিশ সরকার উক্ত মেনিফেস্টোতে স্বাক্ষরকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। কেননা শুধুমাত্র অনুরূপ অভিমত পোষণের জন্য কাউকে দায়ী করা হবে না। তবে প্রত্যক্ষভাবে সৈন্যগণকে চাকরী বর্জনের জন্য উস্কানী প্রদানকে অবশ্যই অপরাধ ও ষড়যন্ত্রমূলক বলে গণ্য করা হবে। করাচী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের কারণ এই যে, সে প্রস্তাবে সেনাবাহিনীকে বাস্তব কার্য অনুসরণের জন্য উস্কানী প্রদান করা হয়েছে। কেবল মাত্র প্রস্তাব পাশ করার অপরাধেই তাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করা হয়নি।

'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া'র এ মন্তব্যটি অনেক দুর্বল প্রকৃতির নেতার জন্য একটি হিল্লা হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা করাচী প্রস্তাবের প্রচার ও সমর্থন জ্ঞাপনের সময়ে বিশেষ সতর্কতার সাথে "এরূপ করিব" অথবা "করা উচিত" ইত্যাকার শব্দ ব্যবহার করে গা বাঁচিয়ে চলতেন। মূলতঃ তা কার্যকরী করার জন্য আদৌ জোর দিতেন না। এমন কি স্বীয় অনুসৃত কার্যাবলীর ভেতরও সেরূপ কোন প্রকার উদ্দেশ্য প্রকাশ পেতে দিতেন না।

মাওলানা এতটুকু টালবাহানাও বরদাশ্‌ত করতে পারলেন না। তিনি বোম্বাই, আগ্রা ও লাহোরের ভাষণাবলী ও স্বীয় লিখিত ঘোষণাবলীর মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন: আমার কেবল মাত্র বিশ্বাস বা মৌখিক কথাই নয় এবং অন্যান্য নেতাদের বিরচিত মেনিফেস্টোর

www.pathagar.com

মত শুধু মাত্র আমি তার বৈধতাই দাবী করি.
অবধি আমি সে প্রস্তাব সদাসর্বদা কায়মনে প.
ভবিষ্যতেও আমি তা অনুসরণ করতে আদৌ বিচ্যুত হব না। অধিকন্তু আমি প্রত্যেককেই তা স্ব-স্ব জীবনে বাস্তবায়িত করে তুলবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রত্যেকটি সৈন্যের কাছে যাতে আমার এ আহ্বান পৌঁছে, তজ্জন্য আমি আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

বৃটিশ সরকার প্রথম পর্যায়ে আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে শুধুমাত্র 'করাচী প্রস্তাব' সম্পর্কেই অভিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মাওলানা যখন বারবার ঘোষণা করে চললেন যে, করাচী প্রস্তাব খেলাফত ও জমিয়াত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র এবং এ প্রস্তাব ১৯২০ সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারী কোলকাতায় অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে স্বয়ং মাওলানাই সর্বপ্রথম উত্থাপন করেছেন, তখন সরকারের চমক ভাঙল। সেসন কোর্টে মকদ্দমা পেশ করবার সময় সরকারী উকিল তার পূর্ব দাবী সংশোধন করে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সাথে কোলকাতার প্রস্তাবও যুক্ত করে নিলেন।

এ সংবাদ শোনা মাত্র মাওলানা দেশের সকল পত্রিকায় এক আলাময়ী বিবৃতি প্রচার করলেন। এরূপ নির্ভীক বীরত্বব্যঞ্জক বিবৃতি একাধারে দুর্লভ ও বিস্ময়কর। পাক-ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে। তিনি তাতে তদানীন্তন সরকারকে ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন: তোমার দাবীতে শুধু এতটুকু পরিবর্তন সাধন করলেই চলবে না। আমাদের এখনও অনেক কিছু করার বাকী রয়েছে। এখনও অনেক পথ সামনে রয়েছে। মাওলানার সে বিবৃতির সারাংশ নিম্নরূপ ছিল:

যে প্রস্তাব নিয়ে সরকারের এত মাথা ব্যথা, সর্বপ্রথম তা আমি কোলকাতা সম্মেলনে রচনা করি এবং আমার সভাপতিত্বেই তা পাশ হয়। তারপর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনেও আমি সভাপতি হই এবং উক্ত প্রস্তাবকে তথায় 'ফতোয়া' আকারে পেশ করে তাতে স্বাক্ষর দান করি। এর পরে বেরিলিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আমাকে সভাপতি করা হলে আমি সভাপতির পক্ষ থেকে এ প্রস্তাবই পেশ করি

www.pathagar.com

হীত হয়। এ ছাড়া 'রেসালা-ই-খিলাফত'
...ায় যোজনা করে এ বিষয় নিয়ে বিশদ আলো-
চনা করি ... অসংখ্য কপি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর কোলকাতা, দিল্লী, করাচী, বোম্বে প্রভৃতি স্থান সফর করে আমি এ বিষয়ের উপরে জোরালো বক্তৃতা প্রদান করি। আমি অকুণ্ঠ-ভাবে স্বীকার করছি যে, তা শুধু আমার প্রস্তাব রচনা বা বক্তৃতার ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আমি তা নিজের জীবনে হুবহু অনু-সরণ করে চলছি। অধিকন্তু, অন্যান্যকেও আমি তার ব্যাপক প্রচার কার্য চালাবার জন্য সর্বদা আহ্বান জানাচ্ছি। যদি এ কাজ বিদ্রোহজনক ও ষড়যন্ত্রমূলক হয়, তা হলে আমি যে তাতে সর্বদাই লিপ্ত রয়েছি, সে স্বীকৃতি আমি হাজার বার প্রদান করছি। সুতরাং সরকারের উচিত ছিল আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের আগে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা। তাঁরা তো শুধু আমার প্রস্তাবের নকল ও পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র।

১৯২১ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর সে নির্ভীক স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি দেশের সকল ইংরেজী, উর্দু, হিন্দী ও বাংলা পত্রিকায় প্রচারিত হয়। কিন্তু সরকার এত বড় ব্যাপারটিকে যেন দেখলেন না। এমন কি তার বিরুদ্ধে কোনই ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন না। এর ফলে দেশব্যাপী বিস্ময়ের সঞ্চার হল। স্বয়ং মাওলানাও তার জবানবন্দির ষষ্ঠ ধারায় এর উল্লেখ করেছেন। এরূপ আরও বহু মারাত্মক ঘটনার পরেই তিনি এ ঘটনায় লিপ্ত হয়েছিলেন। সেসব ক্ষেত্রেও তিনি এরূপ নির্ভীক পন্থাই অনুসরণ করেছিলেন।

এতকিছু ঘটে যাবার পরে বহু ইতঃস্ততের পর সরকার যদি তাকে গ্রেফতার করে থাকেন, তা আদৌ অনভিপ্রেত ব্যাপার হতে পারে না। স্বয়ং মাওলানা বলেন: এ গ্রেফতার মূলতঃ কোন অভাবনীয় ব্যাপার নয়। তাই এ ব্যাপারে আমার ন্যায় অন্যান্যেরও কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

চরম মুহূর্ত

মনে হল যেন খোদা তাঁর সেই বিশেষ মুহূর্তের গ্রেফতারীর দ্বারা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সফল করতে চাইলেন। তাই এতদিন পর্যন্ত বিস্ময়কর-ভাবেই তাঁর গ্রেফতারের ব্যাপারটি বার বার মুলতবী হয়ে চলছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক তক্ষুণি তাঁর গ্রেফতারীর পরোয়ানা জারী হল, যখন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নবপ্রাণের সঞ্চার অপরিহার্য হয়ে উঠল। যদি এ ঘটনা ডিসেম্বরের আগে অনুষ্ঠিত হত, তা হলে ডিসেম্বরের পরে প্রকাশ পাওয়ায় যে বিস্ময়কর ফল দেখা দিল তা কিরূপে সম্ভবপর হত?

পনেরই নভেম্বরের পরে সহসা জাতীয় আন্দোলন যে অবস্থার আবর্তে পড়েছিল, তা কেবলমাত্র সে আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ব্যক্তিগণই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। গোটা দেশ তখন কোন এক নতুন ক্ষেত্রের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। তখনও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবার বিঘোষিত তারিখ আসতে পূর্ণ দু'টি মাস সময় বাকী ছিল। আর সমগ্র জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তখন বরদৌলি তালুকে গান্ধীজির বিঘোষিত সম্মিলিত আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি। কিন্তু সহসা ঘটনাস্রোতের মোড় ফিরল। 'প্রিন্স অভ ওয়েলস'-এর বোম্বাই সফর উপলক্ষে এক ভীষণ সন্ত্রাসমূলক হট্টগোলের সৃষ্টি হল। তাতে গান্ধীজির সূক্ষ্মানুভূতি তীব্রতম ঘা খেল। তিনি তৎক্ষণাৎ শুধু বরদৌলি অভিযানই মুলতবী করে ক্ষান্ত হলেন না; অধিকন্তু পর পর তিনটি বিবৃতি প্রচার করে বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবেশে আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা সম্পর্কে সবার পক্ষ থেকে স্বীকৃতিদান করে বসলেন।

এই আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘোষণা সমগ্র দেশব্যাপী হতাশা ও ক্ষোভের প্লাবন বয়ে দিল। এমন কি, এর ফলে দেশবাসীর মনোবল একেবারেই ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। তারপর বাইশে নভেম্বর যখন

www.pathagar.com

। সভা বসল, তখন স্বভাবতই সকল সদস্যের
নির কালোছায়া প্রতিভাত হচ্ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করবার আর কোন ব্যবস্থাই যেন কারো মাথায় খেলছিল না। বস্তুতঃ, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সেটা ছিল এক চরম সংকটময় মুহূর্ত।

খোদার কৃপায় সহসা এক অভিনব পথ উন্মুক্ত হল। বাইশে নভেম্বর যখন সকল সদস্য একযোগে নতুন পথ খুঁজে মরছিল তখন কোলকাতায় বৃটিশ সরকারের অত্যাচার এক বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করে চলল। তদানীন্তন বংগীয় সরকার সহসা রেজাকার দলকে বে-আইনী ঘোষণা করে তার সভা-সমিতি সবকিছুই বন্ধ করে দিলেন। কোলকাতাবাসীও দমবার পাত্র ছিল না। তারা তৎক্ষণাৎ রেজাকারদের আরেকটি নতুন সংস্থা গড়ে তুলে তাদের কার্যধারা অব্যাহত রাখল। এক হাজার নাগরিকের স্বাক্ষরসহ এ নতুন প্রতিষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হলো।

ঠিক তেমনি মুহূর্তে কোলকাতায় অভাবিতভাবে পদার্পণ করলেন দেশবন্ধু আর মাওলানা। তাঁরা উভয়েই তখন পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, জাতীয় আন্দোলনের জয়যাত্রার বীজ বাংলার এই উর্বরভূমি থেকেই ভালরূপে গজিয়ে উঠবে। তাই তাঁরা কালবিলম্ব না করে কার্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়াই শুভ মনে করলেন। মাওলানা এ ব্যাপারে এমনকি নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন কিংবা স্বয়ং গান্ধী-জিরও কোন পরামর্শ বা মতামতের তোয়াক্কা রাখলেন না।

যা হোক, সিদ্ধান্তের সাথে সাথেই মাওলানা সর্বতোভাবে আত্ম-নিয়োগ করলেন নতুন রেজাকার সংগঠন ও প্রচার কার্যে। দৈনিক ন্যূনাধিক পাঁচশত রেজাকার বন্দী হয়ে চলল। বাংলার বুকে এ আন্দোলনের এরূপ প্রচণ্ড ঢেউ জাগল যে, অন্যান্য প্রদেশেও দেখতে দেখতে তার প্রভাব দেখা দিল। এ নতুন আন্দোলন তাই অত্যল্প সময়ের ভেতরে সারা পাক-ভারতময় ছড়িয়ে পড়ল। সমগ্র দেশব্যাপী নবপ্রাণের এরূপ এক প্রবাহ বয়ে চলল যে, দেশবাসীর কাছে পূর্বেকার হতাশ মুহূর্তটি দূর অতীতের কোন এক স্বপ্নের মতো মনে হল।

www.pathagar.com

স্বয়ং মাওলানা যে আন্দোলনের সুফল সম্প
তেন তা তাঁর ৮ই ডিসেম্বরের ভাষণে পরিষ্কার ভ
৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি যে পত্র... ...রেছেন, তাতেও তিনি স্বীয় ধারণা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। দিল্লী জমিয়তের সভাপতি মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ সাহেবের কাছে তিনি নিম্নরূপ পত্র লিখলেন :

বাদায়ুনে আহূত জমিয়ত সম্মেলনে যোগদানের ইচ্ছেটা আমার পুরাপুরিই ছিল। কিন্তু এখানে পৌঁছে যে অবস্থা দেখতে পেলাম আর দৈনন্দিন যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে চলছে, তাতে কোলকাতা ত্যাগ করা আমার পক্ষে সুকঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ মুহূর্তে কোলকাতা ত্যাগের অর্থ এই যে, আমি জেনেশুনে একটা উত্তম কার্যক্ষেত্র হারালাম। আমার তো এরূপ মনে হচ্ছে যে, আইন অমান্য আন্দোলন নিয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তার সমাধান এখানেই মিলবে। দৈনন্দিন আমার সামনে সাফল্যের রাজপথ উন্মুক্ত হয়ে চলছে। বিশ্বাস করুন, বাদায়ুনের সভায় যোগদানের এ অসমর্থতা আমারও আক্ষেপের কারণ হবে বৈ নয়। এতদসত্ত্বেও বর্তমান অবস্থায় কোলকাতা ছেড়ে যাওয়া পাপের কাজ ছাড়া আর কিছুই হবে না।

বস্তুতঃ, পরবর্তী ঘটনাবলীই প্রমাণ করেছে যে, তাঁর এ ধারণা কতখানি সত্য ও সঠিক ছিল। মূলতঃ কোলকাতার আন্দোলনপূর্ণ নির্ভীকতার সাথেই ময়দান বাজীমাৎ করেছিল। তখনকার সে দুর্বার জয়যাত্রার সামনে প্রবল শত্রুরও মস্তক অবনত হয়ে চলছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক তেমনি মুহূর্তে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত-শক্তি বিভ্রান্ত হওয়ায় একটির পর একটি করে পদস্খলন শুরু হয়। ফলে ১৮ থেকে ২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্দোলনে যে বিরাট সাফল্য সূচীত হয়েছিল, পরবর্তী মুহূর্তেই তা চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

www.pathagar.com

মামলার বিশেষত্ব

এখন আমি এরূপ কয়েকটি ব্যাপারের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেসবের দরুন এ মামলাটি দেশের অসংখ্য রাজনৈতিক মামলার ভেতরে বিশেষত্ব—এমন কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। বস্তুতঃ, এর ভেতরে নিহিত রয়েছে আমাদের রাজনৈতিক ও নৈতিক জীবনের অনেক মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয়।

সবার আগে যে ব্যাপারটি আমাদের নজরে পড়ে তা হল মাওলানার অবিচল, একনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় মত ও পথ। যদিও তা মাওলানার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সদা প্রতীয়মান ছিল এবং তাঁর 'নজরবন্দী' জীবনের চারটি বছরে আমরা তার সম্যক পরিচয় লাভ করেছি, তথাপি যে আদালতে রয়েছে ওকালতি মারপ্যাচের পূর্ণ অবকাশ, সেরূপ একটি স্বতন্ত্র পরিবেশে তাঁর অবিচল ন্যায়নিষ্ঠা অধিকতর মহিমান্বিত হয়ে আমাদের চোখে ধরা পড়েছে। মামলার প্রসামী সেজে আদালতে আত্মরক্ষার পূর্ণ অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও কথা ও কাজে পূর্ণ সততা রক্ষা সত্যই একটি সুকঠিন ব্যাপার। আদালতে যে কেউই নিজকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করতে পারে এবং স্বীয় দোষগুণ সম্পর্কে পূর্ণ বিতর্ক ও দলিল প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। বিশেষতঃ শাস্তি বা মুক্তি সব কিছুই সেখানে যুক্তি-প্রমাণের মারপ্যাচের ওপর নির্ভরশীল। তাই যে-কোন নেতার প্রকৃত স্বরূপ কেবলমাত্র আদালত কক্ষেই উদঘাটিত হতে পারে।

মাওলানার সততার ব্যাপারটি দুদিক থেকে যাচাই করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, এ দৃষ্টিভংগী থেকে ব্যাপারটি বিচার্য যে, যদি কোন জাতীয় নেতা গ্রেফতার হন, তখন আদালতে তাঁর ভূমিকা কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়? দ্বিতীয়তঃ, এদিক থেকেও ব্যাপারটি বিবেচ্য যে, অসহযোগ আন্দোলনের দরুন গ্রেফতার হওয়ার পরে একজন সত্যিকারের অসহযোগীর কর্তব্য

www.pathagar.com

কি হবে? বলা বাহুল্য, এ দু' দিক থেকেই
ভূমিকাটা আমাদের কাছে বিশেষ শিক্ষণীয় বলে মনে

সবচাইতে বড় কথা হল, কথা ও কাজে সামঞ্জস্য বিধান। মানে, আমরা মুখে যে বুলি আওড়াই, যথাসময়ে তা কাজেও যেন পরিণত করে দেখাতে পারি। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে এমন কি কথা থেকেও অধিকতর কাজ দেখাতে পারি। মাওলানা তাঁর অবিচল কর্মনিষ্ঠার ভেতর দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি যখন যা বলেন এবং যত বড় দাবীই উত্থাপন করেন, কঠিন কর্তব্যের মুহূর্তেও তিনি তা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হন না। এমন কি সে কথার একটি বর্ণ বা সে দাবীর সামান্যতম অংশ থেকেও তিনি নড়েন না।

বলা বাহুল্য, কোন নেতা যখন সরকার বিরোধী কর্মপন্থা অবলম্বন করেন এবং সত্য প্রকাশের বেলায় নিজকে নির্ভীক ও দুর্জয় বলে ঘোষণা করেন, তখন তাঁর প্রত্যেকটি কথা এ সাক্ষাই দেয় যে, তিনি সকল রকমের ত্যাগ ও কোরবানী স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েই সরকারকে তাঁর গ্রেফতারীর জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করছেন। সে-ক্ষেত্রে সরকার যখন সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তাঁরই অভিপ্রায় পূর্ণ করতে উদ্যত হন এবং স্বীয় প্রবর্তিত বিধান মোতাবেক তাঁকে শাস্তি দানের জন্য প্রয়াসী হন, তখনই স্বর্ণ অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তখনই খাঁটি ও মেকিত্বের যথার্থ পরিচয় লাভ ঘটে। আমরা তখন দেখতে পাই যে, তিন ধরনের লোক সেই অগ্নি-পরীক্ষার মুহূর্তে তিন প্রকার পন্থা অবলম্বন করতে যত্নবান হয়।

(১) যাদের দাবী-দাওয়া ও বক্তৃতা নিছক মৌখিক এবং আন্তরিকভাবে তাতে তারা তেমন আস্থাবান নয়, তারা সে মুহূর্তে স্ব-স্ব দাবী-দাওয়া প্রত্যাহার করে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশপূর্বক সরকারের পদ-প্রান্তে মাথা নত করে দেয়। এ দলটি সর্বাপেক্ষা দুর্বল ও নীচ।

(২) যারা তার থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রকৃতির লোক, তারা অবশ্য ততটা নৈতিক অধঃপতন প্রদর্শন করতে স্বীকৃত হয় না। তবে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য তারাও অস্থির হয়ে ওঠে। তাই যথা সত্বর তাদের কর্মধারায় পরিবর্তন দেখা দেয়। তখন তারা আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে এ কথাই বলে থাকে যে, তারা যা কিছু

www.pathagar.com

করেছে ৮।৯ ভদ্রেস্ত সরকার যা বুঝেছেন, তা নয়; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তাদের এই জবানবন্দির সমর্থনে তারা স্ব-স্ব প্রদত্ত বক্তৃতা ও কৃতকর্মের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস পায়। যেখানে যেখানে সরকার বিরোধী কথা ও কাজ ধরা পড়ে, ব্যাখ্যার সাহায্যে তারা তা সরকারের সপক্ষে প্রদর্শন করে থাকে। কখনও বা পুলিশ ও গোয়েন্দাদের রিপোর্টকে তারা গা বাঁচাবার খাতিরে তাহা মিথ্যা বলে ঘোষণা করে। আবার কখনও তারা স্বীয় কথিত কথা ও কৃতকর্মকে হেরফের করে অন্যরূপ প্রমাণ করে। কখনও আবার তারা সরকারের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তোলে যে, নেহাৎ বেকসুর ভদ্রলোককে গ্রেফতার করে অহেতুক হয়রান করা হচ্ছে। স্থূল কথা, অতীতে তারা যত বীরত্বব্যঞ্জক বড় বড় বুলি আউড়েছিল, তা বেমালুম ভুলে গিয়ে হঠাৎ ভোল বদল করে ফেলে। যদিও তাদের শেষ রক্ষা হয় না, তবুও যতখানি সাধ্যে কুলায় 'চাচা আপন বাঁচা' নীতি এখতিয়ার করতে আদৌ কসুর করে না।

অবশ্য বিপদ যখন পার হয়ে যায়, তখন উপরোক্ত দল দু'টি স্ব-স্ব অনুসৃত নীতি ও কর্মপন্থার সমর্থনে যে মহান যুক্তি পেশ করে মুখরক্ষার চেষ্টা করে থাকে তা হল এই: সংগ্রাম তো এক প্রকার ধাপ্পা বৈ নয়। তাই আমরা নিজ প্রাণ বাঁচাবার জন্য শত্রুকে ধোকা দিয়েছি মাত্র। মূলতঃ আমরা পূর্বেকার মত ও পথে অচল অটল রয়েছি। অশিক্ষিত জনসাধারণও তাদের এ মুখরোচক ব্যাখ্যা মেনে নেয় চোখ বুজে।

এ নীতিটি আজ এতই পরিচিত ও সর্বজনস্বীকৃত যে, যদি কোন নেতা আদালতে অনুরূপ পন্থা অনুসরণ করেন, তাতে কেউ আর আশ্চর্য বোধ করে না। অধিকন্তু, সবাই বুঝে ফেলে যে, মহামান্য নেতা তাদের শুধুমাত্র আদালতকে ধোকা দেবার জন্যই তা করেছেন এবং সেখানে তো এরূপ করতেই হবে—এটাই তো রাজনীতি। মনে হয় যেন রাজনীতিতে মিথ্যা, ধাপ্পা, বহুরূপীতা ও হীনতার আশ্রয় না নিয়ে গত্যন্তর নেই।

(৩) একদল লোক আবার এরূপ রয়েছেন যারা উপরোক্ত দু'দল থেকে বেশ উন্নত প্রকৃতির বলেই নিজেদের প্রতিপন্ন করে থাকেন। তারা

www.pathagar.com

বেশ সাহসী ও নির্ভীক। তাই আদালতেও তাঁরা ......র সমান বীরত্ব ও পৌরুষের পরিচয় দেন। কিন্তু কিছুদূর এগোলেই দেখা যায় যে, তাঁদের সে একনিষ্ঠতা আর বজায় রাখতে পারছেন না। এ-কথা সে-কথার দ্বারা আদালতে নির্ভীকতার পরিচয় দান করার পরেই মূল ব্যাপারে এসে তাঁরা পলায়নী মনোবৃত্তির আশ্রয় নেন মানে কঠোর শাস্তির হাত থেকে নিস্তার লাভের জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁরাও খুব সূক্ষ্ম ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেন। অবশ্য তাদের সে ছল-চাতুরী প্রথমোক্ত দু'দলের ন্যায় জনসমক্ষে ধরা পড়বার নয়। তাঁরা সরকার বিরোধী নন বলে দাবী করেন না বটে, কিন্তু সাথে সাথে আইনের মারপ্যাচের আড়াল দিয়ে নিজেদেরে বিপদ থেকে দূরে রাখবার জন্য গভীর যত্ন ও গবেষণা চালিয়ে থাকেন। এখানে তাঁরা স্বীয় কৃতকর্ম ও কথিত-কথা স্বীকার করে নিয়েও এ যুক্তি উত্থাপন করেন যে, প্রচলিত আইনের চক্ষে তা আদৌ অবৈধ নয়। তাই তাদের শাস্তি দেবার কোনই যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে না। সাথে সাথে তাঁরা আরও ঘোষণা করেন যে, নেহাৎ বেকসুর হওয়া সত্ত্বেও সরকার অহেতুক তাঁদেরে গ্রেফতার করে পেরেশান করছেন। তদুপরি তাঁরা আদালতকে আদা জল খেয়ে এ কথাটাও বুঝাবার চেষ্টায় ক্রটি করেন না যে, তাঁদেরে এ ব্যাপারে শাস্তি দেয়াটা সরকারের পক্ষে নির্ঘাত বেইনসাফীর কাজ হবে।

আশ্চর্যের বিষয় এই, এসব কর্মপন্থা তাঁরা সেই সরকারের আদালতে অবলম্বন করে থাকেন, যাদের বেইনসাফী ও অনাচারের নিত্য নতুন কাহিনী, তাঁরা দেশের আনাচে-কানাচে সর্বদা বড় গলায় প্রচার করে বেড়ান। শুধু তাই নয়, তাঁরা এ কথাও ঘোষণা করেন যে, সে জালেমদের কাছ থেকে কোনদিনই সুবিচার ও কল্যাণের আশা করা চলে না। তদুপরি এ কথাও তাঁদের অজানা নয় যে, শত প্রকার আইন ও ইনসাফের দোহাই পেড়ে আর হাজার কাকুতি মিনতিপূর্ণ আবেদনের আশ্রয় নিয়েও জালেম সরকারের শাস্তি ভোগ থেকে তাঁদের নিস্তার লাভের আদৌ আশা নেই।

যা হোক, এতদসত্ত্বেও তিন দলের ভেতর শেষোক্ত দলটিই অপেক্ষাকৃত উন্নত মর্যাদার অধিকারী। আমাদের রাজনীতির ইতিহাস তখন পর্যন্তও

www.pathagar.com

এতটুকু উঁচু স্তরের নেতা তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিল। তবে তাঁদের ভেতরও কথা ও কাজে সমতা রক্ষার শক্তি ছিল অবর্তমান। যদি তা থাকত তাহলে তাঁরা নিজেদের অনুসৃত আন্দোলন ও দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে এতই সত্য ও খাঁটি হতেন যে, তজ্জন্য যে কোন কঠিন শাস্তিও মাথা পেতে নিতে তাঁরা আদৌ পরোয়া করতেন না। সুতরাং তখন তারা স্বীয় গ্রেফতারী ও সাজা প্রাপ্তিকে জানাতেন প্রাণখোলা অভিনন্দন এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জালেম সরকারের আদালতে নিজদেরে প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী বলে ঘোষণা করতে গৌরব বোধ করতেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা আদালতে নিজেরাই রায় শুনিয়ে দিতেন যে, তাদের অনুসৃত কার্যের জন্য বর্তমান সরকারের থেকে শাস্তিই তাঁদর একমাত্র প্রাপ্য। আর যেহেতু এরূপ ক্ষেত্রে শাস্তিটা হত তাদের স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গৃহীত, তাই সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের আর কোনই অভিযোগ থাকত না।

এ কথা কে না জানে যে, জগতের অন্যান্য জীবের মত সরকারও স্বীয় শত্রুকে শায়েস্তাই করবেন; ফুল-চন্দন দিয়ে আর নন্দিত করবেন না। সেমতাবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে যে কোন অপ্রীতিকর ব্যবস্থাই আসুক না কেন, তা দেখে তার শত্রুরা পালাবে কেন? আর যাদের পালানো পরম কাম্য, তারা আবার স্বাধীনতা ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে পা দিয়ে শত্রুর খাতায় নাম লেখাতে যান কেন?

সে যাক, মাওলানা আজাদের কর্মপন্থা এ ক্ষেত্রে আমাদের সামনে উন্মুক্ত করেছে সম্পূর্ণ এক নতুন পথ। তিনিই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কথা ও কাজের সামঞ্জস্য এবং একনিষ্ঠ সত্যানুসরণের তাৎপর্য কি? তিনি স্বীয় ভাষণে প্রথমেই সেদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সুস্পষ্টভাবে তিনি স্বীকৃতি দান করেছেন যে, বর্তমান সরকারের প্রবর্তিত আইন ও আদালতের দৃষ্টিতে তিনি যথার্থই অপরাধী এবং সেজন্য তাকে শাস্তি দান করতে ইচ্ছুক বলে সরকারকে আদৌ দোষ দেয়া চলে না। এমন কি সরকারের বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে তাঁর কোনই অভিযোগ নেই। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগপত্রের যে যে স্থানে দুর্বলতা দেখতে পেলেন, অত্যন্ত নির্ভীক চিত্তেই তা নিজে পূর্ণ

www.pathagar.com

করে দেবার দায়িত্ব নিলেন এবং স্বহস্তে সরকারের আনীত অভিযোগ-পত্রের যেসব স্থান অস্পষ্ট ও দুর্বল ছিল, সেসব স্থান সুস্পষ্ট ও জোরালো করে লিখে আদালতে পেশ করলেন। বস্তুতঃ, সেসব অভিযোগ মাওলানার স্বহস্তে লিখিত স্বীকৃতির মাধ্যমে না পেলে সরকারের পক্ষে তা প্রমাণ করা আদৌ সম্ভবপর হত না। তাই সরকার সেসব অভিযোগ বাদও দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি আদালতের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালেন যে, ফরিয়াদীর আনীত অভিযোগ থেকেও তার অপরাধ এ ব্যাপারে অনেক বেশি। সুতরাং তিনি কঠোর শাস্তি লাভের যোগ্যতম পাত্র।

স্বয়ং মাওলানা পরে প্রকাশ করেছেন যে, আদালতে লিখিত বিবৃতি-দানের অভিপ্রায় তাঁর আগে ছিল না। কেননা, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সরকারই তাঁর বিরুদ্ধে সব রকমের অভিযোগ যথাযথভাবে আনয়ন করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু যখন বিচার প্রহসন শুরু হল, তখন দেখা গেল যে, তাঁর মাত্র দু'টি বক্তব্যকে ভিত্তি করেই সরকার মামলা দায়ের করেছেন। তাতেও আবার এমন সব মারাত্মক কথা বাদ পড়ে গেছে যা তিনি সর্বদাই সরকারের বিরুদ্ধে বলে বেড়াতেন। তাই সরকার যেসব অভিযোগ উত্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন, সেগুলোকেও তিনি বিচারের সুবিধার জন্য আদালত সমক্ষে পেশ করা স্বীয় নৈতিক দায়িত্ব বলে বিবেচনা করলেন। অবশ্য তিনি এ কথা স্বীকার করেন যে, সরকার প্রবর্তিত বর্তমান আদালতের রীতি অনুসারে তাঁর উপর সে দায়িত্ব বর্তায় না। তথাপি সত্যের বিধান যে কোন আদালতের টাল-বাহানার রীতি-নীতির ধার ধারে না। তাই বিরুদ্ধ পক্ষের জ্ঞান ও প্রমাণাদির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সত্য গোপন করে এড়িয়ে যাওয়াটাকে তিনি একান্তই ধাপ্পাবাজী বলে মনে করলেন।

তিনি পড়ে এ কথাও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, স্বীয় অপরাধের স্বীকৃতি তিনি দিতে গেলেন কেন? এ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ যখন কোন জাতি স্বদেশের স্বাধীনতা দাবী করে, তখন যেই বিদেশী শক্তি নির্দিষ্ট কাল অবধি তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে, তাদের সাথে সংঘাত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এটা নিতান্তই স্বাভাবিক যে,

www.pathagar.com

ধিকৃত বস্তুকে সহজে হাতছাড়া করতে রাজী ...ই শাসকগোষ্ঠির কাছে শাসিতদের স্বাধীনতার দাবী বড়ই পীড়াদায়ক মনে হয়। ফলে, তারা যথাসাধ্য স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এ প্রচেষ্টা যতই অন্যায় ভিত্তিক হোক, নিন্দনীয় বলা চলে না। কারণ, প্রত্যেক জীবই স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মুহূর্তে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। ঠিক তেমনি একটি সংগ্রাম পাক-ভারতের শাসক ও শাসিতদের মাঝে শুরু হয়েছে। সুতরাং যারা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠি স্বভাবতই তাদের শায়েস্তা করবার জন্যে প্রয়াস পাবে এবং যতখানি সম্ভব তাদেরে কঠিন হতে কঠিনতর শাস্তি প্রদান করবে। তার আরও কারণ রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী তো আর নিজেই আন্দোলনে যোগ দিয়ে ক্ষান্ত হয় না; বরং অন্যান্যকেও উস্কানী দিয়ে তাতে শামিল করে; এজন্যই সরকারের পক্ষে তাকে কঠোর শাস্তিদান অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় এবং যতখানি সম্ভব কঠিন শাস্তি দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মাওলানা আরও বলেন—আমি কি করে আশা পোষণ করতে পারি যে সরকার আমাকে ভালবাসবেন? সরকার তো তাই করবেন যা অন্য যে কোন শক্তি তার অধীনস্থের বিপ্লব দমনকল্পে করে থাকে। সুতরাং সরকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের মধ্যে এ ধরনের বৈরী-মূলক সম্পর্ক থাকাটা নিতান্তই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে কোন দলেরই অপরদলের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ থাকা ঠিক নয়। প্রত্যেক দলেরই স্ব-স্ব কর্তব্য চালিয়ে যাওয়া উচিত।

মাওলানা তাঁর লিখিত জবানবন্দির শেষভাগে এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, স্বাধীনতা ও সত্যের সংগ্রাম স্তিমিত করার জন্য দুনিয়ার অন্যান্য জালেম শক্তি যে অশেষ জুলুম চালিয়ে আসছে তার তুলনায় পাক-ভারতে আমরা যতটুকু কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দেখি তা নিতান্তই কম।

কতবড় নিঃস্বার্থ চিত্ত ও একনিষ্ঠ সততার পরিচয় আমরা মাওলানার এ জবানবন্দিতে ফুটে উঠতে দেখছি? এর চাইতে সততা, বীরত্ব

www.pathagar.com

ও দৃঢ়তার পরিচায়ক আর কি হতে পারে?

কেউ যদি মাওলানার এ নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ... বোধ করেন, তা আদৌ অস্বাভাবিক হবে না। কেননা আমরা তো এখনও সে স্তর থেকে অনেক দূরে পড়ে আছি। আমাদের তো এখনও ধারণা রয়েছে যে, রাজনীতিতে সব রকমের ধাপ্পা ও মিথ্যাচারণ সর্বতোভাবে সিদ্ধ।

মাওলানার অনুসৃত নীতি যে জনসাধারণের ধারণা থেকে কতখানি স্বতন্ত্র তা নিম্ন ঘটনা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। মাওলানা তাঁর জরানবন্দির ভেতরে একখানে লিখেছেন : বলা যায়, প্রথম দলের মত দ্বিতীয় দলের কর্মপন্থাও নিন্দনীয় নয়। অর্থাৎ শাসিতদের আন্দোলনও যেরূপ নিন্দনীয় হতে পারে না, তেমনী নিন্দনীয় নয় শাসকগোষ্টির দমন প্রচেষ্টাও।

এ মন্তব্যটি জনসাধারণের গতানুগতিক ধারণায় এতই বিপরীত ছিল যে, কেউ একে আর মাওলানার মন্তব্য বলে স্বীকার করতে রাজী হয়নি। এজন্য দেশের সকল সংবাদপত্রেই 'বলা হয়' বাক্যাংশ ব্যবহার করে ব্যাখ্যা দান করল যে, মাওলানা 'বলা হয়' দ্বারা সরকারের প্রতিই ইংগিত করেছেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন যে, সরকারই এরূপ বিকৃত ধারণা পোষণ করে থাকেন। সরকার তাই গা বাঁচাবার জন্য 'বলা যায়' বাক্যাংশ ব্যবহার করে মাওলানার নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

বস্তুতঃ, মাওলানাই 'বলা যায়' বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। তার পরবর্তী লেখায়ও তাই প্রমাণিত হয়। অথচ আমাদের পক্ষে তা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল।

উপরের আলোচনায় আমরা যা কিছু দেখতে পেলাম তাই ছিল মাওলানার জীবনের স্বাভাবিক নীতি। যদি অসহযোগ আন্দোলন না হত, তবুও তিনি জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে অনুরূপ নীতিই গ্রহণ করে চলতেন। এখন দেখা যাক যে, অসহযোগ আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকেই বা মাওলানার কর্মপন্থা কতটুকু ন্যায়ানুগ ছিল।

অসহযোগ আন্দোলন ও আদালত বর্জনের উদ্দেশ্যও এই ছিল যে, কোন স্বাধীনতা আন্দোলনকারী যেন সরকারের হাত থেকে নিজের

www.pathagar.com

স্থা অবলম্বন না করে। মানে, কেউ যেন — থেকে বাঁচাবার প্রয়াস না পায়। কেননা অসহযোগ আন্দোলন তো গড়েই উঠেছে বৃটিশ আদালতের অস্তিত্ব ও ইনসাফকে অস্বীকারের ভিত্তিতে। এদিক থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যায় যে, আত্মপক্ষ সমর্থন না করার প্রকৃত তাৎপর্য যে কি তা মাওলানাই আমাদিগকে সর্বাগ্রে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

অনেক সহযোগী আত্মপক্ষ সমর্থন না করার ব্যাপারটিকে এভাবে কার্যকরী করেছে যে, আদালতে নিজের পক্ষ থেকে কোন উকিল-মোক্তার নিযুক্ত করেনি; কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের মূল ক্ষেত্র জবানবন্দিতে নিজেকে বাঁচাবার সাধনা আদৌ কম করেনি। এমন কি স্বীয় নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য আইন ও আদালতকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে এবং স্বপক্ষে সব রকমের দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করেছে। বিশেষ অসুবিধার ক্ষেত্রে আদালতের ইনসাফ প্রার্থনা করে লিখিত আবেদন পেশ করেছে। মানে, তাদের জন্য উকিলের পক্ষে যা যা করা সম্ভব হত তার কিছুই সে নিজে করতে ছাড়েনি। সুতরাং একে আত্মপক্ষ সমর্থন না করা বলা চলে না আদৌ; বরং এতে সোজাসুজি নিজের রক্ষা ব্যবস্থা নিজহস্তে তুলে নেয়া হল বৈ নয়।

পক্ষান্তরে, মাওলানার অনুসৃত পন্থা আত্মপক্ষ সমর্থন থেকে কত দূরে এবং আত্মপক্ষ সমর্থন না করার অর্থকে কিভাবে যথার্থ রূপ দান করেছে তা সত্যিই প্রণিধান যোগ্য। প্রথমেই তিনি আদালতের গতানুগতিক রীতি অনুসারে নিজকে নির্দোষ ঘোষণা করার বদলে নিজের সকল অপরাধ অকুণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন। এমন কি আদালতে ইনসাফ প্রার্থনার বদলে তিনি নিজের সেসব অপরাধের ফিরিস্তি শোনালেন যা সরকার তথায় পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারপর তিনি আদালতে আইনের বহাস্ তুলেননি আদৌ। যেসব দফা তাঁর বিরুদ্ধে পেশ করা হয়েছে তা যথার্থ কী না এবং যে যে ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে তার সাথে তার কার্যাবলী সামঞ্জস্য রাখে কী না এ নিয়েও তিনি কখনো প্রশ্ন তুলেননি। অধিকন্তু তাঁর শাস্তিকে কঠিনতর করে তোলারই ব্যবস্থা তিনি করেছেন। মানে,

www.pathagar.com

যেখানে গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের দু·
সরকার তাঁর বিরুদ্ধে তেমন জোরালো ৫.. ৩খা ৭৭ ২৯৯৬
সমর্থন হননি, তিনি সেখানে সে অস্পষ্টতা দূর করে দিয়ে মামলার ভেতরকার সকল দুর্বলতা লোপ করতে সরকারকে সহায়তা করেছেন। মূলতঃ অসহযোগ ও আদালত বর্জনের মূল তাৎপর্য এটাই ছিল। তার উদ্দেশ্য এ ছিল না যে, আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি দিক বন্ধ রেখে অন্য দিককে অধিকতর জোরালো করে পূর্ণ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। বস্তুতঃ, এটা এক ধরনের কারসাজী বৈ নয়।

যে কোন সূক্ষ্ম ও ন্যায়দর্শী ব্যক্তিই মাওলানার এ কার্যক্রম দেখে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত হবেন সন্দেহ নেই। তাই দেখা যায় যে মাওলানার এ ঘটনার কিছু দিন পরেই যখন লালা লাজপত রায়কে আদালত জিজ্ঞেস করলেন যে, আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি কোন দরখাস্ত পেশ করতে চান কী না, তিনি সাফ জবাব দিলেন: যেহেতু তা অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শের পরিপন্থী, তাই আমি তাতেও প্রস্তুত নই।

যে সত্য জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচর হয়, তার ধারণাও তাদের ভেতর থেকে লোপ পায়। তাই যখনই সে সত্যটি সহসা জনসাধারণের ভেতর আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাদের চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায় এবং ভাবতে থাকে যে, এরূপ উজ্জ্বল সত্যটি কিভাবে তারা অনুভব না করে পেরেছিল? তাই মাওলানার জবানবন্দির ভেতর যে সত্যটি সবার সামনে সমুজ্জ্বল হয়ে ধরা দিল, জনসাধারণ সে আলোকে অন্যান্য কর্মপন্থাকে বিচার করতে গিয়ে বিস্মিত হল যে, কী করে বড় নেতারা এরূপ সত্যকে চাপা দিয়ে গা বাঁচিয়ে চললেন?

সবাই তখন ভাবতে শিখল, আমরা যে স্বৈরাচারী সরকারের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছি এবং যাদের থেকে নিজেদের স্বত্ব ও অধিকার ছিনিয়ে আনতে যাচ্ছি, তাদের প্রবর্তিত বিচারের ধারানুসারে নিঃসন্দেহে আমরা ১২৪ (ক) ধারার অপরাধী। মানে, সরকারের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছড়ানোর অপরাধে আমরা সর্ববাদীসম্মতভাবেই অপরাধী! এখন আমরা যদি তা না বুঝেই

www.pathagar.com

এতদিন কাজ করে থাকি, তাহলে আমাদের এরূপ অজ্ঞতা নিয়ে এতবড় দায়িত্বপূর্ণ আন্দোলনে যোগ দেয়া ঠিক হয়নি। আর যদি জেনেশুনে করে থাকি তা হলে অবশ্যই সে ধারানুসারে শাস্তি লাভের জন্য প্রস্তুত হয়েই আমরা এসেছি। সুতরাং আদালতে এসে আবার হু'চার করার কী মানে থাকতে পারে?

এটা সত্যি আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেও আমরা তার সামান্যতম শাস্তি লাভেও গরজের রাজী ছিলাম। মাওলানার ভাষায় বলা যায়, সরকার স্বয়ং প্রেমের অবতার ঈসাহ নন। তাই তার থেকে অঢেল, মাত্রাহীন অনুকম্পা আশা করা যায় না। অন্যথায় মেনে নিতে হয় যে, আমরা যে বক্তৃতা করে বেড়াই তা আদৌ আন্তরিক নয়; বরং মুখে সরকারকে চ্যালেঞ্জ দিলেও আন্তরিক ইচ্ছেটা হল তার থেকে বেঁচে থাকা—সেটা নেহাৎ স্বতন্ত্র কথা। কেবল মাত্র গ্রেফতার হয়ে দেশ-প্রেমিক হবার উদ্দেশ্যেই যদি সেসব বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে সে আর যাই হোক অন্ততঃ অসহযোগীর কাজ আদৌ নয়।

মাওলানার আয়েকট নির্ভীক সততার পরিচয় আমরা এ ব্যাপারে দেখতে পেয়েছি। তিনি গোয়েন্দার রিপোর্টকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে ঘোষণা করলেন। আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে মাওলানাই প্রথম ব্যক্তি—যিনি উদার চিত্তে স্বয়ং বিবাদীপক্ষের সকল অভিযোগ মেনে নিলেন। অথচ তাঁর যাবজ্জীবন দণ্ডদানের জন্য আদাজল খেয়ে চেষ্টা চালাচ্ছিল তারা।

দলগত সংকীর্ণতা থেকে রেহাই না পাওয়াটা মানুষের একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা। বিরুদ্ধ পক্ষের মোকাবেলা করার মুহূর্তটা সত্যিই মানুষের সততা যাচাইয়ের কষ্টিপাথর। আমাদের বড় বড় নেতাদের বেলায়ও দেখা যায় যে, প্রয়োজন হলে প্রতিপক্ষকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েও আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করে থাকেন। আর প্রতিপক্ষের স্বপক্ষে তাদের কিছু বলা সম্পর্কে তো কল্পনাই করা চলে না। তাঁরা এ নীতির স্বপক্ষে বলে থাকেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে মিথ্যা বা ধাপ্পা বলতে কিছু নেই। মূলত এটা হল ইউরোপীয় রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। আমরা তাদেরে

www.pathagar.com

ঘৃণা করতে গিয়ে আবার তাদের ঘৃণিত নীতিকেই অনুসরণ করে চলছি আত্মহভরে।

মাওলানার চরিত্রে আমরা আরেকটি বড় শিক্ষণীয় ব্যাপার এই দেখি, শালীনতা ও স্থিরতা এমন কি ক্ষমাসুলভ চিত্ত নিয়ে তিনি প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতেন। আমাদের জাতীয় নেতা ও কর্মীদের চরিত্রে এ গুণটি সংযোজিত হওয়া যে অপরিহার্য তাতে সন্দেহ নেই।

সকল মানবের ভেতরেই এ স্বভাব প্রতিভাত যে, শত্রুর মোকাবেলা করতে গেলে তারা ক্রোধ ও উত্তেজনায় সর্বদা অস্থির থাকে। বিশেষতঃ যখন প্রতিপক্ষ ক্ষমতাবান হন, তখন এটা বেশি দেখা যায়। কিন্তু যে কোন নেতা বা মহান ব্যক্তির ক্রোধ ও হিংসা আয়ত্বাধীন রাখা উচিত। কোন মানবের মহত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্ততঃ ক্রোধ বশ করার গুণটা অপরিহার্য। অনেকেই সাহস ও বীরত্ব এবং ক্রোধ ও হিংসার ভেতরে কোনই পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। খুব উত্তেজিত হওয়াকেই তারা সাহস ও বাহাদুরীর পরিচায়ক বলে ভুল করে থাকে। মূলত প্রকৃত বাহাদুর তো তিনি, কোন কঠিন বিপদ ও আঘাতে যিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত বা উত্তেজিত হন না। সব চাইতে বড় কথা এই, ক্রোধ ও উত্তেজনার ক্ষেত্রে মানুষ সত্য ও মূল ঘটনা প্রতীয়মান করতে ব্যর্থ হয়।

আগেই বলেছি, অসীম ধৈর্য ও শালীনতা মাওলানার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। আদালতের আগাগোড়া কার্যধারার মধ্যে কোনদিনই তাঁকে উত্তেজিত বা শত্রুর ভয়ে বিচলিত দেখা যায়নি। তাঁর লিখিত জবানবন্দির আগাগোড়া পাঠ করে প্রতিটি লাইনেই দেখতে পাই তাঁর দৃঢ় ও শান্ত চিত্তের উজ্জ্বল স্বাক্ষর সুপরিস্ফুট এবং তাতে এমন একটি লাইন খুঁজে পাওয়া যাবে না যার ভেতরে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা বা ভাবপ্রবণতার পরিচয় রয়েছে। তিনি জটিল ও উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়েও যেখানে আলোচনা করেছেন তা দেখলে মনে হবে যেন কোন বিজ্ঞ অধ্যাপক ধীর-স্থিরভাবে তাঁর শিক্ষমণ্ডলীকে সেই জটিল বিষয়ের মূল রহস্য উদ্ঘাটন করে সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এসব দেখে-শুনে যথার্থই মনে হয় যে, গ্রেফতার হওয়ার সাথে সাথে তিনি যেন উত্তেজনারূপ ব্যাধি থেকে একেবারেই মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন।

www.pathagar.com

সব চাইতে প্রেরণাদায়ক স্থান হল 'জবানবন্দির' শেষ অধ্যায়টি। সেখানে মাওলানা তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাওলানার খেলাফে মামলার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট, সরকারী উকিল প্রমুখ সম্পর্কে সানন্দে লিখেছেন: তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনই অভিযোগ নেই এবং তাদের কার্যকলাপে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। তাদের কোন কাজের জন্য অজ্ঞাতে যদি কখনও কোন দুঃখ পেয়ে থাকি তা আমি মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা করে দিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে লিখেছেন: সে তার দায়িত্ব পালন করেছে। সরকারের সে একটি অংশ মাত্র। সরকারের পরিবর্তন না হলে তার কার্যধারায় পরিবর্তন অসম্ভব। তাই তার প্রতি কারু কোন অভিযোগই থাকতে পারে না।

বলা বাহুল্য, মাওলানার 'জবানবন্দি' খুবই প্রেরণামূলক ও বিস্ময়কর। তা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েই আমাদের জাতীয় সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। 'জবানবন্দির' অনেকগুলি বাক্যের ভেতরে ও বাইরে সত্য দীপ্তি যেরূপ সবার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে, তেমনি তা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য, বর্ণনা ভংগীর বৈশিষ্ট্য, ইসলামী আযাদীর গবেষণামূলক বিশ্লেষণ এবং দেশ ও জাতির সেবায় উত্তম শিক্ষা লাভের মানদণ্ড হিসাবেও সুধী মহলের মার্জিত চিন্তাধারার খোরাক হয়ে থাকবে। এ ব্যাপারে আমি মাওলানার ভাষায় বলে শেষ করতে চাই—ভবিষ্যৎই মীমাংসা করবে এবং সে মীমাংসাই হবে চূড়ান্ত মীমাংসা।

www.pathagar.com

গ্রেফতার

বিদায়ের ডাক

আজ উনিশ শত একুশ সনের ৮ই ডিসেম্বর—সকাল বেলা। কাল সন্ধ্যায় নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেলাম, বংগ সরকার ভারত সরকারের সাথে আমার ও সি আর. দাসের গ্রেফতারী সম্পর্কে আলোচনা শেষ করেছেন। তাঁরা আমাদেরে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমার সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত হল এই, যদি আমি এগার তারিখেও কোলকাতা ছেড়ে বাইরে না যাই, তাহলেই গ্রেফতার করা হবে—অন্যথায় নয়। মানে, যদি আমি বাদায়ুনে আহূত জমিয়তে ওলামা সম্মেলনে চলে যাই, তা হলে তাদের মাথার ওপর থেকে আমার বোঝাটা নেমে যাবে। তখন তাঁরা শুধু সি. আর. দাসকেই গ্রেফতার করে খুশি থাকবেন।

আমার কিন্তু অধিকাংশ সময়ই বাংলার বাইরে ব্যস্ত থাকতে হয়। এ সময়ও আমি আন্দোলনের কাজ নিয়ে বাইরে খুবই মশগুল ছিলাম। আমার সামনে পঁচিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজের প্রোগ্রামও ছিল। সহসা বংগ সরকারের নতুন তৎপরতা শুরু হল। তার দেখাদেখি অন্যান্য প্রদেশেও সরকারী তৎপরতা বেড়ে গেল। আমি তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন উপলক্ষে বোম্বাইয়ে ছিলাম। গান্ধীজির সাথে এ ব্যাপার নিয়ে আলাপ করলাম। তিনিও বললেন, এ সময়ে আমার কোলকাতায় থাকা প্রয়োজন। তদনুসারে পয়লা ডিসেম্বর আমি সরাসরি কোলকাতায় পৌঁছলাম। এখানে এসে দেখলাম, সরকার চরম কঠোরতা অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। তাঁরা চব্বিশ তারিখের হরতাল বন্ধ করার জন্য যত রকমের অবৈধ পন্থা রয়েছে, সবই এখতিয়ার করে চলছিলেন। এতদসত্ত্বেও জনসাধারণ পূর্ণ ধৈর্য ও শান্ত ভাব নিয়ে যার

www.pathagar.com

যার কাজ করে যাচ্ছিল।

আমার এখানে এসে পয়লা কাজ ছিল জনসাধারণের মনোবল ও ধৈর্য সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা অর্জন। এ সম্পর্কে আমি পাঁচ তারিখেই নিশ্চিন্ত হতে পারলাম। তখন ভাবছিলাম, কোলকাতা থেকে বাইরে যাব কি না। কারণ, বাদায়ুনে আহূত জমিয়তে ওলামা সম্মেলনে যোগদান করা আমার নেহাৎ দরকার ছিল। ছ' তারিখ পর্যন্ত দোটানা ভাব নিয়ে কাটাচ্ছিলাম। এমন কি গান্ধীজিকে লিখে জানালাম যে, এখানে কাজ চালাবার জন্য সি. আর. দাসই যথেষ্ট, আমি বাদায়ুন হয়ে বোম্বাই আসছি। ছ' তারিখ সন্ধ্যায় সহসা আমার মনের ভাব বদলে গেল। আমি যেন বুঝতে পারলাম সরকারের সর্বশক্তি কোলকাতায় জমানো হচ্ছে। তাই সরকারের সাথে শেষ বোঝাপড়ার ময়দান এটাই হয়ে দাঁড়াবে।

সংগে সংগে আমি এ সংগ্রামে যথাসর্বস্ব নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্য সব প্রোগ্রাম বাতিল করলাম। শপথ নিলাম, হয় সরকার আমাকে গ্রেফতার করবে, নয় এ অমানুষিক অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।

আমি দেখতে পেলাম, সরকার খেলাফত ও কংগ্রেস কমিটিগুলো বন্ধ করতে ও ভেংগে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। এক এক করে সে সবের সকল সদস্যকে গ্রেফতার করে জেলে পুরে চলছেন। দেশের সংবাদপত্রগুলোও বন্ধ করে দেবার আয়োজন চালাচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে সি. আর. দাসকে একা ফেলে আমি কোলকাতা ছাড়তে পারি না।

এটা ঠিক যে, বংগ সরকার আমার গ্রেফতারী এড়াতে চান। আমি কোলকাতা থেকে বাইরে যাই এটাই সরকারের কামনা। সরকারের এক বন্ধু এসে আমাকে সে কথা জানিয়েও গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারের অন্যান্য ইচ্ছাগুলোর মত এটাও আমার ইচ্ছার বিপরীত। তাদের সে ইচ্ছা রাখতে গেলে আমার দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে হয়।

আমি খুব করে ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, কোলকাতায় থাকাটা আমার পক্ষে অপরিহার্য। কাজ ও প্রয়োজনের বেলায় যেটুকু সুযোগ মেলে সেটুকুই করা চাই। খোদার ফজলে কোলকাতায় যে কাজের

www.pathagar.com

ময়দান তৈরী হয়েছে, তা সব দিক থেকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আমার এই ক্ষেত্র নির্বাচন ভুল হয়নি।

আমার গ্রেফতারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সত্যিই আমাকে সরকার বিরাট এক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিলেন। খোদাই জানেন যে, জেলের বাইরে থাকাটা এখন আমার পক্ষে কত কষ্টদায়ক। যাঁরা চলে যান তাঁরা কি করে বুঝবেন যে, পড়ে রইল যারা তাদের ওপর কি ভীষণ বেদনার ঝড় বয়ে চলে। মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু—সবারই সফর পূরা হয়েছে। আমিই শুধু দূর মঞ্জীলের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন গুণছি। আজ মঞ্জীলের কাছাকাছি এসে মন আমার আনন্দে দোলা খাচ্ছে। ভাবছি, একটা চরম জয়ের ময়দান পেছনে রেখে যাচ্ছি। কোলকাতার এ ময়দানকে আমি "শেষ জয়ের ক্ষেত্র" বললাম এ জন্য যে, তার সত্যতা শীঘ্রই সারা দেশবাসী দেখতে পাবে বলে আমার বিশ্বাস রয়েছে। তারা দেখবে, দু'বছরেও গোটা দেশব্যাপী আন্দোলন চালিয়ে যে কাজ হয়নি, মাত্র কয়েকদিনেই সে কাজ এখানে সম্পাদিত হবে।

অবশ্য এ চরম কাজ সম্পাদনের জন্য একটা চরম ধাপ বাকী রয়েছে। আমার বিশ্বাস রয়েছে যে, বংগ সরকারের হাতে সে ধাপও পূরা হবে। যদি দু'তিন দিনের ভেতরে সরকার আমাকে ও'সি. আর. দাসকে গ্রেফতার করে নেয়, তা হলে শুধু কোলকাতার নয়, গোটা বাংলার জনসাধারণের ভেতরে এক অপূর্ব সাড়া জাগবে। আমরা মুক্ত থেকে দু'বছরেও যে বাংলাকে জাগাতে পারিনি, আমাদের গ্রেফতারীর পরে দু'মিনিটেই তা জেগে উঠবে।

আমার গ্রেফতারীর ভেতরে আমি গোটা পাক-ভারতের এক নয়া বিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে আমি পাঞ্জাব, সীমান্ত ও বিহার সম্পর্কে জোর দিয়ে এ কথা বলতে পারি। এ তিন প্রদেশের মুসলমানেরা সব সময় আমার কথা আন্তরিকতার সাথে শুনে আসছে। তারা আমাকে বেশী ভালবাসে ও বিশ্বাস করে। তারা গত দশ বছর ধরে আমার সকল আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল ছিল। আমার গ্রেফতারী

www.pathagar.com

যে তাদের কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য শেষ আহ্বান হবে সে বিশ্বাস আমার রয়েছে। যে তত্ত্ব আমি পর পর তিন বছর ধরে অবিরাম বলে ও লিখে তাদেরে বোঝাতে পারিনি, আমার গ্রেফতারীর নীরব ইংগিত তাদেরে তা তিন মিনিটেই বুঝিয়ে দেবে।

এভাবেই বংগ সরকার শুধু বাংলার জন্য নয়; বরং গোটা পাক-ভারতের জন্য পরম কল্যাণকর কাজ আঞ্জাম দিতে চলছেন।

পয়লা মোবারকবাদ

আমাকে গ্রেফতার করা হলে গান্ধীজিকে আমার এ পয়গাম পৌছাবে ঃ

"আপনার সাফল্যের জন্য সবার আগে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেজন্যে আমাকে ধৈর্যহারা ভাববেন না। আমি সেই অনিবার্য সময়টি নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছি। তাই তার জন্যে আমার আগে কেউ আপনাকে ধন্যবাদ জানাক, এটা আমি চাই না। আপনার মানুষ বন্ধুরা একে একে আপনাকে ছেড়ে চলেছে, তাই খোদার সাহায্য দৈনন্দিন বেশি পাচ্ছেন। বোম্বাই-এর দুর্ঘটনা আপনাকে বেশ আঘাত দিয়েছে। তা নিয়ে আপনাকে বিমর্ষভাবে দেখে আমিও কম দুঃখ পাইনি। তাই কোলকাতা জেগেছে আপনাকে আনন্দ ও সাফল্যের অর্ঘ্য দানের জন্য। কোলকাতার ব্যাপার নিয়ে ২৫শে নভেম্বর আমরা আলাপ করেছি, তখন আমি আপনাকে নিশ্চিন্ত থাকার জন্য বলে-ছিলাম। আমি আনন্দিত যে, এখানে আপনার দুর্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে তেমন কিছু আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। আমার আশ্বাস সত্যে পরিণত হওয়ায় সত্যিই আমি আনন্দিত। কোলকাতায় আমি পনের বছর ধরে কাজ করছি এবং অর্ধ শতাব্দী ধরে পারিবারিক জীবন কাটালাম। তাই আমার আশ্বাস দৃঢ় প্রত্যয় ও জ্ঞানের ভিত্তিতে ছিল। গত তিন বছরে কোলকাতার মুসলমানেরাই খেলাফত আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছে; তাই শেষ লক্ষ্যেও তাদেরই পয়লা পদক্ষেপ হবে। তারা আজ শান্তিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গের রহস্য খুঁজে পেয়েছে। তাদের এ আগুন কাঁপবেও না, নিভবেও না—অবিরাম

www.pathagar.com

জলতে থাকবে। শান্তিপূর্ণভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের মঞ্জীল পার হবার ভার তাদের ওপরই চেপেছে। আদতে তারা এর ন্যায্য অধিকারীও বটে।

আখেরী পয়গাম

আজ থেকে দশ বছর আগে আমি জাতির উদ্দেশ্যে যে পয়লা বাণী দিয়েছিলাম আজকের শেষ বাণীও আমার তাই-ই। খোদা বলছে :

"ভয় পেও না, বিমর্ষ হয়ো না, তোমরাই সবার ওপর জয়লাভ করবে—যদি নিজেদের ভেতরে সত্যিকারের ঈমান পয়দা করতে পার।"

আমাদের সকল বিজয়ের মূল ভিত্তি চার সত্যের ওপরে রয়েছে। সেদিনও আমি গোটা দেশবাসীকে সেদিকেই ডেকেছিলাম।

১। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য

২। শান্তি

৩। শৃংখলা

৪। ত্যাগ ও দৃঢ়তা।

বিশেষ করে মুসলমানদের কাছে আমার আরজ এই, ইসলামের মর্যাদা স্মরণে রেখে কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তে ভারতবাসী সব ভাইর আগে এগিয়ে যান। যদি পেছনে পড়ে থাকেন, তা হলে সারা দুনিয়ার চল্লিশ কোটি মুসলমানের জন্য সেটা হবে লজ্জা ও অবমাননার একটা স্থায়ী দাগ।

আমি মুসলমানদের খাসভাবে আরও দু'টা কথা বলব। একটা হচ্ছে, আপনারা এখনই হিন্দু ভাইদের সাথে পুরাপুরি একতাবদ্ধ হউন। যদি তাদের কোন ব্যক্তি বা দলের থেকে কোন বেকামীর পরিচয়ও পান, আপাতত তা ক্ষমা করে দিন। পক্ষান্তরে, আপনাদের থেকে যেন এমন কোন কথা না বেরোয় যদ্বারা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ওপর বিন্দুমাত্রও আঘাত হানা হয়। দ্বিতীয় কথা হল, গান্ধীজির ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখুন। যদ্দিন তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু না বলেন (কখনও তিনি তা বলবেন না) তদ্দিন পূর্ণ সততা ও দৃঢ়তার সাথে তাঁর পরামর্শ অনুসারে কাজ করুন।

www.pathagar.com

খেলাফত কমিটি সম্পর্কে

কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটির ওপর আমার আস্থা রয়েছে পুরোপুরি। তার নির্ভীক কর্মচঞ্চল সভাপতি শেঠ সাত্তানী সাহেব সবদিক থেকেই যথেষ্ট। আমার প্রিয় বন্ধু ডক্টর সাইয়েদ মাহ্‌মুদ তার সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে বেশ কর্মতৎপরতা দেখাচ্ছেন। তাঁকে সহযোগিতা দানের জন্য মিঃ আহ্‌মদ সিদ্দীক আগে থেকেই সেখানে আছেন। আমি আশা রাখি যে, কমিটির কোন কর্মকর্তা ও সদস্য আমার বোম্বাই-এর আবেদন ভুলে যাবেন না। তাদের ঐক্যবদ্ধ জীবন ও কর্মধারা আমার অভাব পূরণ করবে বলে বিশ্বাস রাখি।

হেকীম আজমল খান সমীপে

হেকীম সাহেবকে আমার এ পয়গাম পৌঁছাবে।

"আপনার নির্ভীক কর্মতৎপরতার ওপর শুধু আপনার দায়িত্বটুকুরই নয়, বরং আমাদের সবার দায়িত্ব নির্ভর করছে। খোদার ইচ্ছা যেন এটাই যে, শেষ পর্যন্ত বাইরের সব কাজ আঞ্জাম দেবার দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হচ্ছে। দিল্লীর মায়া ছেড়ে আপনি বোম্বাই চলে গেলে ভাল হবে বলে মনে করি।"

'আজোরা ফণ্ড' সম্পর্কে

দুঃখের বিষয়, 'আজোরা ফণ্ড'কে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে যাবার সুযোগ আমার হল না। অতিরিক্ত হলে লাখ দশেক টাকা মাত্র তাতে জমাতে পেরেছি। ডিসেম্বরের শেষ তারিখ পর্যন্ত ফণ্ড সংগ্রহের সময় নির্ধারিত হয়েছিল। আমার মনে হয়, আরও একমাস তারিখ বাড়িয়ে নিলে ভাল হবে এবং জানুয়ারীর শেষ তারিখ পর্যন্ত ফণ্ড সংগ্রহের কাজ অব্যাহত থাকবে।

আমার ইচ্ছা ছিল যে, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি একটা তারিখ নির্দিষ্ট করে ফণ্ড সংগ্রহ অভিযানে নেমে পড়বে সবাই। আদমশুমারীর ব্যবস্থার মত দেশব্যাপী সংগঠনগুলো সংঘবদ্ধভাবে কাজ করবে সেদিন। আগেই

www.pathagar.com

ঘোষণা করে দেয়া হবে, অমুক দিন চাঁদা সংগ্রহকারীরা সবাই যেন যার যার ঘরে থাকে। এরপরে আদায়কারিগণ সব মুসলমানের ঘরে গিয়ে হাত পাতবে। একবার তো কমপক্ষে এ চেষ্টা করা উচিত যে, ভারতের প্রত্যেকটি মুসলমান যেন ইসলাম ও খেলাফত রক্ষার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে, কিছু না কিছু আর্থিক সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু কোলকাতায় পা রেখে দেশের অবস্থা যা বুঝলাম, তাতে এ সময়টা উপযোগী হবে বলে মনে হল না। আমি এখন চাই যে, আহমদাবাদ খেলাফত সম্মেলনে যেন ঘোষণা করা হয় জানুয়ারীর পয়লা হপ্তার অমুক তারিখে 'চাঁদা সংগ্রহ অভিযান' চলবে।

জমিয়তে ওলামার খেদমতে

জমিয়তে ওলামার প্রয়োজন এ মুহূর্তে সব চাইতে বেশি—তাদের গুরুত্ব আজ সর্বাধিক। আলেমদের সংগঠন সেটা আর আলেমদের ওপরেই মুসলমানদের বৈষয়িক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব ন্যস্ত রয়েছে। তাদের সামনে এখন ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। খোদা জমিয়াত সদস্যদেরে তওফীক দিন যেন তাঁরা বাদায়ুন সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে একটা কল্যাণকর সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন।

জমিয়ত সদস্যদের কাছে আমার বিনীত আরজ এই :

(১) আপনাদের ঐক্য আমাদের সকল অবস্থায় সব উদ্দেশ্যেই অপরিহার্য ভিত্তিস্বরূপ।

(২) হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব ও ইসলামের দৃষ্টিতে তার সৌন্দর্য আপনাদের কারু অজানা নয়। তাই তার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখবেন। তা রক্ষা করা বা না করা আপনাদেরই কাজ।

(৩) আহমদাবাদ সম্মেলনে সকল ওলামায়ে ইসলাম বিশেষতঃ জমিয়তের সব সদস্য যেন অবশ্যই যোগদান করেন। জমিয়াত যেন সে সম্মেলন পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা চালায়।

(৪) লাহোরে সাধারণ সদস্য সম্পর্কিত যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা যেন যথাসত্বর কাজে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। বস্তু-

www.pathagar.com

প্রস্তাবিত 'সদস্য সংখ্যায়' পৌঁছবার জন্য যেন সম্মিলিত চেষ্টা আরম্ভ করা হয়।

বংগ সরকারকে

অবশেষে বংগ সরকারকেও আমার একটা বাণী দিতে হচ্ছে।

"চব্বিশ তারিখের হরতাল অবশ্যই হবে এবং খেলাফত ও কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা আমার গ্রেফতারীর পরে দ্বিগুণ শক্তিতে বেড়ে চলবে।"

দেশ ও মিল্লাতের ভাইদের প্রতি

চার বছর নজরবন্দী থেকে ১৯১৯ সনে আমি রেহাই পেলাম। তারপর দু'বছর না যেতেই আবার জেলে চললাম। আল্লাহ্ আপনাদের সহায়ক হোন এবং ন্যায় ও সত্যের সংগ্রাম পথে আপনাদের দৃঢ় রাখুন এটাই প্রার্থনা।

আমার সকল দায়িত্ব খোদার হাতে সোপর্দ করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের পর্যবেক্ষক।

'আহ্‌মদ'

আটই ডিসেম্বর, ১৯২১ সন

কোলকাতা।

www.pathagar.com

গ্রেফতার

১৯২১ সনের ১'ই ডিসেম্বর—রোজ শুক্রবার।

২রা ডিসেম্বর থেকেই মাওলানা ও মিঃ সি. আর. দাসের গ্রেফতার সম্পর্কে জোর গুজব চলছিল। সাত তারিখে নির্ভরযোগ্য সূত্রে সে খবর জানা গেল। তবুও দশ তারিখ পর্যন্ত গ্রেফতারী মুলতবী রইল। আট ও নয় তারিখে দেখা গেল, সরকার শুধু এ কথাটাই জানবার জন্য হয়রান যে, মাওলানা বাদায়ুন সম্মেলনে যাচ্ছেন কিনা? অবশ্য ক'দিন আগেই মাওলানার তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, তিনি বর্তমান অবস্থায় কিছুতেই কোলকাতা ছেড়ে বাইরে যাচ্ছেন না এবং তাঁর সমস্ত সফর প্রোগ্রাম বাতিল করেছেন। এমন কি সরকারকেও এ কথা তিনি সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন। তবুও সরকার যেন তাঁর কোলকাতা ত্যাগের আশা শেষ দিন পর্যন্ত করছিলেন, তাই তা জানবার জন্য শেষ দু'দিন জোর অনুসন্ধান চালিয়েছেন।

বাদায়ুন সম্মেলন দশ ও এগার তারিখে অনুষ্ঠিত হল। তাই তাতে যোগদান করতে হলে আট বড় জোর ন' তারিখেই কোলকাতা ত্যাগ করতে হত। সরকার তাই সে পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন।

ইতোমধ্যে স্বেচ্ছাসেবক প্রচার ও সংগঠন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। তাই গ্রেফতারের সংখ্যাও বেড়ে চলছিল দিন দিন। দশ তারিখ সকাল পর্যন্ত হাজার স্বেচ্ছাসেবক গ্রেফতার হল।

ন' তারিখ সকালেই মাওলানা ও সি. আর. দাস ভাবী ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নতুন ভাবে পরামর্শ করলেন এবং ঠিক করলেন যে, তাঁরা দু'জন যদি এক সংগেই গ্রেফতার হন, তাহলে মিঃ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তাদের স্থলে কাজ চালাবেন। যদি গ্রেফতারের ধারা অব্যাহত থাকে তাহলে কার পরে কে কাজ চালাবেন তাও ঠিক করলেন তাঁরা।

দশ তারিখ সাড়ে বারটায় মিঃ গোল্ডী (বিশেষ পুলিশ বিভাগের সহকারী কমিশনার) জনৈক ইউরোপীয়ান পুলিশ ইনস্পেক্টরকে সাথে

www.pathagar.com

নিয়ে মাওলানার বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে খবর দিলেন। মাওলানা তখন উপর তলায় তাঁর লেখাপড়ার কক্ষে ছিলেন। তিনি সেখানে বসে মিঃ ফজলুদ্দিন আহমদের দ্বারা বিভিন্ন চিঠিপত্রের জবাব লেখাচ্ছিলেন। তাই তিনি মিঃ গোস্বামীকে সেখানে ডেকে পাঠালেন। মিঃ গোস্বামী এসে তাঁকে সালাম করে বললেন: আমাদের সাথে যাবেন কি? আমরা আপনার [illegible]এসেছি।

মিঃ আহমদ [illegible]স করলেন: আপনাদের কাছে ওয়ারেন্ট আছে তো?

মিঃ গোস্বামী [illegible]

তা শুনে মাও[illegible]লেন: আমি বিনা ওয়ারেন্টেই যেতে তৈরী রয়েছি।

এ কথা বলে তিনি অন্দরে গিয়ে পাঁচ মিনিটের ভেতরে ফিরে এলেন এবং বললেন: আমার প্রস্তুতি শেষ, চলুন এখন।

ইনস্পেক্টর বললেন: এত জলদি করছেন কেন? ধীরে সুস্থে আপনার সুখ-সুবিধার জন্য যা যা দরকার নিয়ে নিন।

কিন্তু মাওলানা তাঁর গরম চাদরখানা গায়ে জড়িয়েই চললেন। আর কিছুই সাথে নিলেন না।

বিদায়ের মুহূর্তে তিনি শুধু বলে গেলেন: কোলকাতার বাইরের জাতীয় আন্দোলনের কর্মীদের কাছে আমার পয়গাম পৌঁছাবে যেন তারা যার যার কাজে দ্বিগুণ উৎসাহে আত্মনিয়োগ করে। আমার সাথে কেউ যেন দেখা করতে না আসে এবং নিজের স্থান ও কাজ ত্যাগ না করে। আমার গ্রেফতারকে যেন একটা সাধারণ ও স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। এর ওপর যেন অহেতুক গুরুত্ব আরোপ না করা হয়। যদি কোন সদস্য আমার সাথে দেখা করতে এসে একটা ঘণ্টাও কাজের ক্ষতি করে তা হলে অত্যন্ত দুঃখিত হব।

তারপর রওনা করে গেলেন। মিঃ গোস্বামী মটর এগিয়ে দিলেন তাঁকে। মাওলানার সাথে বসলেন ইনস্পেক্টর সাহেব। মিঃ গোস্বামী পৃথক গাড়ীতে[illegible]লেন।

www.pathagar.com

এভাবে পূর্ণ নীরবতার সাথে মাত্র দশ মিনিটের ভেতরে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেল। কেউ বুঝতে পারল না যে কোন নতুন বিপ্লব ঘটে গেছে। এ যেন দৈনন্দিন জীবনের কোন স্বাভাবিক ঘটনা ঘটল। কোন পক্ষের কাছেই এটা নতুন কিছু মনে হয়নি। যারা এলেন ভদ্রভাবেই এলেন আর যিনি গেলেন তিনিও তাঁর স্বাভাবিক ভাব নিয়েই গেলেন, যেন তিনি নিত্যকার মত কংগ্রেস অফিসে গেলেন।

ঠিক সেই সময়ে মিঃ গোল্ডী জন-তি[illegible] পুলিশ ইনস্পেক্টর নিয়ে মিঃ সি. আর. দাসকে গ্রেফতার করে আনলেন[illegible]

বস্তুতঃ এদের গ্রেফতারীর ব্যাপারে [illegible] পদ্ধতি নেয়া হল তা একান্তই নতুন। এর আগে সৌজ[illegible] কোন গ্রেফতারের কাজ হয়নি। পুলিশ আর সৈন্যদের মহড়া ছাড়া কোন রাজনৈতিক নেতাকে আজ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়নি। স্বয়ং মাওলানাকেও গত ১৯১৬ সনে যখন নজরবন্দী করা হল, তখন রাতের শেষ ভাগকে তাঁর গ্রেফতারীর জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল এবং সসৈন্য আক্রমণের অভিনয়টা পুরাদস্তুর করা হয়েছিল। তিনটার সময় পুলিশ অফিসার এবং সৈন্যগণ ডেপুটি কমিশনারের অধীনে সশস্ত্র এসে পৌঁছল। অফিসারদের ভেতর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সি. আই. ডি. ছাড়াও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, দু'জন ইনস্পেক্টর ও পাঁচজন সাব ইনস্পেক্টর ছিলেন। ইনস্পেক্টর ছাড়া আর সবার হাতে রিভলবার ছিল। পুলিশ বহুদূর থেকে সড়কে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর বাড়ী অবরোধ করা হল। দরজায় তালা মারা হল। এবার আর কিছুই করা হল না। শুধু দু'জন লোক সাধারণ পোষাকে স্বাভাবিক ভাবে দেখা করতে এল। আর চুপচাপ মাওলানাকে দাওয়াত করে নিয়ে গেল। পুলিশের ইউনিফর্ম কিংবা হাতিয়ারের কোন চিহ্ন দেখা গেল না এবার।

মাওলানার ঘরের সাথেই থানা। মাঝখানে শুধু দেয়াল রয়েছে। সে থানায়ও কোন আয়োজন দেখা যায়নি।

এতে বোঝা যায়, সরকার অন্ততঃ দুটা কথা বুঝতে পেরেছেন। এর আগে তা বুঝতে সরকার রাজী ছিলেন না। প্রথম কথা হচ্ছে, দেশের

www.pathagar.com

কোন নেতা যখন বলেন যে, তিনি জেলে যেতে প্রস্তুত রয়েছেন, তখন তাকে চালবাজী মনে করা ভুল। তা সত্যিই তাঁর প্রাণের প্রতিধ্বনি। তাই তাঁকে গ্রেফতার করবার জন্য বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। শুধু তাঁকে খবর দেয়াই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় কথা হল, এরূপ ক্ষেত্রে শক্তির মহড়াটা ক্ষতিকারক, তাতে উদ্দেশ্য ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে। সহজ কাজ জটিল হয় তাতে। কারণ, সরকারের সে বিরাট আয়োজন জনসাধারণের কান সজাগ করে দেয়। পুলিশের ভিড় দেখে তারাও ভিড় জমায়। জানতে পারে তারা তাদের নেতার গ্রেফতার হবার ব্যাপার। ফলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তারা সহসা। যার ফলে অঘটন দেখা দেয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে! তার চাইতে চুপচাপ কাজ উদ্ধার করে গেলেই তা হয় মঙ্গলের।

এবারে এমন কি আশেপাশের পাড়া-প্রতিবেশীরাও মাওলানার গ্রেফতারের খবর জানল শহরে সরকারী ঘোষণা প্রচারের পরে। অবশ্য যাবার সময় কেউ কেউ তাঁকে জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোকের সাথে মোটরে একত্রে যেতে দেখেছে। কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনি যে, এত সহজ ভাবে মাওলানা জেলে চলে যাচ্ছেন। তিনি যখন মোটরে উঠছিলেন, তখন অন্যান্য দিনের মত কতক দোকানদার ও পথচারী তাঁকে সালাম জানাবার জন্য জমায়েত হয়েছিল। তারাও কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটছে বলে ভাবতে পারেনি। মূলতঃ এ পন্থা উভয় দলের জন্যই যেন নিরাপদ ও শান্তিদায়ক। যদি সরকার গোড়া থেকেই এ সহজ পথ ধরে চলতেন তা হলে কোনদিনই তাঁদের কোনরূপ হাংগামা পোহাতে হত না।

মাওলানাকে প্রথমে পুলিশ অফিসে পৌঁছান হল। প্রায় বিশ মিনিট তিনি সেখানে অপেক্ষা করলে সি. আর. দাস এসে তাঁর সাথে মিললেন। তারপর দু'জনেই মোটরে উঠে এক ইউরোপীয়ান অফিসারের সাথে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে চললেন। পুলিশ অফিসারটি তাঁদেরকে সেখানে জেলারের হাতে সোপর্দ করে চলে এল।

মাওলানা জেলের অফিসেই মাগরেবের নামাজ পড়লেন। নামাজের পরে তাঁকে জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল।

www.pathagar.com

মূলত, নিয়ম ছিল তাঁর কাছে কয়েদীর বেশে উপস্থিত করা। সে যাক, সুপরিন্টেণ্ডেন্ট বললেনঃ আমি খানার ব্যবস্থার জন্য বলে দিয়েছি। অবশ্য বোঝা গেল না যে তিনি কিরূপ ব্যবস্থার কথা বলছেন। তা কি কয়েদীর বাড়ী থেকে আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা, না এখানেই কোন ওয়ার্ডে পাকাবার ব্যবস্থার কথা তিনি বলছেন? মোট কথা, খানার আর কোন খবর মিলেনি। এর পরে তাঁকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে পাঠান হল। সেখানে পৃথক পৃথক রুমে তালার ব্যবস্থা রয়েছে। গুর্খা সৈন্যরা সেখানকার পাহারাদার।

এ ওয়ার্ডটি হল জেলখানার উত্তম অংশ। বিচারাধীন ইউরোপীয়ান কয়েদীদেরে এখানে রাখা হয়। দোতালা একটা বাড়ী। উপর ও নীচে পাঁচটা করে কামরা। প্রত্যেক কামরায় একটা সোরাহী, একটা চিনির বৈয়ম ও একটা টেবিল রয়েছে। শোবার সাধারণ বিছানাও রয়েছে। কয়েদীর উপযোগীই বটে তা। মাওলানা পরে বলেছেন, সাতটার সময়ই আমাদেরে যার যার কামরায় দরজা বন্ধ করে আবদ্ধ রাখা হল। সাড়ে সাতটায় দরজার ফাঁকে বাইরে তাকাতেই বুঝলাম এশার নামাজের সময় হয়ে গেছে। আমি তক্ষুণি নামাজ পড়লাম। তারপর কিছু পানি পান করে শুয়ে পড়লাম। দু'বছর পরে এই পয়লা আমি এত তাড়াতাড়ি গভীর ঘুমে মগ্ন হলাম। অনেক বছর ধরেই আমার ঘুম কমে গিয়েছিল একেবারে। সে সময় অবস্থা এই ছিল যে, এগারটায় শুয়ে পড়তাম। দু'এক ঘন্টা কষ্টেসিষ্টে অপেক্ষা করলে ঘুম এসে যেত। তাও এত হাল্কা ঘুম যে সামান্য আওয়াজেই তা ভেংগে যেত। আর আজ আটটায়ই শুয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত তিনটার আগে আর চোখ খুলিনি। বাইরে সব সময়ই গুর্খা সান্ত্রীদের বুটের খট্ খটাস শব্দ চলছিল। তাতেও আমার এতটুকু ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি।

"এ প্রশান্তি ও নির্ভাবনা এ জন্য নয় যে জেলে এসেছি। এর কারণ হচ্ছে যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমার গ্রেফতারীই আন্দোলনকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে দেবে। তাই যেন গ্রেফতার হবার পরেই আমার মাথার বোঝা সব নেমে গেল। হাল্কা হলাম একেবারে।"

www.pathagar.com

আগেই এ ওয়ার্ডে 'পয়গাম' সম্পাদক মৌলবী আবদুর রাজ্জাক, বাবু পদ্মরাজ জৈন, মিঃ দাসের ছেলেরা এবং আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কয়েদী এসে ঠাঁই নিয়েছিল। আমরা দু'জন এসে পৌঁছানোর পরদিন সকালে তাদেরে অন্য ওয়ার্ডে বদলি করা হল।

সকাল বেলা জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কর্ণেল হেমিল্টন ও জেলার ওয়ার্ডে এল। কর্ণেল হেমিল্টন নেহাৎ ভদ্রলোক ছিলেন। বেচারা যেন এ পরিস্থিতির স্বরূপটা ধরতে পেরে খুবই লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। সবাই জানে যে, কারু জেলে আসার ব্যাপারে জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কোনই হাত নেই। তবু তিনি বার বার বলছিলেনঃ এসব ঘটনার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি শুধু হুকুমের দাস। আপনাদের মত মহান লোকদের সাথে আর কখনো দেখা হয়নি। তাই ভেবে পাচ্ছিনে, কি করতে হবে আপনাদের জন্য। আমার ওপর আপনাদের কোন অভিযোগ থাকা উচিত না।

তদুত্তরে মাওলানা বললেনঃ প্রার্থনা, ইচ্ছা, অভিযোগ—এসব ভাব থেকে আমাদের মন একেবারেই মুক্ত।"

তিনি আবার বললেনঃ দেখুন, আপনাদেরে যদি আমার ওখানে রেখে আমি আপনাদের এখানে থাকতে পারতাম, তাহলেই কেবল শান্তি পেতাম।

মিঃ দাস তদুত্তরে হেসে বললেনঃ আমাকে তো জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট করলে তক্ষুণি এস্তেফা দেব।

বুঝা গেল, চীফ সেক্রেটারীর অনুমোদন ছাড়া জেল কর্তৃপক্ষের কিছুই করবার নেই। তার নির্দেশ এল, তাদেরকে যেন কারু সাথে মিশতে দেয়া না হয়। এমন কি তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের সাথেও নয়। সংবাদপত্র এমন কি ধর্মীয় পত্রিকাদিও যেন পড়তে দেয়া না হয়। সেখানকার কয়েদীদের জন্য (English man) 'ইংলিশ ম্যান' পত্রিকা দেয়া হয়। তাঁদের জন্য তা-ও নিষিদ্ধ হল। কারণ, তাতেও বাইরের কিছু খবরাখবর থাকে। তাদের জন্য ব্যবস্থা হল শুধু বিছানা আর খাবার। আর সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাব অফিসে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে তাদের জন্য দুটা কুরসী পাঠালেন।

www.pathagar.com

আইন-শৃঙ্খলা

আইন-শৃঙ্খলা বা নিয়মতান্ত্রিকতার ফাঁকি আজকে যেমন চলছে, সবখানেই তা দেখা যেত। তাঁদের ব্যাপারেও শুরু থেকে সে প্যালা শুরু হল। জু'মার দিন তিনটায় তাঁদেরে গ্রেফতার করা হয়। কোর্ট তখন খোলা ছিল। ওয়ারেন্ট ইচ্ছা করলেই জোগাড় করা যেত। তবু কোন ওয়ারেন্ট নেয়া হল না। গ্রেফতারের পরে নিয়ম মাফিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পেশ করা দরকার। আর যতক্ষণ তা সম্ভব না হয়, ততক্ষণ পুলিশের হেফাজতে থাকবে—জেলে নয়। কিন্তু তাঁদেরকে সোজাসুজি জেলে ঢুকান হল। সেখানে গিয়ে বলা হল, "ধরে নিন, আপনারা এখন জেলে নন্—পুলিশ হেফাজতে আছেন।"

যাহোক, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একবার তাঁদের হাজির করা অপরিহার্য ছিল। মুশকিল হল যে, হাজির করতে কোর্টে নিতে হত; তাতে জনসাধারণের পরিচালিত প্রতিবাদ মিছিলের সম্মুখীন হওয়ার ভয় ছিল। তাই ভেবে-চিন্তে চতুর্থ দিবসে ডেপুটি কমিশনারকে ম্যাজিষ্ট্রেটের তরফ থেকে পাঠান হল। তাদের ধারণা ছিল যে, অসহযোগের মুহূর্তে কোনরূপ বেআইনী কিছু যেন না ধরা পড়ে। এতে করে দু'দিকই রক্ষা পেল। কিন্তু মিঃ দাস পরিহাস করে বললেন: "আমার আইন ব্যবসা ছেড়ে দেয়ার পরে বোধ হয় দেশের আইন বদলে গেছে।" এতে তারা বড়ই ঘাবড়ে গেল। ভাবল এর জন্য আবার কোর্টের সব কাজই বেআইনী বলে খ্যাত হয়ে না পড়ে। তাই চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ. জেড. খানকে বেলা তিনটায় জেলখানায় পাঠান হল। তিনি এসে ভারতীয় সংশোধিত ক্রিমিনাল বিধির ১৭-২ ধারায় ওয়ারেন্ট জারী করলেন।

পয়লা হাজিরা

তেরই ডিসেম্বর। এটা পয়লা হাজিরার অভিনয়। মানে, আসামীদের আর কোর্টে হাজির হতে হয়নি; মহামান্য কোর্ট এসে হাজির হয়েছে আসামীদের দরজায়। তাদের কোঠার সামনেই ওয়ার্ডারের ভাংগা টেবিলে কোর্ট বসল। তার হাতল ভাংগা চেয়ারখানা দখল

www.pathagar.com

করলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাব। আসামীদের টুল পেতে দেয়া হল সামনে। এরূপ শান-শওকতেই মহামান্য আদালতের কাজ শুরু হল।'

তবে, কাজ সারা হল বড়ই সংক্ষিপ্তভাবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাবের অস্থির ভাবটা সংক্ষেপকরণের পথে তা বেশ সহায়ক হল। তিনি ঝট করে বলে দিলেন, "সতের ধারায় আপনাদের গ্রেফতার করা হল। মামলার তারিখ ২৩শে ডিসেম্বর।" এ বলেই তিনি তাড়াতাড়ি ওয়ারেন্টে সিল মহর লাগাতে বলে উঠে পড়লেন। কিন্তু বেচারী পেশকারের যেন কিছুটা হুঁশ ছিল। সে বলল: তাঁদের জামীনের ব্যাপারে তো কিছু বলবেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাবের তখন চেতনা হল যে আসামী বেচারাদের সেরূপ একটা অধিকার আইনমতেই রয়েছে। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন: এরা বোধ হয় জামীনে মুক্তি পেতে চাইবে না। তাই কিছু বলিনি সে সম্পর্কে। এটা বলেও যেন তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তাই নিজের সাফাই গেয়ে বললেন: আমি সে সবের কি জানি? আমাকে মাঝ থেকে ধরে পাঠানো হল, তাই এলাম।

তেইশ তারিখে মামলা ধার্যের উদ্দেশ্য এই ছিল যে তেইশ তারিখ থেকে বড় দিনের বন্ধ। তাই তার পর থেকে কম পক্ষে এক সপ্তাহ ভেবে-চিন্তে দেখবার সুযোগ মিলবে।

দ্বিতীয় হাজিরা

তেইশে ডিসেম্বর। বেলা বারটায় আবার মিঃ এ. জেড্ খানকে পাঠান হল। এবারে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কোঠায় আদালতের বৈঠক বসল। টেবিলের সামনে আসামীদের জন্যও দুটা চেয়ার পাতা হল। কিন্তু কাজ এত সংক্ষেপে হল যে, তাঁদের আর বসতে হল না। কাজ হল শুধু মকদ্দমার তারিখ ৫ই জানুয়ারী ধার্য করা। ম্যাজিস্ট্রেট এবারেও বারবার এ ব্যাপারে তাঁর কিছুই জানা নেই বলে উল্লেখ করলেন।

পাঁচই জানুয়ারী

পাঁচই জানুয়ারীর কাজ মানে কোন কাজই নয়। বেলা দশটার সময় সি. আর. দাসকে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে তলব করা

www.pathagar.com

হল। মাওলানাকে কিছুই বলা হল না।

পরে জানা গেল যে, মাওলানার মামলার তারিখ এবারে একদিন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য এটার ফয়সলা আদালতে হওয়াই আইনের কথা। কিন্তু আজকালের আদালতের আইনের সে মাথা ব্যথা আর নেই। অসহযোগীরা যখন আত্মপক্ষ সমর্থন বা মুক্তি কামনা করছেন না, তখন আর আইনের প্রয়োজন কোথায়?

৬ই জানুয়ারীর কার্যধারায় বোঝা গেল যে, সরকার ১৭-২ ধারা প্রত্যাহার করেছেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা অনুসারে তাঁদের বিচার নতুনভাবে শুরু হয়েছে। অবশ্য আইন মোতাবেক এ পরিবর্তনের জন্য ১২৪-ক ধারায় নতুন ওয়ারেণ্ট জারী করার প্রয়োজন ছিল। সেজন্য আসামীদের ক্ষণিকের জন্য ছাড়া ও ধরার লীলা-খেলারও দরকার ছিল। কিন্তু তা আর কে করে? অথচ ৬ই জানুয়ারী মিঃ গোল্ডী এসে শপথ করে বলে গেলেন, "আমি প্রেসিডেন্সী জেলে ওয়ারেণ্ট জারী করে এসেছি।"

মাওলানা বললেন, "এ ব্যাপারটা চরম অবৈধতা ও নির্জলা মিথ্যার জলন্ত নমুনা। ছয় তারিখে আদালতে পৌঁছার আগে তো আমি জানতামই না যে, ১২৪-ক ধারায় আমার বিচার হবে! তাই ধরা যায়, ৫ই জানুয়ারী থেকে আইনতঃ মাওলানা মুক্তি পেয়েছেন। সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে তাঁর কোন গ্রেফতারীর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যদি তিনি জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতেন যে, পাঁচই জানুয়ারীর পর থেকে তাঁকে আটক রাখার কি অধিকার তাদের রয়েছে, তা হলে তাদের কি জবাব ছিল? এ তো হচ্ছে আইনের কথা। যে দেশে আইন নেই, সে দেশে এ কথার কি দাম আছে?

মোট কথা ৬ই জানুয়ারী বেলা এগারটায় মাওলানার তলব হল প্রেসিডেন্সী কোর্টে। পুলিশের বন্ধ ভ্যানে সশস্ত্র পুলিশ ক্যাপ্টেনের তত্ত্বাবধানে মাওলানা কোর্টে গিয়ে হাজির হলেন।

তৃতীয় হাজিরা

৬ই জানুয়ারী বেলা বারটায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সেভি

www.pathagar.com

হো'র আদালতে মাওলানার মামলা শুরু হল।

আদালতের কাজ শুরু হবার আগেই উৎসাহী দর্শকদের ভিড়ে আদালত ঘর ভেংগে পড়বার যো হল। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মাড়োয়ারী, পাঠান সব রকমের দর্শকই দলে দলে এসে ভিড় জমাল। সড়কেও লোকে লোকারণ্য।

মাওলানাকে কাঠগড়ায় ঢুকতে দেখেই উপস্থিত জনতা ও উকিলের দল সম্মান দেখানোর জন্য উঠে দাঁড়াল এবং আনতভাবে সালাম জানাল। মাওলানা মৃদু হেসে সালামের জবাব দিলেন। তারপর তিনি কাঠগড়ায় উঠে হাতের তালুতে মাথা হেঁকিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ-মণ্ডলে স্নিগ্ধ হাসির আভা ফুটে উঠছিল তখন। নির্ভীক দৃষ্টিতে তিনি আদালতের আশে-পাশের তামাশা দেখছিলেন।

সরকারী উকীল রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু মামলার কাজের উদ্বোধন করলেন তার অভিযোগ উত্থাপনের ভেতর দিয়ে। বললেন:

"মাওলানা আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে মামলা হল দু'টো। ফৌজদারী সংশোধিত বিধির ১৭-২ ধারার একটি, আরেকটি হচ্ছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারার। যেহেতু শেষেরটা পয়লাটার চাইতে মারাত্মক; তাই আমি পয়লাটা চালু রাখা প্রয়োজন মনে করি না। সে ধারার মামলাটি তাই আমি প্রত্যাহার করছি এবং মাওলানাকে তার থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট (মাওলানার প্রতি তাকিয়ে)—আপনাকে মুক্তি দিলাম।

কোর্ট ইনস্পেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটকে বললেন: মাওলানা ইংরেজী বুঝেন না।

মাওলানা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন: আমি কিছুই বুঝি না এবং বুঝতেও চাই না। তবুও ম্যাজিষ্ট্রেট এক দোভাষী ডাকালেন। বাবু বি. সি. চ্যাটার্জী সে দায়িত্ব নিলেন। সরকারী উকীল বলে চললেন:

"আসামীর বিরুদ্ধে এখন ১২৪-ক ধারায় মামলা চালানো হচ্ছে। তাঁর দু'টো বক্তৃতার ওপর এ মামলা দাঁড় করান হয়েছে। খেলাফত কর্মী হাকীম সাঈদুর রহমান, জগদম্ব প্রসাদ ও অযোধ্যা প্রসাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৯২১ সনের পয়লা জুলাই মীর্জাপুর পার্কে যে জনসভা হয়, তাতে তিনি যে বক্তৃতা দেন সেটা এবং ১৫ই জুলাই

www.pathagar.com

সেখানেই আবার খেলাফত আন্দোলন সম্পর্কে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাকে ভিত্তি করেই এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। উর্দু সংস্করণে তাঁর বক্তৃতা ছাপা করা হয়েছে। তারপর তা সাফ করে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে। আমি নিজে সে বক্তৃতা পড়ে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে, আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারার (রাজদ্রোহিতা) অপরাধে অপরাধী। অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত মত।"

"আমি এখানে আসামীর বক্তৃতার ইংরেজী অনুবাদ পড়ে শোনাচ্ছি। মামলার রায় 'ইওর অনার'-এর উপর নির্ভর করছে। প্রসংগত বলে রাখছি যে মহামান্য সরকার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯৬ ধারা অনুসারে আসামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি দান করেছেন। তার সত্যতা প্রমাণের জন্য আমি মিঃ গোল্ডীকে আদালতে পেশ করছি।"

মিঃ গোল্ডী

পরক্ষণেই মিঃ গোল্ডীকে সাক্ষ্য দানের জন্য তলব করা হল। সরকারী উকীল নিজেই তাকে জেরা শুরু করলেন: আসামীকে গ্রেফতার করবার জন্য আপনি সরকার থেকে অনুমোদন লাভ করেছেন কি?

: হাঁ।

: তা কি এই বক্তৃতার জন্য? কোন্ কোন্ তারিখে এ বক্তৃতা দেয়া হল?

: হাঁ। ১৯২১ সনের পয়লা ও ১৫ই জুলাই।

: এরূপ অনুমতিই কি আপনি লাভ করেছিলেন?

: হাঁ।

: এই অনুমতিপত্রের জোরেই কি আপনি মাওলানাকে গ্রেফতার করেছেন?

: হাঁ।

: অনুমোদনপত্রের ওপর চীফ সেক্রেটারীর দস্তখত রয়েছে কি?

: হাঁ। আমি তাঁর দস্তখত চিনতে পারি।

: কোন তারিখে অনুমোদনপত্র পেলেন?

: ১৯২১ সনের ২২শে ডিসেম্বর।

www.pathagar.com

: অনুমোদন লাভের পরে কি আপনি চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কোন দরখাস্ত পেশ করেছিলেন ?

: হাঁ।

: তাঁর থেকে আপনি ওয়ারেন্ট হাসিল করেছিলেন কি ?

: হাঁ। তা আমি প্রেসিডেন্সী জেলে জারী করেছি।

: যখন কোন জনসভার খবর পান, তখন সেখানে আপনি কোন রিপোর্টার পাঠান কি ?

: হাঁ।

: আপনাকে যা দেখান হয়েছিল, এটা কি সেই রিপোর্ট ?

: হাঁ।

আবুল লাইস

তারপর সরকারী সংক্ষেপ লিপিকার আবুল লাইস মুহম্মদকে আদালতে উপস্থিত করা হল। সে বলল : আমি সরকারী সংক্ষেপ লিপিকার।

এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট একবার মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলেন : সাক্ষীদের সাক্ষ্যের অনুবাদ হলে ভাল মনে করেন কি ?

মাওলানা জবাব দিলেন : আমার কোন অনুবাদকের দরকার নেই। আদালতের প্রয়োজন হলে সবই করতে পারেন।

: তাহলে আপনি ইংরেজী বুঝেন ?

: না।

সাক্ষী তার বর্ণনা শুরু করল :

আমি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছি। তারপর ১৮ মাস লক্ষ্ণৌর ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে উর্দু সংক্ষেপ লিপিকারের সম্মানজনক সনদ অর্জন করেছি।

প্রতি মিনিটে ১৬০ অক্ষর আমার লেখার গতি। উর্দু আমি ভাল বুঝি। লক্ষ্ণৌ-এ আমি তা ভালভাবে শিখেছি।

পয়লা জুলাইর কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। সেদিন আমি মীর্জাপুর পার্কের জনসভায় রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হই। উর্দুতে

www.pathagar.com

সেখানে যেসব বক্তৃতা হয়েছে আমি তার নোট নিয়েছি। আসামী সেদিন উর্দুতে বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি ছিলেন সে সভার সভাপতি।

আমি যথাসাধ্য যথাযথ রিপোর্ট তৈরী করে মিঃ গোস্তীর কাছে পেশ করেছি। ২৫শে জুলাই মিঃ গোস্তী তাতে দস্তখত করেন। তারপর আমি সেই বক্তৃতা সাধারণ উর্দুতে পরিবর্তিত করে মিঃ গোস্তীর নিকট পেশ করেছি। তাতে মিঃ গোস্তীর ১৪ই ডিসেম্বরের দস্তখত রয়েছে।

এরপরে সরকারী অনুবাদক বামাচাঁদ চ্যাটার্জীকে তলব করা হয় সাক্ষ্য দানের জন্য। সে বলল: আমি উর্দু ও হিন্দী ভাল জানি। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি শিক্ষা লাভ করেছি।

সরকারী উকীল: পয়লা জুলাইর উর্দু বক্তৃতাটা পড়ে দেখ।

সাক্ষী: আমি নিজেই তার অনুবাদ করেছি। তাতে আমার দস্তখতও রয়েছে। আমি যথাসাধ্য তার ভাল অনুবাদ করেছি।

: তা হলে পনেরই জুলাইয়ের দ্বিতীয় বক্তৃতাটা একবার দেখ।

: আমি তাও অনুবাদ করেছি ঠিকভাবেই।

এরপরে বিশেষ পুলিশ বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর মোহাম্মদ ইসমাঈলকে ডাকা হল। সে বলল: আমাকে মীর্জাপুর পার্কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেখানে আমি আসামীকে দেখেছি। সেখানে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি তাঁর পয়লা জুলাইয়ের বক্তৃতা সরল উর্দুতে নোট করেছিলাম। তিনি সে সভার সভাপতি ছিলেন। আর সেটা ছিল সভাপতির ভাষণ।

সরকারী উকীল: সভার উদ্দেশ্য কি ছিল?

: খেলাফত আন্দোলনের প্রচারকদের গ্রেফতারীর প্রতিবাদ। সভায় প্রায় ষোল হাজার লোক জমেছিল। সব সম্প্রদায়ের লোকই এসেছিল। তবে, শতকরা পঞ্চাশজন ছিল মুসলমান। আমি সঠিক নোট সংগ্রহ করেছি। ইন্‌স্পেক্টর কে. এস. ঘোষাল এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারেরা আমার সাথে ছিল। আর এটা হচ্ছে সভাপতির (মাওলানা) উর্দু ভাষণের হুবহু নোট। সভাপতির পরে বাবু পাঁচকড়ি ব্যানার্জী বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতাও সভাপতির বক্তৃতার সাথে রয়েছে।

১৫ই জুলাইয়ের মীর্জাপুরের সভারও আমি রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য

www.pathagar.com

নিযুক্ত হই। সেখানে গিয়ে আমি সব বক্তৃতার নোট নিই। ইনস্পেক্টর মুখার্জী ও মিঃ করও আমার সাথে ছিলেন। মৌলভী নজমুদ্দীন ও ও বিবাদী সেখানে বক্তৃতা দেন। আমি সেগুলো উর্দু দীর্ঘ লিপিতে নকল করে নিই। আমি বক্তৃতার প্রয়োজনীয় অংশগুলোই শুধু ভাল ভাবে লিখে নিই। আমি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-সি. ডিগ্রী হাসিল করেছি। আমি উর্দু বুঝতে পারি। প্রায় দশ-বার হাজার লোক সভায় উপস্থিত ছিল।

সরকারী উকীল : নোটটা পড়ে নিয়ে স্মরণ শক্তি ঠিক করে নিন।

সাক্ষী : দশ হাজার লোক সভায় সমবেত হয়েছিল। আমি তার ওপর কয়েকজনের যুক্তভাবে নোট লিপিবদ্ধ করি।

এর পরে কে. এস. ঘোষালকে তলব করা হল সাক্ষ্যদানের জন্য। সে এসে বলল : আমি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। ১৯২১ সনের পয়লা জুলাই আমি মির্জাপুর সভায় গিয়েছিলাম। বিবাদী সে সভার সভাপতি ছিলেন। আমি তাঁর বক্তৃতার প্রয়োজনীয় অংশগুলো নোট করেছিলাম। আমি ঠিক ঠিক ভাবেই তা লিখেছিলাম। (নোট এগিয়ে দিয়ে) এটা হচ্ছে পয়লা জুলাইর সম্মিলিত নোট। এতে সভাপতির ভাষণও রয়েছে। এটা মিঃ গোস্তীর কাছে পেশ করে দস্তখত নেয়া হয়েছে।

সরকারী উকীল : সে মিটিং-এর উদ্দেশ্য কি ছিল ?

সাক্ষী : সাঈদুর রহমান, জগদম্ব প্রাসাদ ও অযোধ্যা প্রাসাদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোই ছিল সভার লক্ষ্য। প্রায় বার হাজার লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল। সব ধরনের লোকই ছিল সেখানে। প্রায় অর্ধেক ছিল তাদের মুসলমান। বাকী অর্ধেক ভারতীয় ও বাংগালী হিন্দু ছিল।

এর পরে সি. আই. ডি. ইন্‌স্পেক্টর বি. বি. মুখার্জীকে ডাকা হল। সে বলল : মীর্জাপুর সভার রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য আমি নিযুক্ত হয়েছিলাম। আমি সে সভার বক্তৃতাগুলোর নোট নিয়ে তা ১৫ই জুলাই ডেপুটি কমিশনার মিঃ গোস্তীর কাছে পেশ করি।

বিবাদী সে সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি সেখানে বক্তৃতাও

www.pathagar.com

দেন। আমি তার সঠিক নোট টুকে নিয়েছি। সেদিন সন্ধ্যায়ই আমি তা মিঃ গোল্ডীর কাছে পেশ করেছি। তাতে তিনি দস্তখত করে দিয়েছেন। সে নোট আমি আর মোঃ ইসমাঈল মিলে তৈরী করেছিলাম। বিবাদী উর্দূতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি কিছু কিছু উর্দূ জানি।

খেলাফত কর্মী হাকীম সাঈদুর রহমান, জগদম্ব প্রসাদ ও অযোধ্যা প্রসাদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে এ সভা ডাকা হয়েছিল। তাতে জনসাধারণকে তাদের মত জেলে যাবার জন্য উস্কানি দেয়া হয়েছিল।

সেখানে প্রায় দশ হাজার লোক একত্রিত হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ ও বহু শ্রমিক-মজুর সেখানে যোগদান করেছিল। প্রায় পঞ্চাশ জন ভলান্টিয়ার ব্যাজ ধারণ করে ঘুরছিল। তাতে লেখা ছিল—'আমরা জেলে যেতে প্রস্তুত'।

অতঃপর মিঃ গোল্ডীকে আবার ডাকা হল। তিনি এসে রিপোর্টে তাঁর দস্তখতের স্বীকৃতি জানালেন। তারপর সরকারী উকীল ইংরেজীতে অনূদিত পয়লা জুলাইয়ের রিপোর্টটা পড়ে শোনালেন এবং বললেন: ১৫ই জুলাইয়ের রিপোর্টে এসব কথাই রয়েছে। এ কথা বলেই তিনি চার্জসিটটা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে দিলেন। তিনি লাঞ্চের জন্য আদালতের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখলেন।

বিরতির পরে

তিনটা বিশ মিনিটে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে ফিরে এলেন। মাওলানাকে তলব করা হল। মাওলানাকে যখন বারান্দা দিয়ে কোঠার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সড়কের অপেক্ষমান জনতা এক নজর তাঁকে দেখতে পেল এবং সাথে সাথে তকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। মাওলানা কোঠায় ঢোকা মাত্র সেখানের সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তাদের অজান্তেই যেন মুখ থেকে তকবীর ধ্বনি বেরিয়ে এল। স্বয়ং মাওলানা ইংগীতে নিষেধ করা সত্ত্বেও কেউ নিজেকে সামলাতে পারল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট তা দেখে ভড়কে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ সার্জেন্টকে আদেশ করলেন কোঠা শূন্য করে দিতে। সাথে সাথে হুকুম তামীল হল। নেহাৎ

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় লোক ছাড়া সবাইকে বের করে দেয়া হল।

উর্দু সংক্ষেপ লিপিকার তার রিপোর্ট দুটো পড়ে শোনাল।

এরপরে মাওলানাকে ১২৪-ক ধারায় দোষী বলে দাবী করা হল।

ম্যাজিষ্ট্রেট—(মাওলানাকে) আপনি কিছু বলতে চান?

মাওলানা—না।

ম্যাজিষ্ট্রেট—কোন সাক্ষী পেশ করতে চান?

মাওলানা—না। যদি কোন দরকার মনে করি তবে তা হলে নিজেই লিখিত বিবৃতি পেশ করব।

ম্যাজিষ্ট্রেট—কাগজ দরকার?

মাওলানা—না।

ম্যাজিষ্ট্রেট—অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে আপনার?

মাওলানা—আমার বক্তৃতার নকল দু'টা দেখতে চাই।

মাওলানাকে তৎক্ষণাৎ তা দেয়া হল। তখন সরকারী উকীল মাওলানাকে অভিযোগের একটা কপি দেবার জন্যও ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করলেন।

অতঃপর মামলা ১১ই জানুয়ারী পর্যন্ত মুলতবী হয়ে গেল। যতক্ষণ মামলার কাজ চলছিল, বাইরে সড়কে ও আদালতের চারপাশে বিরাট গণবিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। জাতীয় বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে আকাশ-বাতাস মুখর করে তুলছিল। যখন মাওলানাকে এনে গাড়ীতে তোলা হচ্ছিল, অমনি চারদিক থেকে "মাওলানা আজাদ কি জয়, আল্লাহু আকবর" ইত্যাদি ধ্বনিতে মাটি যেন কেঁপে উঠছিল। লোকের এত ভিড় ছিল যে, বহুক্ষণ অবধি শহরে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

অভিযোগের নকল

বিবাদী—মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।

—কোলকাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত।

—ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা মতে গ্রেফতারের পরিপ্রেক্ষিতে।

বাদী—জী. এম. গোল্ডী—কোলকাতা বিশেষ পুলিশ বিভাগের সহকারী কমিশনার।

www.pathagar.com

বাদীর বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

(১) ১৯২১ সনের পয়লা জুলাই বিবাদী মীর্জাপুর পার্কে অসহযোগ ও বয়কট সম্পর্কে উর্দুতে এক বক্তৃতা দেন।

এক উর্দু সংক্ষেপ লিপিকার তাঁর পূর্ণ বক্তৃতা নোট করেছে। সেই উর্দু নোটের একটা নকল ইংরেজী 'এ' চিহ্ন-যুক্ত করে দরখাস্তের সাথে যুক্ত করে দেয়া হল। সেটার একটা ইংরেজী অনুবাদও এর সাথে যুক্ত করে দেয়া হল। বংগ সরকারের জনৈক বাংগালী অনুবাদক সেটা অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ কপিতে 'বি' চিহ্ন দেয়া হয়েছে।

(২) পুনঃ ১৯২১ সনের ৫ই জুলাই, উক্ত বিবাদী সেখানে সেই বিষয়ের ওপরেই উর্দুতে দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন। উক্ত উর্দু বক্তৃতার বিষয় সংক্ষেপ লিপিকারের দ্বারা লিখে নেয়া হল। 'সি' চিহ্ন সহ সেটাও দরখাস্তের সাথে জুড়ে দেয়া হল। 'সি' চিহ্ন-যুক্ত করে সেটার পূর্বোক্ত অনুবাদকের অনুবাদ কপিও তৎসঙ্গে দেয়া হল।

(৩) উভয় সভার রিপোর্টই বিশেষ পুলিশ বিভাগের তিনজন অফিসার মুক্ত লিপিতে লিখে নিয়েছে। তাও সংক্ষেপ লিপির নোটের সত্যতা প্রমাণ করে।

(৪) সে বক্তৃতা পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, বিবাদী বর্তমান আইনানুগ সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ঘৃণা ও বিক্ষোভ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। সেটা তাঁর এমনি অপরাধ যার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারার শাস্তি পাবার তিনি যোগ্য।

(৫) সরকার এই পত্রে বিবাদী মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা মতে গ্রেফতার করার জন্য বাদীকে আদেশ ও অধিকার দিয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। 'মূল অনুমোদন পত্রটিও এতে জুড়ে দেয়া হল। 'ই' চিহ্ন রয়েছে তাতে।

সে মতে বাদীর আরজ এই, বিবাদীকে এ অভিযোগের জবাবদিহির জন্য তলব করা হোক এবং তাঁর উপস্থিতিতে মামলা চালান হোক। অধিকন্তু, আইন মোতাবেক তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক।

www.pathagar.com

চতুর্থ হাজিরা

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেডিন হো'র আদালতেই এগার তারিখে আবার শুনানী শুরু হল। নিত্যকার আদালত ও আশ-পাশ লোকে পূর্ণ ছিল। কিন্তু কাজ শুরু হবার প্রাক্কালে সার্জেন্ট আদালত কক্ষ খালি করে ফেলল। এমন কি বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি-দেরেও সেখানে থাকতে দেয়া হল না।

তারপর মাওলানার তলব হল। তিনি আদালত কক্ষে ঢোকা মাত্র সব উকিল ও কর্মচারীরা সম্মান দেখাবার জন্য একযোগে দাঁড়িয়ে গেল।

ম্যাজিষ্ট্রেট—(মাওলানার প্রতি) আপনি কোন বিবৃতি পেশ করতে চান?

মাওলানা—হাঁ, যদি আদালতের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি না থাকে তা হলে আমি একটা লিখিত বিবৃতি পেশ করতে চাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট—তা কি আপনার সাথে রয়েছে?

মাওলানা—হাঁ। তবে তা উর্দুতে লেখা। আমি এর ইংরেজী অনুবাদ আদালতে পেশ করব।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আপনি নিজেই অনুবাদ করতে চান?

মাওলানা—হাঁ, যদি আদালতের আপত্তি না থাকে তা হলে নিজেই অনুবাদ করিয়ে পেশ করব।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আপনার অন্য কিছুর দরকার আছে কি?

মাওলানা—যদি ক্ষতিকর না হয় তা হলে আমার বক্তৃতা দু'টোর ইংরেজী অনুবাদ দু'টো চাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আপনার বিবৃতির জন্য তার প্রয়োজন রয়েছে কি?

মাওলানা—আমি তা দেখতে চাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আদালতের ষ্টাফের কাছে জিজ্ঞেস করলেন—মাওলানাকে উর্দুর সাথে ইংরেজী কপি দেয়া হল না কেন? এক্ষুণি তা দিয়ে দাও।

সরকারী উকিল একজন পুলিশ অফিসারকে তা দিতে বললেন। সে বলল: এখানে তা এখন নেই। জেলে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

এরপরে ১৯২২ সনের সতেরই জানুয়ারী তারিখ ধার্য করে আদালতের কাজ মুলতবী রাখা হল।

অন্য দিনের মত আজও সড়কে দর্শকের ভিড় ছিল। তারা মুহুর্মুহু জাতীয় স্লোগান দিচ্ছিল।

পঞ্চম হাজিরা

সতেরই জানুয়ারী প্রেসিডেন্সী সিভিল জেলে মাওলানার মামলার শুনানী শুরু হল। নিত্যকার মত আজও হাজার হাজার লোক আগে থেকেই সেসিডেন্সী কোর্টে গিয়ে জমায়েত হয়েছিল। যখন তারা জানতে পারল যে, মামলা কোর্টে না হয়ে জেলে হচ্ছে, তখন হতাশ চিত্তে তারা ফিরে গেল। তবুও বহু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান গাড়ী হাঁকিয়ে প্রেসিডেন্সী জেলের দ্বারে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু তাদের ভেতরে যেতে দেয়া হল না। পরে জানা গেল যে, মাওলানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব এমন কি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদেরও যেতে দেয়া হবে না।

আদালতে কেবলমাত্র মিঃ গোল্ডী ও কয়েকজন সি. আই. ডি. অফিসার উপস্থিত ছিলেন। বেলা বারোটায় মিঃ সেভিং হো ও সরকারী উকীল রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু এসে পৌঁছলেন।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা পরে আবার ঢুকবার জন্য চেষ্টা করায় আদালতের পেশকার তাদেরকে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করতে বলল। কারণ, তার হাতেই নাকি অনুমোদনের চাবিকাঠি রয়েছে। তারা তাই করল। জেলার বলল: সে কোঠা তো আদালতকে দেয়া হয়ে গেছে। তাই সেখানে প্রবেশের অনুমতি দানের ব্যাপারে আমার কোনই হাত নেই।

অগত্যা তারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আবেদন জানাল। সেখান থেকে জবাব আসল যে, জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে দরখাস্ত দিতে হবে। অথচ জেল সুপার তখন সেখানে ছিলেন না। পরে জেল সুপার এ দরখাস্ত পেয়ে মাওলানাকে বললেন: আমি তো কাউকে ঠেকিয়ে রাখিনি। কাউকে বাধা দেবার অধিকারও আমার নেই। সব কিছুই ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে।

যাক, ঠিক পৌনে বারটায় মাওলানা জেসারের সাথে এসে আদালতে

www.pathagar.com

ঢুকলেন। তিনি ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন: এ কার্যক্রম কি পাবলিক, না প্রাইভেট?

ম্যাজিষ্ট্রেট: প্রাইভেট। আপনি তশরীফ রাখুন।

মাওলানা: একি আপনি আমাকে বলছেন? হয় তো আপনি ভুলে গেছেন যে, এর আগেও দু'বার আমি আপনার সামনে এসেছিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট: আমার তা স্মরণ আছে।

মাওলানা: আগে যখন দু'তিন ঘণ্টা একাধারে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার কষ্ট হয়নি, আজও হবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট: দুঃখের বিষয়, আমার তখন খেয়াল ছিল না।

মাওলানা: (আপনার স্বীকৃতির জন্য) শোকরিয়া জানাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট: আপনার বিবৃতি এনেছেন?

মাওলানা: তাঁর উর্দুতে লিখিত বিবৃতি পেশ করে বললেন: আমার সেক্রেটারী অনুপস্থিত বলে ইংরেজী অনুবাদ সম্ভব হয়নি।

ম্যাজিষ্ট্রেট: তবে আপনি সে জন্যে সময় চাচ্ছেন কি?

মাওলানা: না। আমার পক্ষ থেকে আদালতের কাজে বিলম্ব ঘটুক তা চাই না।

ম্যাজিষ্ট্রেট: কিন্তু ইংরেজী অনুবাদ হলে আদালতের পক্ষে ভাল হত।

এরপর মামলা উনিশ তারিখ পর্যন্ত মুলতবী রাখা হল। পরে উনিশ তারিখের বদলে চব্বিশ তারিখ করা হয়।

ষষ্ঠ হাজিরা

চব্বিশে জানুয়ারী সিভিল জেলেই মিঃ সেভিং হো'র সামনে মাওলানাকে উপস্থিত করা হল। আজ কিছু সংখ্যক লোককে আদালতের কাজ দেখবার জন্য ভেতরে ঢুকতে দেয়া হল।

প্রায় বেলা এগারটার সময় মাওলানা এলেন এবং শুধু মাত্র তাঁর বিবৃতি গ্রহণ করেই আদালতের কাজ ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত মুলতবী রাখা হল।

সপ্তম হাজিরা

ক'দিন ধরে মাওলানার স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছিল। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া

www.pathagar.com

দুর্বল হয়ে পড়ায় এ রোগ দেখা দিয়েছিল। একুশ তারিখে একেবারে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। জেলের ডাক্তার বললেন: এ অবস্থায় তাঁর আদালতে যাওয়া ক্ষতিকর। জেল সুপারের ইচ্ছা ছিল, আদালতে জানিয়ে মামলার তারিখ পিছিয়ে নেয়া। কিন্তু মাওলানা তা পছন্দ করলেন না। তিনি চান না যে তাঁর কারণে মামলার কাজ কিছুমাত্র ব্যাহত হোক। তিনি বললেন: মামলার কাজ যখন জেলখানার ভেতরেই হবে, তখন সামান্য একটু হেঁটে যেতে আমার তেমন অসুবিধে হবে না। তাই জেল থেকে আদালতে আর কোন খবর দেয়া দরকার হবে না।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে, জেল সুপার ছুটির ব্যবস্থা করে এসেছেন। মিঃ সেভিন হো তিরিশ তারিখে তাঁর ছুটি মঞ্জুর করে ন'ই ফেব্রুয়ারী মামলার তারিখ ফেললেন।

৫ই জানুয়ারীর কার্যকলাপের মোকাবেলায় এ কাজটা অবশ্য সৌভাগ্যের ছিল। কমপক্ষে খবর তো দে'য়া হয়েছে। তবে প্রশ্ন জাগে, এ ধরনের ছুটির ব্যাপারে অপরাধীর হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে কিছু করতে পারেন কি? যদি বলা হয়—হ্যাঁ, তাহলে বলতে হয় যে, আদালতে এক নয়া আইন যোগ হল। অবশ্য আমরা তাকে সংশোধনও বলতে পারি। তবে আমাদের যদ্দুর জানা আছে, তা'তে আদালতের পক্ষে ১৯০৮ সনে ফৌজদারী বিধির কিছুটা সংশোধন হয়েছে।

এখন মাওলানার বিবৃতিটা পাঠকের সামনে পেশ করছি। এর শেষ শুনানী ও রায় সম্পর্কেও বলা হবে।

www.pathagar.com

জবানবন্দি

ভূমিকা

এখানে কোন মৌখিক বা লিখিত বিবৃতি পেশ করার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। এটা তো এমনি এক স্থান যেখানে আমার কোন আশা, দাবী বা বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। তবে এটা এমনি এক সড়ক যা অতিক্রম না করে আমি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছি না। তাই কিছুক্ষণের জন্য হলেও এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দম নিতে হল। নইলে আমি সোজাসুজি জেলের দিকেই ছুটতাম।

এ জন্যই আমি গত দু'বছর ধরে হামেশা অসহযোগীদের কোন প্রকারের আদালতে আশ্রয় গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করে আসছি। যদিও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটি এবং জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের অনুমোদন রয়েছে যে, জনসাধারণের অবগতির জন্য কেউ ইচ্ছে করলে আদালতে লিখিত বিবৃতি পেশ করতে পারবে, তবুও আমি সবাইকে তা না করার জন্যই পরামর্শ দিয়ে আসছি।

আমার ধারণা, জনসাধারণের অবগতির খাতিরে হলেও যে ব্যক্তি আদালতে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্য বিবৃতি পেশ করে তার সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, হয়ত সে এই সূক্ষ্ম পথ ধরে আত্মপক্ষ সমর্থনের দ্বারা বাঁচার ক্ষীণতম আশা পোষণ করছে।

অথচ অসহযোগ আন্দোলনের মানে একেবারেই নির্লিপ্ততা, চরম নিরাশা। তাই তা স্বীয় নীতিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও দুর্বলতা বরদাশ্‌ত করতে রাজী নয়।

চরম বিবর্তনের পথ

বর্তমান অবস্থার প্রতি চরম হতাশারই ফল হল অসহযোগ

www.pathagar.com

আন্দোলন। তাই সে হতাশা থেকেই জন্ম নিয়েছে বিবর্তনের শপথ। কেউ যখন কোন সরকারের সাথে পূর্ণ অসহযোগিতার কথা ঘোষণা করে; তখন সে এ কথাই ব্যক্ত করে যে সরকারের ইনসাফ ও সততা সম্পর্কে সে পূর্ণ হতাশ হয়েছে। সে সেই বেইনসাফ সরকারের বৈধতা অস্বীকার করে বলেই তার আশু পরিবর্তন কামনা করে। তাই যে সরকার সম্পর্কে সে এতখানি হতাশ যে, তাকে পরিবর্তন না করে সে গত্যন্তর দেখে না, কি করে আবার সে আশা করতে পারে যে, স্থায়িত্ব লাভের যোগ্যতা প্রদর্শন করে সে সরকার তার প্রতি সুবিচার করবে?

এ তত্ত্বকথা ছেড়ে দিলেও বর্তমান অবস্থায় কারু পরিত্রাণ লাভের আশা করা বাতুলতা বৈ নয়। এ যেন নিজের অভিজ্ঞতাকেই বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা। কেবলমাত্র সরকার ছাড়া এমন কোন সুধী ব্যক্তি নেই, যে বর্তমানে এ দেশের আদালতে সুবিচারের আশা পোষণ করতে পারে। তা এজন্য নয় যে বর্তমান আদালত এমন সব লোকের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যারা সুবিচার করতে ইচ্ছুক নন, বরং বর্তমান সরকারের শাসনতন্ত্রই এরূপ বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত যে তার আওতা থেকে কোন হাকীম অভিযুক্তদের প্রতি সুবিচার করতে সক্ষম হন না। তার ওপর আবার সরকার আদালতে সুবিচার হোক তা চান না। আমি এখানে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য সরকার, সরকারী পদ্ধতি এবং বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামো মাত্র—কোন ব্যক্তি বা দল নয়।

অবিচারের আদিম হাতিয়ার

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আমাদের যুদ্ধের অন্য সব ব্যাপারের মত এ ব্যাপারটিও নতুন নয় যে, যখনই কোন সরকার কোন স্বাধীনতা-প্রিয় জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে, তখন আদালতেই সব চাইতে সহজ ও নির্দোষ হাতিয়ারের কাজ দিয়েছে। আদালতের ক্ষমতা সুবিচার ও অবিচার উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা চলে। ন্যায়পরায়ণ শাসকের হাতে তা সুবিচার ও সত্যের সর্বোত্তম উপায় হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসকের হাতে তার চাইতে প্রতিশোধ গ্রহণ ও

www.pathagar.com

অবিচারের বড় অস্ত্র আর দ্বিতীয়টি নেই।

বিশ্বের ইতিহাসে রণাঙ্গনের পরে সব চাইতে অবিচার এই আদালত কক্ষেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুনিয়ার যত মহান ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাদের থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধক ও দ্রষ্টারা পর্যন্ত যে কোন পবিত্র ও সত্য-প্রিয় দলই এই আদালতের কাঠগড়ায় অপরাধীর মত না দাঁড়িয়ে রেহাই পায়নি। সন্দেহ নেই, আদিম যুগের বহু বর্বরতাই মিটে গেছে কালের চক্রে। আমি স্বীকার করি, দুনিয়ার বুকে আজ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ভয়াবহ রোমীয় আদালত ও মধ্য যুগীয় অন্ধকালো জেলখানার অস্তিত্ব বেঁচে নেই। তাই বলে এ কথা মানতে রাজী নই, যে মনোভাব সেসব আদালত ও বিচার ব্যবস্থার পেছনে সক্রিয় ছিল তার থেকেও আমাদের যুগ মুক্তিলাভ করেছে। সেসব সৌধগুলো অবশ্যই ধ্বসে পড়েছে যার ভেতরে ভয়াবহ চক্রান্তজাল বিস্তৃত ছিল; কিন্তু সেসব অন্তর কে পরিবর্তন সাধনে সমর্থ, যা মানবীয় স্বার্থবুদ্ধি ও বেইনসাফীর ভয়াবহ রহস্যের গোরস্থানে পরিণত হয়েছে?

এক আশ্চর্য—মহান স্থান!

আদালতের বেইনসাফীর দাস্তান বড়ই লম্বা। ইতিহাস ত আজও তার মাতম থেকে বিরতি পায়নি। আমরা তাতে হজরত ঈসার (আঃ) মত পবিত্র মানবকে দেখতে পাই দেশের চোরের সাথে একই সারিতে দণ্ডায়মান। সক্রেটিসের মত মনীষীকে আমরা দেখতে পাই তাতে শুধু এই অপরাধে বিষপানে প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছেন যে, তিনি দেশের সব চাইতে সত্য ও খাঁটি মানুষ ছিলেন। আমরা ফ্লোরেন্সের আত্মোৎসর্গী সাধক মনীষী গ্যালিলিওকে দেখতে পাই যে, স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে মিথ্যা ঘোষণা করতে পারেননি বলেই তিনি দেশের আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

আমি যিশুখ্রীষ্টকে মানব বলেছি এজন্যে যে, তিনি আমার ধারণায় এমন একজন পবিত্র মানুষ ছিলেন, যিনি পুণ্য-প্রেমের স্বর্গীয় বাণী নিয়ে ধরার ধুলায় নেমেছিলেন। কিন্তু কোটি কোটি লোকের ধারণায় তো তিনি মানুষের চাইতেও বহু ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাই এ অপরাধীর কাঠ-

www.pathagar.com

খোলা কতই আশ্চর্য অথচ মহান স্থান, যেখানে সব চাইতে উত্তম ও সব চাইতে অধম উভয় শ্রেণীকেই একই সাথে দাঁড় করান হয়। অত বড় মহান সত্তার জন্যও এটা অযোগ্য স্থান বিবেচিত হয়নি।

হামদ ও শোকর

এ জায়গায় শান-শওকাত এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা যখন চিন্তা করি আর সাথে সাথে নিজেকে এখানে দাঁড়াবার মত গৌরব অর্জন করতে দেখি, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমার আত্মা খোদার হামদ ও শোকর আদায়ের জন্য গভীরভাবে তন্ময় হয়ে যায়। খোদাই জানেন যে, সে মুহূর্তে আমার প্রাণে আনন্দ ও প্রশান্তির কি বড় বয়ে যায়! আমি এ অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেকে এমন কি স্বয়ং রাজাধিরাজেরও হিংসার বস্তু ভাবছি। তাঁদের বিলাসের প্রাসাদে শুয়েও তাঁরা এরূপ আনন্দ ও শান্তি কোথায় পাবেন যা আমার চিত্তের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে আছে? আহা, অচেতন স্বার্থান্ধেরা যদি আমার সে আনন্দের একটা কণাও চক্ষে দেখত! যদি তা সম্ভব হত তা হলে সত্য বলছি যে, প্রত্যেকেই এ জায়গার জন্য প্রার্থনা করে ফিরত।

বিবৃতির কৈফিয়ত

আমার ইচ্ছে ছিল না বিবৃতি দিই। কিন্তু ৬ই জানুয়ারী যখন মামলা দায়ের হল, তখন দেখলাম যে সরকার আমাকে সাজা দেবার ব্যাপারে বড়ই দুর্বল ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছেন। অথচ তাঁর দৃষ্টিতে আমি সেই ব্যক্তি যাকে সবার আগে সব চাইতে বেশী শাস্তি দে'য়া উচিত।

প্রথমে আমার বিরুদ্ধে সংশোধিত ফৌজদারী বিধির ১৭-২ ধারা আনয়ন করা হয়। কিন্তু তার যে ন্যূনতম দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করা দরকার তাও যখন তাদের পক্ষে সম্ভবপর হল না, তখন বাধ্য হয়ে তা প্রত্যাহার করে! এখন ১২৪-(ক) ধারা অনুসারে মামলা চালানো হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাও তাদের উদ্দেশ্য সফলের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি! কারণ, তার প্রমাণস্বরূপ আমার যেসব

www.pathagar.com

বক্তৃতা এখানে পেশ করা হয়েছে তাতে এমন সব কথা বাদ পড়ে গেছে, যা তাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে সহায়ক এবং আমি হামেশাই তা সরকারের বিরুদ্ধে বলে বেড়াই।

সরকারের এ অসহায় অবস্থা দেখে আমি মত বদলাতে বাধ্য হলাম। ভাবলাম, যে কারণে বিবৃতি দিতে চাচ্ছিলাম না, তাই-ই এখন বিবৃতি পেশ করার পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন আমার চুপ না থেকে বরং সরকারকে সাহায্য করা উচিত। মানে, আমার যেসব কথা তারা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেগুলোকে আমি স্বহস্তে লিখেই তাদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য পেশ করব। আমি জানি যে, প্রচলিত আদালতের বিধি অনুসারে সেটা আমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, আর আমি তো আত্মপক্ষ সমর্থন না করেই সরকারকে বেশ সাহায্য করেছি। তথাপি ভাবলাম যে, সত্যের বিধান তো আর আদালতের এসব ছল-চাতুরী প্রশ্রয় দেয় না; তাই বিরুদ্ধ পক্ষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সত্যকে চাপা দে'য়াটা কিছুতেই বৈধ হবে না।

অপরাধ স্বীকার

(১) ভারতের বর্তমান স্বৈরাচারী সরকার তেমনি এক শাসন ক্ষমতার অধিকারী যেরূপ শাসন ক্ষমতা কোন দেশ ও জাতির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সকল জাতিরা অর্জন করে থাকে। তাই তাদের সে অধিকার স্বভাবতই দুর্বল জাতির ভেতরে চেতনার জন্ম দেয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদেরে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। যার চূড়ান্ত ও অপরিহার্য পরিণতি হল বিদেশী সরকারের অবসান। পক্ষান্তরে, কেউই স্বীয় অপসারণ পছন্দ করে না, তা যতই ন্যায়সংগত হোক না কেন। ফলে উভয় দলের ভেতরে শুরু হয় Struggle for existence অর্থাৎ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। তাতে উভয় দলই স্ব-স্ব স্বার্থ রক্ষার খাতিরে আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে থাকে। জাতীয় চেতনা কামনা করে বিজাতির হাত থেকে স্বীয় অধিকার উসুল করে নিতে, আর বিদেশী শক্তি চায় তার অনধিকার চর্চাকে অব্যাহত রাখতে। বলা যায়, প্রথম দলের মত পরের দলটাকেও এ ব্যাপারে দোষারোপ করা চলে না।

www.pathagar.com

কারণ, সেও তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। এটা আলাদা কথা যে তার অস্তিত্ব বেইনসাফীর ভিত্তে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু মানব প্রবৃত্তির স্বাভাবিক দাবীকে তো আর অস্বীকার করা চলে না। এটা সত্যি কথা যে, পুণ্যের মতই জগতে পাপও বেঁচে থাকতে চায়। সে ক্ষেত্রে পাপ যতই ঘৃণ্য-হোক তার বেঁচে থাকার প্রবৃত্তিটা আদৌ ঘৃণ্য নয়!

ভারতে সেই সংগ্রাম শুরু হয়েছে। তাই এখানে যা ঘটেছে তা আদৌ অভাবিত বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যদি স্বৈরাচারের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের সংগ্রাম অপরাধ বিবেচিত হয় এবং সংগ্রামী জনতাকে কঠোর শাস্তি লাভের যোগ্য বলে মনে করা হয়, হোক সে জনতা অসত্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামই চালাচ্ছে —তা হলে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে আমি অপরাধী। শুধু তাই নয়, আমি সেরূপ মারাত্মক অপরাধী, যে স্বীয় অপরাধ, সমগ্র জাতির ভেতরে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে এবং সে অপরাধকে জিইয়ে রাখার জন্য সমগ্র জীবনই উৎসর্গ করেছে। আমি ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম ব্যক্তি, যে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে স্বজাতিকে এই অপরাধের দিকে আহ্বান জানিয়েছে এবং মাত্র তিন বছরের ভেতরে গোটা জাতির ভেতর থেকে দাসত্বমূলক মনোবৃত্তি সমূলে উৎসাদিত করেছে। তারা এদ্দিন সরকারের নানা লোভনীয় ফাঁদে ছিল বিজড়িত। সেজন্যে সরকার যদি এখন আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিতে চায়, তা যে আমার আদৌ অনভিপ্রেত হবে না তা আমি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করছি।

আমি জানি সরকার নিজকে ফেরেশ্‌তার মত নিষ্পাপ মনে করেন। কারণ, তাঁরা সব সময়ই ত্রুটিবিচ্যুতি অস্বীকার করে চলেন। কিন্তু আমি এও জানি, তাঁরা নিজদেরকে মসীহ্ বলে দাবী করেন না। সুতরাং আমি কিভাবে আশা করতে পারি যে, সরকার তার বিরোধীদেরকে ক্ষমা করবেন? তাঁরা তো যা করে চলেছেন তাই করে যাবেন। স্বাধীনতা আন্দোলন দলনের জন্য যে কোন সরকার এটাই করে থাকেন। তাই এসব এমনি স্বাভাবিক বিরোধ যার জন্য একদল অপর দলকে নিন্দা করতে পারে না। উভয় দলের নিজ কাজ চালিয়ে যাওয়াই উচিত।

www.pathagar.com

বঙ্গ-সরকারের কার্যধারা

(২) আমি এ কথাও প্রকাশ করে দিতে চাই যে, আমার সকল ব্যাপারই কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাঁরা আমাকে কোন ব্যক্তিগত বিশেষ অপরাধের ছুতা না ধরে বর্তমান দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের অপরাধেই গ্রেফতার করতে পারত এবং তাদের যা পদ্ধতি রয়েছে সেভাবে একটা বাহানা আবিষ্কার করে নিলেই চলত। মূলতঃ দেশব্যাপী সর্বসাধারণের ভেতরে এ ধারণা ছড়িয়ে রয়েছে যে, আলী ভ্রাতৃদ্বয় থেকে আমাকে সরকার বেশি সময় দিয়েছেন। তবে এখন বিলম্ব করা হবে না মোটেও। কিন্তু ব্যাপার ছিল এই যে, বঙ্গ-সরকারের তখনও আমার ব্যাপারে কোন মাথা ব্যাথা ছিল না। এমন কি আমার বিরুদ্ধে ১২৪-(ক) ধারা চালাবারও তাদের ইচ্ছা ছিল না। এ ধারা পরিচালনের জন্য আজ যেসব বক্তৃতা দলীলস্বরূপ পেশ করা হচ্ছে তা আমি ছ'মাস আগেই কোলকাতায় দিয়েছিলাম। অথচ সরকার আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার অনুমতি দান করেন ২২শে ডিসেম্বর। মানে, আমার গ্রেফতারেরও বার দিন পরে। যদি প্রকৃতপক্ষেই সে বক্তৃতায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যাহত হবার মত কিছু থাকত, তা হলে ছ'মাস আগে কেন আমাকে গ্রেফতার করা হল না? আর যদিও এখন গ্রেফতার করা হল, বার দিন পরে কেন মামলা দায়ের করা হল? প্রত্যেকটি মানুষই এ দুটো ঘটনার অসংগতি থেকে মূল ঘটনা বের করে নিতে পারে স্পষ্টভাবেই। বিশেষতঃ তার সাথে এসে তৃতীয় অসংগতি দেখা দিল এই, আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী সংশোধিত বিধির ১৭ ধারা অনুসারে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, ১২৪ ধারায় নহে, অথচ মামলা দায়েরের পঁচিশ দিন পরেই আবার আমাকে জানানো হল, সে ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

গ্রেফতারীর মূলে

আদপে আমার গ্রেফতারীর সাথে উক্ত দফার কোনই যোগ নেই। এটা সুস্পষ্ট যে, আমাকে সেসব কারণেই গ্রেফতার করা হয়েছে যা

www.pathagar.com

১৭ই ডিসেম্বর অর্থাৎ আমার গ্রেফতারীর পরে দেখা দিয়েছে। যদি আমি পয়লা ডিসেম্বরে কোলকাতা না আসতাম এবং এসেও যদি ১০ই ডিসেম্বরের আগেই বাদায়ুনে আহূত জমিয়তে ওলামা সম্মেলনে যোগদানের জন্য দিল্লী চলে যেতাম, তা হলে বঙ্গ-সরকারের সাথে আমার কোনরূপ বিরোধই দেখা দিত না।

সত্যেরই ডিসেম্বরের পর সরকারের সব চাইতে প্রধান কাম্যবস্তু ছিল প্রিন্সের কোলকাতা আগমন উপলক্ষে যেন কোনরূপ হরতাল প্রতিপালিত না হয় এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যে স্বৈরাচারমূলক বিধিটি প্রবর্তন করা হল, তা যেন অন্ততঃ সেই একদিনের জন্যও প্রতিপালিত হয়। সরকার ভাবছিলেন যে, আমি ও সি. আর. দাস মুক্ত থাকলে সে পথে অন্তরায় সৃষ্টি হবে। তাই কিছুদিন ধরে ভেবে-চিন্তে ও বহু ইতস্ততের পরে সরকার আমাদেরে গ্রেফতার করাই সমীচীন ভাবলেন। আমাদের গ্রেফতারী বিনা ওয়ারেন্টেই হল। কিন্তু পরদিন যখন আইনের ধারা প্রদর্শনের খাতিরে ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের সকাশে গেলেন তখন সি. আর. দাসের মত আমার নামেও ফৌজদারী সংশোধিত বিধির ১৭-২ ধারায় ওয়ারেন্ট জারী করে এলেন।

আমি গত দুই বছরে খুব কম সময়ই কোলকাতা ছিলাম। আমাকে প্রায় সময়ই খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় অফিসে কাজকর্ম নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তা ছাড়া এ আন্দোলন উপলক্ষে পর পর দেশব্যাপী সফরে সর্বদা এতই ব্যস্ত ছিলাম যে কোলকাতায় আসার সুযোগ আমার কমই হয়েছে। হয়ত দু' একদিনের জন্য এখানে এসে প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির কার্যাবলী তদারক করে আবার চলে গিয়েছি। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্তও আমি সফরে ব্যস্ত ছিলাম। ১৬ই নভেম্বর আমি জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য কোলকাতা থেকে রওনা হয়ে গেলাম। তথায় গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর তার পেয়ে বোম্বাইয়ের দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারলাম। আমি তখন তখনই বোম্বাই চলে গেলাম। সেখান থেকে জানুয়ারীর আগে আমার ফেরার ইচ্ছা ছিল না। কারণ, ১০ই ডিসেম্বর বাদায়ুনে জমিয়তে ওলামার বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার

www.pathagar.com

কথা ছিল এবং তাতে আমার যোগদান জরুরী ছিল। তা ছাড়া আমার প্রায় সময়ই 'আকার ফাণ্ড' আদায়ের কাজে ব্যয় হোত। কিন্তু অকস্মাৎ বঙ্গ-সরকারের জোর-জবরদস্তি ও স্বৈরাচারমূলক ব্যবস্থা এবং ১৮ই নভেম্বরের সরকারী বিবরণ বোম্বাই বসে জানতে পেলাম। তখন আমার পক্ষে আর কোলকাতার বাইরে থাকা কিছুতেই সম্ভব হল না। আমি এ ব্যাপারে গান্ধীজির সাথে পরামর্শ করলাম। তিনিও আমার সাথে এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে আমার কিছুতেই কোলকাতার বাইরে থাকা উচিত নয়। তাই সব প্রোগ্রাম মুলতবী রেখে আমার এখানে চলে আসা স্থির হল। আমার আশংকা হল যে, সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে হয়ত কোন মারাত্মক পন্থা গ্রহণ করে বসবে। এ সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হল, যখন শুনতে পেলাম যে কোলকাতায় 'সিভিল গার্ড' গড়ে তোলা হয়েছে। আমার বুঝতে বেগ পেতে হল না যে, কোন্ মহান ও শান্তিমূলক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরূপ অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন দেখা দিল।

আমি পয়লা ডিসেম্বর এসে কোলকাতায় নামলাম। অত্যাচার এবং ধৈর্য এ দুয়ের চরম মুহূর্তে এসেই আমি উপস্থিত হলাম। আমি এসে কি দেখলাম?

আমি দেখলাম, সতেরই নভেম্বরের হরতালে সরকার ক্রোধান্ধের মত খেইহারা হলেন এবং যে কোন চরমপন্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হলেন। তাই ১৯০৮ সনের নির্বাচিত 'ক্রিমিনাল ল' অনুসারে রেজাকারদের সকল দলই বেআইনী ঘোষণা করলেন। সর্বপ্রকার সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হল। পুলিশের হাতে আইনের চাবিকাঠি অর্পণ করা হল। তারা বেআইনী প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুসন্ধান কার্যের জন্য যা কিছু মর্জী করবার অধিকার পেল। এমন কি পথিকদেরও জান-মাল বিপর্যস্ত হয়ে চলল। সরকার ১৮ই নভেম্বরের প্রেস নোটে শুধু সাবেক ও বর্তমান রেজাকার বাহিনীগুলোর কথা উল্লেখ করলেন। কিন্তু ২৪ তারিখের প্রেস নোটে ভাবী যে কোন রেজাকার বাহিনীর আবির্ভাবকেও অবৈধ ঘোষণা করলেন। পুলিশরা এখতিয়ার পেয়ে যাকে সামনে পেল গ্রেফতার করে চলল। চব্বিশ তারিখের হরতাল বন্ধ রাখার জন্য পুলিশ ও

www.pathagar.com

তথাকথিত সিভিল গার্ডদের নিকট কোন কাজই আর অবৈধ রইল না। জনসাধারণের প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবকদের দাঁত ভাংগা জবাব দানের জন্যই যেন এ সিভিল গার্ডদের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তারা রিভলবারে সজ্জিত হয়েও 'শান্তি বাহিনী' নাম দিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়েই নাকি হরতাল বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর।

পক্ষান্তরে, জনসাধারণও ধৈর্যের চরমে পৌঁচেছিল। স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছিল যে, তারা সরকারী জুলুমের সশস্ত্র মোকাবেলাও করবে না, আবার নিজেদের দৃঢ় সংকল্প থেকেও এক বিন্দু হটবে না।

এরূপ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য পথ একটি মাত্র ছিল। আমার সামনে দু'টি সত্য উদ্ভাসিত হতে দেখলাম। প্রথম, সরকারের সর্বশক্তি কোলকাতায় নিয়োজিত হয়েছে। তাই জয়-পরাজয় এখানে নির্ধারিত হবে। দ্বিতীয়, আমি অদ্যাবধি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে আসছিলাম। অথচ বর্তমানে আজাদীর বুনীয়াদই যে ধ্বসে পড়ছে। বাক্-স্বাধীনতা ও মেলা-মেশার স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার বৈ নয়। তা পদদলিত করা দার্শনিক 'মিল'-এর ভাষায় নরহত্যার চাইতে কোন অংশে কম নয়। অথচ সেই দলন কোন প্রকারের ইতস্ততা ছাড়াই প্রকাশ্য ময়দানে চলছে। তাই আমি বাইরের সকল প্রোগ্রাম বাতিল করলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, হয় সরকার তার সেই অমানুষিক অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করবে, নয় আমাকে গ্রেফতার করবে —এ দু'টার যে কোন একটা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি কোলকাতা ছাড়ব না।

দশই ডিসেম্বর সরকার আমাকে গ্রেফতার করেন। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে সানন্দে জেলের পথে পা বাড়ালাম। কারণ, পেছনে আমি এক জয়ের ক্ষেত্র ছেড়ে এলাম। আমার মন খুশিতে পূর্ণ হল এই ভেবে যে, কোলকাতা ও বাংলার জনসাধারণ আমার আশা পূর্ণ করেছে। তারা এদ্দিন স্বাধীনতা আন্দোলনে যতখানি পিছিয়ে ছিল, আজ ততখানিই সবার আগে বেড়ে গেছে। আমি স্বীকার করি, তাদের এ সাফল্যের ব্যাপারে সরকারের সহায়তা রয়েছে প্রচুর। যদি তাঁরা ১৭ই নভেম্বরের পর এরূপ স্বৈরাচারী নীতি গ্রহণ না করতেন,

www.pathagar.com

তা হলে আদপেই আমাদের ভাবী কার্যসূচী নির্ধারণ মুশকিল হত। বাইশে নভেম্বর বোম্বাইয়ে আমরা তাই নিয়ে সবাই মাথা ঠুকে মরছিলাম।

দুই সত্য

বস্তুতঃ গত কয়েকটি দিন সে সত্য দু'টিকে যেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল করার জন্যই সংগ্রহ করল। একদিকে এ ক'দিনে সরকারের সকল বাগাড়ম্বর ও ভেল্কীবাজির পর্দা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, অপরদিকে জনসাধারণও অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে।

দুনিয়াবাসী দেখতে পেয়েছে, সরকার যখন সব রকমের অত্যাচার-উৎপীড়নের বাঁধ ভেংগে দেয়, তখন তাতে জনসাধারণের ধৈর্য ও তিতীক্ষা ভাল ভাবেই পালিত ও বর্ধিত হয়ে ওঠে। অথচ এ সত্যটিকে সর্বদাই অস্বীকার করে আসা হয়েছে, হয়ত আজও করা হবে। কিন্তু দুনিয়ার ইতিহাসে এটা হবে অত্যন্ত শিক্ষণীয় ঘটনা। এমন কি আগামী দিনের মানুষও তার থেকে এ শিক্ষাই লাভ করবে যে, কেমন করে চরিত্রের প্রচণ্ড শক্তির সামনে ঘৃণ্য পশুবল মাথা নত করতে বাধ্য হয়। তারা আরও ভেবে বিস্মিত হবে, কি করে শুধুমাত্র ধৈর্য ও ত্যাগের দ্বারা রক্তপিপাসু শক্তির মোকাবেলা করা সম্ভব! অবশ্য আমি জানি না যে, দুনিয়ার মানুষ এ দু'দলের কোনটির ভেতরে মহা মানবের গুণ খুঁজে পাবে। যারা অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধৈর্য ও ক্ষমার অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল তাদের ভেতরে নয় কি? তারা তা উৎপীড়ক শাসক চক্রের ভেতরে পাবে, না উৎপীড়িত জনসাধারণের ভেতরে? আমার বিশ্বাস, স্বৈরাচারী শাসকচক্র ভুলে যাননি যে, এরূপ মহৎগুণের অধিকারী ছিলেন যেই মহামানব তাঁর নাম হযরত মসীহ্ (আঃ)।

সরকারের পরাজয়

(৩) ইতিহাস ও দর্শন আমাদেরে বলে দেয়, অজ্ঞানতা ও অদূরদর্শিতা সর্বদাই পতনোন্মুখ সরকারের বন্ধুরূপে দেখা দেয়। ভারত সরকারের ধারণা ছিল, দমন নীতির দ্বারাই খেলাফত ও স্বরাজ আন্দোলন নির্মূল করবেন। আর সে হাতিয়ার দ্বারাই চব্বিশ তারিখের বিঘোষিত হরতাল

www.pathagar.com

গলা টিপে হত্যা করা যাবে। তারা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তাই বেআইনী ঘোষণা করে পাইকারী ভাবে তার সদস্যদেরকে গ্রেফতার করে চললেন। তারা ভাবলেন, এভাবে স্বেচ্ছাসেবক দল বেআইনী ঘোষণা করে এবং তার সদস্যদেরে গ্রেফতার করেই খেলাফত ও কংগ্রেসের কাঠামো ভেংগে চুরমার করে দে'য়া যাবে। আর তখন হরতাল এমনিই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু অনতিবিলম্বেই সরকারের ভুল ভাঙল। তাঁরা বুঝলেন দমন নীতির দ্বারা জাগ্রত জনসাধারণকে সাহায্য করা হয় বৈ নয়। তাঁরা দেখলেন, সে নীতিতে খেলাফত-কংগ্রেস কাঠামো চূর্ণ হয়নি, স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয়নি, এমন কি হরতালও থেমে যায়নি। বরং আমাদের বর্তমানে সেসব কাজ আরও জোরালোভাবে চলেছে। আমি ৮ই নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে যে বাণী দিয়ে এসেছি তাতে সরকারকেও বলা হয়েছিল—"আমার এবং সি. আর. দাসের গ্রেফতারীর পরে আরব্ধ কাজ আরও জোরালোভাবে চালু হবে এবং আমাদের উপস্থিতিতে ২৪ তারিখের হরতাল যেভাবে সাফল্যমণ্ডিত হত, তা এখনও হবে।"

বস্তুতঃ তাই-ই হয়েছে। সরকার স্বীয় অনুসৃত নীতিতে হেরে গেছেন। এখন তাঁরা স্বীয় লাজ ঢাকার জন্য হাত-পা ছুঁড়ছেন। তাই যাদেরে গ্রেফতার করা হয়েছে, যে ভাবেই হোক তাদের সাজা দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। কিন্তু এ আস্ফালন একেবারেই নিরর্থক। ক্ষমতাবান ব্যক্তি পরাজয়ের পরে এভাবেই আস্ফালন করতে থাকে। কিন্তু কারো ব্যর্থ দাপাদাপিতে পরাজয় কখনো জয় বলে প্রতিপন্ন হয় না।

১২৪-ক

মোট কথা এসব কারণেই আমাকে গ্রেফতার করা হয়। তাই দু' হপ্তা অবধি আমার খেলাপে সংশোধিত ফৌজদারী বিধির ১৭-২ ধারা অব্যাহত রাখা হয়। কিন্তু যখন সে ধারায় কোন কূল-কিনারা মিলল না তখন আমার প্রেসেও থানা-তল্লাশী হল। আমার কোন লেখা সংগ্রহ করে তার সাহায্যে নতুন কোন ধারার সূত্রপাত করাই ছিল উদ্দেশ্য। যখন তাতেও ফল হল না, অগত্যা গোয়েন্দাদের বিরচিত রিপোর্ট তলব করা হল। গোয়েন্দাদের মনগড়া রিপোর্ট সর্বদাই

www.pathagar.com

এরূপ মহান উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রিজার্ভ রাখা হয় এবং তাতে কখনও হতাশার মুখ দেখতে হয় না। এভাবে হাজার তকলিফ নিয়ে ১২৪-ক ধারা দাঁড় করান হল।

পরস্পর বিরোধ

(৪) সরকারকে স্বীয় মোনাফেকীর দরুনই এ দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে। একদিকে তাঁরা রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার অব্যাহত রাখতে চান, অপরদিকে আইন-আদালতের মেকী আবরণও বজায় রাখতে চান। এ দুটো ব্যাপারই এরূপ পরস্পর বিরোধী, যার কখনও সমন্বয় সাধন সম্ভবপর নয়। তাই এ সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টার ফল দাঁড়ায় দৈনন্দিন পেরেশানী ও লাঞ্ছনা। তাঁদের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে সব চাইতে অধিক সাজা পাবার যোগ্য তাকেই শাস্তি দান এখন তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাত্র কয়েক মাস হল আমি করাচীতেও সরকারের এরূপ নাভিশ্বাস অবস্থা দেখতে পেয়েছি। সরকার বিরাট আয়োজনের সাথে যে দাবী সেখানে উত্থাপন করলেন তাঁদের জুরীরাও তাতে সায় দিতে পারল না।

মজার ব্যাপার এই, সরকারের এরূপ নাভিশ্বাস তো তখন দেখা যাচ্ছে, যখন অসহযোগীরা এমন কি আত্মপক্ষ সমর্থন করতেও নারাজ এবং যে সময়ে চরম মিথ্যা বর্ণনা ও বেআইনী পন্থা অবলম্বন করতেও তাঁদের কেউ বাধা দিচ্ছে না!

আইনের নতুন ব্যাখ্যা

অবশ্য সরকার সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে আদৌ কসুর করেন নি। অসহযোগীদের মামলা আজকাল যেভাবে চুকান হচ্ছে তাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, স্বৈরাচারী সরকারের অভিধানে আইন ও শৃংখলার মানে কত চমৎকার! আইন ও শৃংখলার মত তাঁদের দাবী, সাক্ষী-প্রমাণ, সনাক্তকরণ ইত্যাকার আদালত সম্পর্কিত শব্দগুলির ব্যবহারে বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। মনে হয় যেন অসহযোগীদের আশু

www.pathagar.com

শান্তি বিধানের খাতিরে তাঁদের কাছে সব রকমের বেআইনী কাজই আইন সংগত হয়ে গেছে। এমন কি তাদের এটুকুও জানবার বা বুঝবার প্রয়োজন নেই যে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ব্যক্তি সে কিনা। এ হপ্তায়ই জোড়াবাগানের আদালতের আবদুর রহমান হাশেমী নামক এক ব্যক্তিকে এই অপরাধে পাকড়াও করে ছ' মাসের সাজা দেয়া হয়েছে যে আযম হাশেমী নামক এক স্বেচ্ছাসেবক দুনিয়ার বুকে বিরাজমান বলে জানা গেছে এবং উভয় নামের সাথেই হাশেমী শব্দের যোগ রয়েছে। এমন কি আমার ব্যাপারেও যেসব বেআইনী কাজের প্রশ্রয় নেয়া হয়েছে তা বলা নিরর্থক বলেই এখানে উল্লেখ করলাম না। নইলে সেটাও উপরোক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ উদাহরণ হিসাবে যথেষ্ট বিবেচিত হত। উদাহরণ স্বরূপ শুধু মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। সে ঘটনাটি আইন ভংগ ও ভুল বর্ণনা উভয় রকমের দোষেই দুষ্ট। আমাকে ফৌজদারী সংশোধিত বিধির ১৭-২ ধারা থেকে রেহাই দিয়ে ১২৪-(ক) ধারায় পুনঃ ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে। আইন মোতাবেক এক ধারা থেকে রেহাই ও অন্য ধারায় অভিযুক্ত করার জন্য জেল থেকেও রেহাই ও নতুন গ্রেফতারীর অভিনয় চালানো উচিত ছিল। কিন্তু ঘটনা এই যে, ১২৪ ধারা সম্পর্কে অন্য কিছু তো দূরে, এমন কি দোসরা জানুয়ারী পর্যন্ত আমার কোন খবরই ছিল না। কিন্তু আমার সামনেই ডেপুটি কমিশনার মিঃ গোল্ডী শপথ করে সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে আমার সাথে যথাসময়ে সাক্ষাৎ করে ১২৪ ধারায় ওয়ারেন্ট জারি করেছেন।

এটা সত্যি যে অসহযোগীরা কোন প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থন করে না। কিন্তু আমি মনে করি যে, কোন মানুষের এই ভেবে সব আবরণই খুলে ফেলা ঠিক নয় যে, সভ্য মানুষ তার দিক থেকে লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নেবে। সভ্য মানুষ যারা তারা অবশ্যই চোখ বন্ধ করে নিয়েছে, কিন্তু দুনিয়ার সব মানুষ তো আর সভ্য নয়।

আইনের অভিনয়

মূলতঃ এদেশে আইন ও শৃংখলার অভিনয় চালানো হচ্ছে।

www.pathagar.com

তাকে আমরা মিলনান্ত-বিয়োগান্ত দু'টোই বলতে পারি। তা তামাশার মত রসাত্মকও বটে, আবার হত্যার মত মারাত্মকও বটে। তবে আমার মতে একে বিয়োগান্ত নাট্যাভিনয় বললেই শোভা পায়। সৌভাগ্যবশতঃ তার সেরা অভিনেতা হচ্ছেন বিলেতের সাবেক প্রধান বিচারপতি।

আমার বক্তৃতা

(৫) বাদী পক্ষ থেকে আমার বক্তৃতাগুলো প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। সেগুলো পয়লা ও পনেরই জুলাই মীর্জাপুর পার্কের জনসভায় করেছিলাম। সে সময় বঙ্গ-সরকার সবে মাত্র ধরপাকড়ের পথে পা বাড়িয়েছিলেন এবং চারজন খেলাফত আন্দোলনের প্রচারকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে শাস্তি দান করেছিলেন। তখন আমি অসুস্থতা নিয়ে সফর থেকে ফিরে এসেছি। দেখলাম, জনসাধারণের ভেতরে তখন পূর্ণ উত্তেজনা বিরাজ করছে। এমন কি তারা যে কোন পন্থায় এর প্রতিবাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। আমার মতে যেহেতু অসহযোগীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে কোন কিছু করা নীতি-বিরোধী ছিল, তাই আমি হরতাল ও শোভাযাত্রার পরিকল্পনা তাদের নাকচ করে দিলাম। তাতে জনসাধারণ ক্ষুণ্ণ হয়ে অভিযোগ জানানোর ফলে আমি সেই জনসভার ব্যবস্থা করি। আমি সেখানে তাদের এটাই বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনকারীদের নীতি এটাই যে, তাদের কেউ গ্রেফতার হলে ধৈর্য ধারণ ছাড়া অন্য কিছুই করা চলবে না। যদি তাদের প্রতি একান্তই দরদ থেকে থাকে তা হলে তাদের কাজ চালিয়ে যাও এবং সাজ-সজ্জা ছেড়ে কয়েদীর পোশাক পরিধান করে নাও।

ফরিয়াদী পক্ষ যে নকল পেশ করেছে তা নেহাৎ অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ এবং অস্পষ্ট। তাতে নিছক খাপছাড়া, কোথাও বা অর্থহীন বাক্য বিন্যাস রয়েছে। তা পড়লেই এর সত্যতা স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। তবুও সেসব বাক্য বাদ দিয়ে (কেননা তা নিজের বলে স্বীকার করতে আমার সাহিত্যিক রুচিতে বাধে) বাকী অংশ আমি হুবহু মেনে নিচ্ছি। তাতে

www.pathagar.com

সরকার সম্পর্কে আমার ধারণা স্পষ্টরূপে বিধৃত হয়েছে। এমন কি সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য আমার আকুল আবেদনও তাতে রয়েছে।

বাদীপক্ষের তরফ থেকে শুধু আমার বক্তৃতাগুলোই পেশ করা হয়েছে। তারা এ কথা নির্দেশ করেনি যে তার মধ্যে কোন্ কোন্ বাক্য তারা আমার খেলাপে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করছে। তাদের ধারণায় কি "পেয়ারে বেরাদরান" থেকে শুরু করে "খোদা হাফেজ" পর্যন্ত সবকিছুই ১২৪-(ক) ধারা? আমিও ব্যাপারটা জানতে চাই নি। কেননা, তা জানা বা না জানা বরাবর। যাহোক, এ নকল দেখে বাদীর ধারণায় উল্লেখযোগ্য লাইন ক'টি নিম্নরূপ মনে হয়।

"এরূপ সরকার জালেম—যার ভিত্তিই হল বেইনসাফী। সে সরকার হয় ইনসাফের কাছে মাথা নত করবে, নয় তাকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে ফেলাই কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে·····

তোমাদের প্রাণে যদি আটক ভাইদের জন্য বিন্দুমাত্রও সত্যিকারের দরদ থাকে, তাহলে তোমাদের প্রত্যেককেই আজ ভেবে-চিন্তে ঠিক করতে হবে যে, যেই জালেম সরকার তোমাদের নিরপরাধ ভাইদেরে গ্রেফতার করেছে, তারা এই ঠাঁট নিয়ে কি চিরদিন এ উপমহাদেশে আসন গেড়ে থাকবে?·····

যদি স্বাধীনতা অর্জন করতে চাও, তা হলে তোমাদের কাজ হবে ধূর্ত দুশমনদের অজস্র মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আদৌ ব্যবহার করার সুযোগ না দে'য়া এবং সেজন্যে পূর্ণ ধৈর্যের সাথে নীরবে কাজ করে যাওয়া।·····কেউ কেউ বলে থাকে, বক্তৃতায় এ ভাবে বলার মানে হল নিজকে বাঁচিয়ে চলা। মূলতঃ বক্তার ইচ্ছাও আমাদের মতই। কিন্তু আমি বুঝি যে যাঁরা তোমাদেরে শান্তি রক্ষার কথা বলছেন তাঁরা কোনদিন জেল বা নজরবন্দি হওয়াকে ভয় করেন না। সেক্ষেত্রে তাঁরা যখন বলেন যে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রেখে কাজ কর, তার মানে এ নয় যে জালেম সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাও। কারণ, যে সরকারী শক্তি আজ দুনিয়ার বুকে সব চাইতে বড় অপরাধী তাঁরা কখনও সে শক্তির প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারেন না।"

www.pathagar.com

এরপর আমি বলেছি (যদিও তা রিপোর্টে নেই) :

"সে অবস্থায় তাঁরা তো এ জন্যই তা বলেন যে, তোমাদের সাফল্যের চাবি-কাঠি এ পথেই নিহিত রয়েছে। সরকারের মত তোমাদের তো প্রচুর শয়তানী হাতিয়ার নেই যা দিয়ে মোকাবেলা করবে? তোমাদের কাছে আছে শুধু ঈমান, আত্মা আর তা উৎসর্গের শক্তি। তোমরা সেই (হাতিয়ার) নিয়ে কাজ উদ্ধার কর। যদি তোমরা বাহ্যিক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে জয়লাভ করতে চাও, তা কখনও সম্ভব-পর নয়! বর্তমানে চুপ করে নিরাপদে কাজ করে যাওয়া ছাড়া তোমাদের অন্য কোন পথ নেই।"

"যদি তোমরা ক্ষণিকের জন্য সরকারকে ব্যস্ত করতে চাও, আমার কাছে তার বহু ব্যবস্থা রয়েছে। খোদা না করুন, আমি যদি এ সরকারের স্থায়িত্ব কামনা করতাম, তা হলে সেগুলোই তোমাদেরে বলতাম। (কিন্তু) আমি সে সংগ্রাম চাই, (যা) একদিনেই শেষ হবে না, বরং চূড়ান্ত ফয়সলার শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। যেদিন সে চরম মুহূর্ত আসবে তখন হয় এ সরকার থাকবে না, নয় ত্রিশ কোটি (মানুষ) লয় হয়ে যাবে।"

আমি বন্ধনীর ভেতরের শব্দ এজন্য যোগ করেছি যে, আমার বক্তৃতায় তা ছিল, অথচ রিপোর্টে লেখা হয়নি। ফলে বাকাই নিরর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন সরকার এর দ্বারা জোরালোভাবে প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন। যদি সরকার তাদের উদ্দেশ্যে পূর্ণ সফলতা লাভের জন্য রিপোর্টটা আগাগোড়া এভাবে সংশোধন করে দিতে বলেন আমি তাতে সানন্দে রাজী হব।

আমার উভয় বক্তৃতায়ই জনসাধারণকে অসহযোগের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে, খেলাফত ও স্বরাজ আন্দোলনের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং পাঞ্জাবের অত্যাচারকে অমানুষিক ও পাশবিক বলা হয়েছে। আমি জনসাধারণকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি, যে সরকার জালিয়ানওয়ালাবাগ ও অমৃতসরে মুহূর্তের ভেতরে অসংখ্য নিরস্ত্র জনতাকে হত্যা করতে পারে, তারা না করতে পারে এমন কোন অনাচার ও অবিচার নেই।

www.pathagar.com

একরার

(৬) আমি স্বীকার করি, শুধুমাত্র সে স্থানেই নয়, বরং গত বছরের আমার অসংখ্য বক্তৃতায় অনুরূপ, এমন কি তার চাইতে সুস্পষ্ট ও মারাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছি। এরূপ বলা আমার বিশ্বাস মতে ফরজ। আমি কোন ফরজ কাজ থেকে এজন্য বিরত থাকতে পারি না যে তা ১২৪ ধারার অপরাধে আমাকে অপরাধী করবে। আমি এখন এরূপ বলতে উৎসুক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বলার সুযোগ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবেই বলে চলব। যদি আমি তা না বলি তা হলে আমার খোদা এবং তাঁর বান্দাদের কাছে নিজেকে সর্বদা অপরাধী বলে মনে করব।

জালেম সরকার

(৭) নিশ্চয়ই আমি বলেছি, "বর্তমান সরকার জালেম,"—যদি আমি তা না বলি তা হলে কি বলব? আমি বুঝি না, কেন আমার থেকে এ আশা পোষণ করা হয় যে, একটা জিনিষকে আমি সঠিক নামে অভিহিত করব না। আমি কালোকে সাদা বলতে অক্ষম। আমি এ ব্যাপারে সব চাইতে কম এবং নরম কথা যা বলতে পরি তাই বলেছি। এ সত্যকে প্রকাশের ক্ষেত্রে এর চাইতে কম কি বলা যায় তা আমার জানা নেই।

আমি নিশ্চয়ই এ কথা বলে বেড়াই যে আমাদের সামনে মাত্র দু'টি রাস্তা রয়েছে: হয় সরকার বেইনসাফ ও অন্যায় অধিকার থেকে বিরত হবে; অন্যথায় তাদেরে মিটিয়ে দেয়া হবে। আমি বুঝি না যে এ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। এটা তো মানবীয় বিশ্বাসের এরূপ একটি আদিম সত্য কেবলমাত্র পাহাড় ও সাগরকে যার সমবয়স্ক বলা যেতে পারে। যা অন্যায় তা হয় ন্যায়ে রূপান্তরিত হবে অন্যথায় মিটে যাবে. এ ছাড়া তৃতীয় পথ কি থাকতে পারে? যখন আমি এ সরকারের অন্যায় সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি তখন তারা আমার নিকট এ আশা করতে পারে না যে, তারা সংশোধিত হবে না অথচ আমি তাদের দীর্ঘ জীবন কমনা করব।

www.pathagar.com

এ বিশ্বাস কেন?

(৮) আমার এবং আমার কোটি কোটি দেশবাসীর এ বিশ্বাস কেন? এর কারণ এবং প্রমাণ আজ এত সুস্পষ্ট হয়ে আছে যে, মিল্টনের ভাষায় বলা যায়, "সূর্যের পরে দুনিয়ার বুকে সবচাইতে উজ্জ্বল ও বোধগম্য।" বোধগম্য সম্পর্কে এটুকু বলতে চাই যে, ভারতবাসী বলেই আমার এ বিশ্বাস, এ বিশ্বাস আমি মুসলমান তাই, আমি মানুষ বলেই এরূপ বিশ্বাস রাখতে বাধ্য।

একনায়কত্বই জুলুম

আমার বিশ্বাস, স্বাধীন থাকা প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতির জন্মগত অধিকার। কোন মানুষ কিংবা মানুষকে শাসকারী কোন স্বৈরতন্ত্রেরই এ অধিকার নেই যে খোদার বান্দাকে স্বীয় দাসে পরিণত করে। দাসত্ব এবং আনুগত্যের যত সুন্দর ও মনোজ্ঞ নাম রাখা যাক না কেন তা দাসত্ব এবং অধীনতাই। তাই তা খোদার মর্জী ও বিধানের পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং আমি বর্তমান সরকারকে বৈধ বলে মানতে পারি না এবং নিজের ব্যক্তিগত, জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য এটাই ভাবি যে দেশ ও জাতিকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে হবে।

শাসন সংস্কার ও শাসন ক্ষমতা ক্রম হস্তান্তরের বিখ্যাত ধাঁ ধাঁ আমার এ সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত বিশ্বাসে কোনরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারেনি। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। সে অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সীমা নির্ধারিত করে দেবার ক্ষমতা কিংবা তা ভাগ ভাগ করে দান করার ক্ষমতা কারো নেই। কারো এ কথা বলারও ক্ষমতা কোন জাতি সম্পর্কে নেই যে, তোমরা ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা অর্জন করবে। এটা ঠিক তেমনি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে, কারুর পৈত্রিক সম্পত্তি অপর কেউ আত্মসাৎ করে বলে, তোমরা এগুলো ক্রমে ক্রমে পেতে পার। এ কথা সম্পত্তির মালিকের বলার অধিকার রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে আত্মসাৎকারীর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে কিস্তিতে আদায়ের জন্য তাকে সুযোগ দান করতে পারে। তাও দায়ে পড়ে আপোষ করা বৈ

www.pathagar.com

নয়। এরূপ ক্ষেত্রেও মালিকের এককালীন আদায়ের অধিকার খর্ব হয় না।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে আমি রাশিয়ার বিখ্যাত মনীষী লিও টলষ্টয়ের ভাষায় বলতে চাই, "যদি জেলখানার কয়েদীদেরে তাদের জেলের কর্তা নির্বাচনের অধিকার দেয়া হয়, তাতে তারা মুক্তিলাভ করে না।"

আমার মনে তাদের ভাল বা মন্দ কাজের প্রশ্নটা দ্বিমুখী প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। প্রথম প্রশ্ন তো তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জাগে। আমি জন্ম-সূত্রের দিক বিবেচনা করেই এ ধরনের সরকারী ক্ষমতাকে অবৈধ বলে বিশ্বাস করি। যদি তারা কোন প্রকার অন্যায় করতো, তা হলেও আমার এ ধারণা বদ্ধমূল থাকত। কারণ, তাদের অস্তিত্বই চরম বেইনসাফির নমুনা। এভাবে তাদের অবস্থানটাই বড় অপরাধ। এ ক্ষেত্রে তাদের ভাল কাজকে ভাল বলব সত্যি, কিন্তু তাদের অস্তিত্বের বৈধতাকে কখনো স্বীকার করব না। যদি কোন ব্যক্তি আমার সম্পত্তি জোর-দখল করে খুব ভাল ভাল কাজ করে চলে, তা হলে সেসব ভাল কাজের দরুন তার অবৈধ দখলটি কখনও বৈধ হ'তে পারে না।

অন্যায়ের রূপ ও গুরুত্বের দিক থেকে শ্রেণী-ভাগ চলে। কিন্তু ন্যায় ও অন্যায় হিসেবে বিচার করতে গেলে তার যে কোন শ্রেণীই অন্যায় বিবেচিত হবে। আমরা মারাত্মক চুরি ও সাধারণ চুরি বলতে পারি কিন্তু ভাল চুরি তো আর বলতে পারি না। তাই একনায়কত্বের স্বেচ্ছাচারকে আমি কোন দিক থেকেই ভাল বলে আখ্যায়িত করতে পারি না। অবশ্য স্বেচ্ছাচারের মাত্রা হিসেবে কম দোষণীয় কিংবা বেশী দোষণীয় বলা চলে। ভারতে একনায়কত্ব শুধু অবৈধভাবে জেঁকে বসেই ক্ষান্ত হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য অপরাধ দিনের পর দিন যোগ করে পাপের বোঝা এরূপ ভারী করেছে যে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা না করে কিছুতেই থাকা যায় না।

ইসলাম ও একনায়কত্ব

আমি একজন মুসলমান এবং মুসলমান হিসেবেই এ সংগ্রাম আমার

www.pathagar.com

কর্তব্য বলে মনে করি। ইসলাম কখনও এমন কোন শাসন ব্যবস্থা মেনে নেয় না যা কোন ব্যক্তি কিংবা কতিপয় বেতনভুক কর্মচারীর স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা বৈ নয়। ইসলাম এসেছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পূর্ণাংগ ব্যবস্থা হিসেবে—যার কাজই হল মানব জাতির লুপ্ত ও অপহৃত স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে দেয়া। যে আজাদী রাজা-বাদশাহ, নিত্য নতুন শাসকদল, স্বার্থান্ধ ধর্মনেতা এবং সমাজের উঁচু দরের মানুষেরা অপহরণ করল, ইসলাম এল তাই আবার সাধারণ মানুষকে ফিরিয়ে দিতে। তারা ভেবেছিল 'জোর যার মুলুক তার' আর 'দখলকারীর স্বত্বাধিকার' স্বীকার্য। কিন্তু ইসলাম এসে ঘোষণা করল, শক্তির কোনই দাম নেই এবং সত্য যা তা সত্যই। খোদা ছাড়া কারো অধিকার নেই তাঁর বান্দাকে দাসে পরিণত করার। ইসলাম বৈষম্য ও প্রভুত্বের সকল প্রকার জাতীয় ও গোত্রীয় ব্যবস্থা চিরতরে মিটিয়ে দিল আর দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দিল—দুনিয়ার সকল মানব একই পর্যায়ভুক্ত এবং সবার অধিকার সমান। গোত্র, জাতি বা ধর্ম মর্যাদার মাপকাঠি নয়—তা হচ্ছে কাজ। সব চাইতে বড় সে, যার কাজ সর্বাধিক ভাল। তাই আল্লাহ বলেন :

"হে মানব! তোমাদেরে আমি নারী ও পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন গোত্র ও শ্রেণীভুক্ত করেছি যেন তোমাদের পারস্পরিক পরিচয় লাভ সহজ হয়। মূলতঃ তোমাদের ভেতরে কেবলমাত্র খোদাভীরুই আল্লাহর নিকট সম্মানিত।" (সূরা-হুজরাত)

ইসলাম ও গণতন্ত্র

মানব অধিকারের এই বৈপ্লবিক সনদ ফরাসী বিপ্লবের এগারশ বছর পূর্বে বিঘোষিত হয়। তা শুধু ঘোষণা মাত্রই ছিল না; বরং একটা বাস্তব জীবন ব্যবস্থা ছিল। ইতিহাসবেত্তা গীবনের ভাষায় বলা চলে, "ইহা নজীর বিহীন।" ইসলামের পয়গম্বর এবং তাঁর খলীফাদের শাসন ব্যবস্থা ছিল পূর্ণ একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সমগ্র জাতির মতামত, প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই তা গড়ে উঠেছিল। এজন্য দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে চমৎকার ও ব্যাপক অর্থপূর্ণ পরিভাষা ইসলামে রয়েছে তা দুনিয়ার আর কোন ভাষায় পাওয়া দুষ্কর।

www.pathagar.com

ইসলাম রাজা-বাদশাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে। তদস্থলে একজন গণতান্ত্রিক নেতার পদ সৃষ্টি করেছে। সে পদের জন্যও 'খলীফা' পরিভাষা ব্যবহার করেছে। 'খলীফা'র আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধি। তাঁর ক্ষমতা যা কিছু প্রতিনিধিত্বমূলক বৈ নয়। তার বাইরে তাঁর কিছুই করার অধিকার নেই।

কোরআনে সেই শাসন ব্যবস্থার জন্য 'শূরা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"তাদের কাজ চলবে 'শূরা'র (পারস্পরিক পরামর্শের) ভিত্তিতে।" কোরআনে এমন কি 'শূরা' নামে একটি সূরাও রয়েছে। 'শূরা' শব্দের অর্থ পারস্পরিক পরামর্শ। অর্থাৎ যা কিছুই করা হোক না কেন, পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে করা হবে। কোন বিশেষ ব্যক্তির মর্জী মাফিক চলবে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য এর চাইতে যথাযথ ও উত্তম পরিভাষা আর কি হতে পারে?

আরেক জুলুম

ইসলাম যখন মুসলমানদের ওপর ফরজ করে দিল যে, তারা এরূপ কোন শাসন ব্যবস্থা স্বীকার করবে না বা সমগ্র জাতির মতামত বা ভোটের ভিত্তিতে গঠিত নয়, তখন একটা বৈদেশিক ও বিজাতীয় স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ অতি স্পষ্ট। এমন কি ভারতে যদি আজ খালেস ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় আর তা কোন ব্যক্তি বা দলের স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়, মুসলমান হিসেবে তখনও আমার ওপর ফরজ হবে সে সরকারকে জালেম বলা এবং তার মূলোচ্ছেদের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। ইসলামের সত্যিকার আলেম-গণ সব সময়ই এই ধরনের স্বৈরাচারী বাদশাহদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাই আমি স্বীকার করছি যে, ইসলামের নির্দেশিত এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরে ভেংগে পড়েছিল। পাশ্চাত্যের রোমক সাম্রাজ্য এবং প্রাচ্যের ইরান সাম্রাজ্যের শাহানশাহদের শান-শওকতের রূপ-কথার মোহ মুসলিম শাসকবৃন্দকে বিভ্রান্ত করেছিল। ছিন্নভিন্ন পরি-

www.pathagar.com

হিত সাধারণ বেশধারী খলীফার স্থলে তাঁরা কায়সর ও খসরুর শাহী ঠাটকে বড় ভাবলেন। এতদসত্ত্বেও ইসলামের ইতিহাসে এমন যুগ নেই, যে যুগে সত্যানুসারী মুসলমান তাঁদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন চালায়নি এবং সে পথের যত রকমের কঠিন আঘাত হাসি-মুখে বরণ করেনি।

জাতীয় কর্তব্য

যে কোন মুসলমান থেকে এ আশা পোষণ করা যে, সে সত্য যা তা ঘোষণা করবে না আর অত্যাচারকে অত্যাচার বলবে না, এর মানেই হচ্ছে যে সে ইসলামকে পুরোপুরি ছেড়ে দেবে এ ধারণা রাখা। যদি তোমরা কারুর ধর্মে হস্তক্ষেপ করা সংগত মনে না কর এবং কেউ নিজ ধর্ম ছেড়ে দিক এটা সত্যিকারে কামনা না কর, তা হলে কখনও তোমরা এ দাবী করতে পার না যে, একজন মুসলমান জুলুমকে জুলুম বলা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, সত্য বলা থেকে বিরত থাকা আর ধর্মচ্যুত হওয়া তার কাছে একই কথা।

সত্যের সংগ্রাম তো ইসলামী জীবনের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য। যা বাদ দিলে ইসলাম নিষ্প্রাণ হয়ে দাঁড়ায়! ইসলাম মুসলিম জাতির বুনিয়াদ তো এ জন্য কায়েম করেছে যে তারা ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দান করবে। যে কোন সাক্ষ্যদাতার অপরিহার্য কাজ হল সে যা জানবে যথাযথ ভাবেই তা বলবে। তাই যে কোন মুসলমানের কর্তব্য হল, সে যা কিছু জানতে ও বুঝতে পেরেছে তা সকলকে যথার্থভাবে শুনিয়ে দেয়া এবং এই সত্য প্রকাশের পথে যত রকম বাধা বিপত্তি আসুক না কেন সে পরীক্ষায় হাসিমুখে উত্তীর্ণ হওয়া। বিশেষ করে যখন সত্য প্রকাশ এক সংকটময় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং জোর জুলুমের এরূপ চক্রম বিকাশ ঘটে যে সত্য চিরতরে চাপা পড়ার আশংকা দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য সত্যের সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, দুনিয়ার বুকে সত্য তখন বিপন্ন হয় এবং তা পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবার সম্ভাবনা লুপ্ত হয়।

সত্যের বিধান কোনদিনই কোন শক্তির স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী

www.pathagar.com

হয়ে বসে থাকে না এবং তা এজন্য থেমে বা বদলে যেতে পারে না যে, সত্যের সৈনিকদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চলছে। সত্য যা তা চিরসত্য—তার সমর্থকদের অদৃষ্টে ফুল-চন্দন থাক কিংবা জলন্ত চিতা থাক। আমাদের কয়েদ করা হবে এ আশংকায় আগুন কখনও শীতল হবে না এবং বরফ কখনো তপ্ত হবে না।

মানব জাতির সাক্ষী

এ জন্যই কোরআনে মুসলমানকে বলা হয়েছে দুনিয়ায় 'সাক্ষী জাতি'। অর্থাৎ তারা সত্যের সাক্ষ্য দান করবে সর্বদা। জাতি হিসেবে এটাই তাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আর এই বৈশিষ্ট্যই তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

খোদা বলেন: "তদ্রূপ আমি তোমাদের মধ্যবর্তী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা মানব জাতির ওপর সাক্ষ্যদাতা হও।"

রসূলে খোদা বলেন:

"তোমরা দুনিয়ার বুকে খোদার সাক্ষী।" (বোখারী)

কোরআন ও হাদীসের এ ঘোষণার তাৎপর্য এই যে, তোমরা খোদার সাক্ষী হিসেবে জগতের বুকে সর্বদা সত্যের সাক্ষ্য দান করবে এবং পরকালেও সেটা তোমাদের অন্যতম কর্তব্য হবে। তাই কোন মুসলমানই সত্য প্রকাশ ও প্রচার থেকে বিরত থাকতে পারে না।

সাক্ষ্য গোপন

যদি কোন মুসলমান সত্য ঘোষণা থেকে বিরত থাকে তা হলে সে কাজকে কোরআনের পরিভাষায় 'কেতমানে শাহাদত' বা 'সাক্ষ্য গোপন' নামে অভিহিত করা হয়। এরূপ ব্যক্তি খোদার কাছে কঠিন শাস্তি লাভের যোগ্য বলে কোরআনে নির্দেশ করা হয়েছে এবং কোরআনে বারবার বলা হয়েছে যে, এই সত্য গোপনের দরুন দুনিয়ার বুকে বহু জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

খোদা বলেন:

যারা খোদার নির্দেশিত সত্য ও হেদায়াতকে যথার্থভাবে প্রকাশ

www.pathagar.com

করে দে'য়া সত্বেও গোপন করে, তাদের ওপর আল্লা'র অভিশাপ নেমে আসে এবং সকল অভিশাপকারীই তাদেরে অভিশাপ দেয়।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

"দাউদ ও ঈসা এবনে মরিয়ম ইছরাঈলদের সেসব অবাধ্য লোকের ওপর অভিসম্পাত দান করেছেন যারা সীমা লংঘন করে চলত এবং অন্যায় থেকে একে অপরকে বিরত রাখত না। তাদের সে কাজ কতই জঘন্য ছিল!"

"আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার"

তাই ইসলামের অপরিহার্য কর্তব্যগুলোর (ফরায়েজ) শ্রেষ্ঠতম কাজ হল 'আম্‌র বিল মারুফ ও নাহী আনিল্‌ মুনকার' অর্থাৎ সত্যের নির্দেশ দান ও অসত্যের প্রতিরোধ করা। কোরআনে ঈমানের জন্য যে সব কাজ অপরিহার্য বলা হয়েছে তার ভেতরে এটাতেই বেশি জোর দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব এতেই নিহিত রয়েছে বলা হয়েছে। তাদেরকে সব চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জাতি এ জন্যই বলা হয়েছে যে, তারা বিশ্বমানবকে সত্য পথের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যদি তারা তা না করে তা হলে তাদের সকল শ্রেষ্ঠত্ব লোপ পেয়ে যাবে।

কোরআন বলে ঃ

"মানব জাতির ভেতরে তোমাদের উত্তম দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তোমাদের কাজ হল সত্যের নির্দেশ দান ও অসত্যের গতি-রোধ করা।" কোরআন সত্যিকার মুসলমানের পরিচয় এরূপ দান করছে —সে সত্য প্রকাশে কাউকে ভয় করে না। পার্থিব লালসা বা ভীতি তাকে তিলমাত্র বিচ্যুত করতে পারে না। তার লালসা যদি কিছু থাকে তা খোদার প্রতি আর ভয় যদি কাউকে করে তো খোদাকেই।

এ সম্পর্কে রসূলে-খোদার (সঃ) অনেক বাণীর ভেতরে একটি এই ঃ সত্য ঘোষণা কর। অন্যায়কে বাধা দাও। যদি তা না কর তা হলে সব চাইতে নিকৃষ্ট লোক তোমাদের ওপর শাসক হয়ে বসবে। ফলে খোদার আজাব তোমাদের গ্রাস করে নেবে। তোমরা প্রার্থনা ক

www.pathagar.com

শাসক-গোষ্ঠিকে অপসারণের জন্য খোদার কাছে আকুল প্রার্থনা জানাবে। কিন্তু খোদার দরবারে তা কবুল হবে না। (তিরমিযী ও তিবরানী)

কিন্তু সে দায়িত্ব (ফরয) কিভাবে আদায় করা যেতে পারে? ইসলাম তিন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে জন্য তিনটি পদ্ধতি নির্দেশ করেছে। যেমন, রসূলে-খোদা বলেনঃ যদি তোমাদের কেউ কোন অন্যায় হ'তে দেখ, তা হলে হাত (শক্তি) দিয়ে বাধা দিয়ে সংশোধন করবে। যদি সে শক্তি না থাকে, তা হলে মুখে প্রতিবাদ জানাবে। যদি তাও সম্ভবপর না হয়, তা হলে মনে-প্রাণে তাকে ঘৃণা করবে। কিন্তু এই শেষ স্তরটি দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক। (মোসলেম)

ভারতে আমাদের এ ক্ষমতা নেই যে, শক্তি প্রয়োগ করে সরকারের অন্যায় দূর করি। তাই আমরা দ্বিতীয় স্তরের ব্যবস্থাটি গ্রহণ করেছি। অন্ততঃ মুখে বলার ক্ষমতাটুকু আমাদের রয়েছে।

ইসলামী জীবনের চার ভিত্তি

কোরআনে মুসলমানদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে চারটি ভিত্তির ওপরে দাঁড় করিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে যে, মানব জাতির সর্বাংগীন কল্যাণ ও উন্নয়ন এই চারটি ভিত্তিতেই অর্জিত হতে পারে। তা হচ্ছে ঈমান, ভাল কাজ, সত্য ও ধৈর্যের অসিয়াত।

'সত্যের অসিয়াত' মানে হল, সর্বদা একে অপরকে সত্য প্রচারের অসিয়াত করবে। 'ধৈর্যের অসিয়াত'-এর মানে হল, যে-কোন বিপদ-আপদে একে অপরকে ধৈর্য ধারণের অসিয়াত করবে। যেহেতু সত্য প্রচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল বিপদ-আপদ, তাই সত্য পালন ও প্রচারের উপদেশের সঙ্গেই ধৈর্য ধারণের উপদেশ দান করা হয়েছে।

কোরআন বলছেঃ

(আসর) ওয়াক্তের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত। হ্যাঁ, যারা ঈমান এনে ভাল কাজ করছে তারা নয়। তারা একে অপরকে সত্য ও ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ দান করে।

www.pathagar.com

তাওহীদ ও আমর বিল মা'রুফ

তাওহীদে (একত্ববাদে) বিশ্বাস রাখা হল ইসলামের মূল ভিত্তি। তাওহীদের বিপরীত হল শির্‌ক। তার প্রতি অসন্তোষ ও ঘৃণা রাখা প্রতিটি মুসলমানের স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে। তাওহীদের মর্ম হল খোদাকে তাঁর বিশেষ গুণাবলী ও অস্তিত্বে একক ও অবিসংবাদিত স্বীকার করা। শির্‌কের অর্থ হল তাঁর সে একক অস্তিত্বে ও গুণাবলীতে অন্যের অংশ রয়েছে বলে বিশ্বাস রাখা। তাই দেখা যায়, তাওহীদবাদী মুসলমানের জীবনের ভিত্তিই গড়ে ওঠে নির্ভিক সত্যানুসরণ থেকে। তাওহীদ মুসলমানকে এ শিক্ষাই দেয় যে, খোদা ভিন্ন আর কোন শক্তিকেই ভয় করতে নেই, কারু কাছে মাথা ঝুকাতে নেই। তাই একজন মুসলমানের ঈমান হচ্ছে খোদা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় না করা। যখনই সে তা করবে তখনই তাওহীদ ছেড়ে সে শির্‌ক করে বসবে। একই প্রাণে খোদার ভয় ও শ্রদ্ধার সাথে অন্য কারু ভয় ও শ্রদ্ধা একাকার করে ফেলাটা তাওহীদের মর্ম-বিরোধী।

এ জন্য ইসলাম সর্বপ্রকার নির্ভিকতা ও ত্যাগের আহ্বান জানায়। কোরআনে বহু জায়গায় বলা হয়েছেঃ মুসলিম কখনও খোদা ছাড়া কাউকে ভয় করে না এবং সর্বক্ষেত্রে সত্যানুসরণ করে। মুসলিম জীবনের মূলমন্ত্র হলঃ

খোদা ছাড়া আর কাউকে সে ভয় করেনি।

ইসলামের পয়গম্বর বলেনঃ সর্বোত্তম মৃত্যু হল সত্য প্রকাশের দায়ে জালেম শাসনকর্তার পদদলিত হয়ে মৃত্যুবরণ। (আবু দাউদ) তিনি যখন কোন মুসলমান থেকে শপথও একবার নিতেন, তখন তা হতো এরূপঃ সর্বদা আমি সর্বত্র সত্য প্রচার করব, তাতে অদৃষ্টে যাই থাকুক।

(বোখারী ও মোসলেম)

তাই দেখা যায় যে, দুনিয়ার কোন দেশে কোন জাতির ভেতরেই সত্য ভাষণ ও তার জন্য ত্যাগ স্বীকারের বেলায় মুসলমানের জুড়ি মেলে না। অথচ ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি পাতা মুসলমানদের সেই উজ্জ্বল চরিত্রটির স্বাক্ষর বয়ে চলেছে। ইসলামের আলেম, এমাম,

www.pathagar.com

দরবেশ ও মোসাল্লেফদের জীবনীগুলো আগাগোড়া সেই মহান চরিত্রের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীতে ভরপুর।

যে মুসলমানের ধর্মীয় দায়িত্বই হল সত্যের খাতিরে মৃত্যু বরণ করা তার পক্ষে ১২৪-(ক) ধারার মামলা এমন কোন ভয়ের ব্যাপার হতে পারে না। কারণ, এ ধারার উচ্চতম সাজা হচ্ছে মাত্র সাত বছরের জেল।

ইসলামে ১২৪ ধারার অস্তিত্ব নেই

ইসলামের ইতিহাসকে দুটা অধ্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছেন রাসুলে-খোদা (সঃ) এবং তাঁর চার খলীফা। এ যুগটাই সর্বতোভাবে ইসলামী হুকুমাতের যুগ। এ যুগেই ইসলামের গণতান্ত্রিক ধারাটি পূর্ণ অব্যাহত ছিল। ইরান ও রোমের রাজতন্ত্রের প্রভাব তখনও ইসলামী সাধারণতন্ত্রকে বিকৃত করতে পারেনি। ইসলামী সাধারণতন্ত্রের খলীফা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত এবং একজন সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করতেন। তিনি রাজধানীর এক জীর্ণ কুটীরে বাস করতেন এবং ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করতেন। ইসলামী হুকুমতের রাজধানীতে আমেরিকার 'হোয়াইট হাউস' ছিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায় হল একনায়কত্ব ও রাজতন্ত্রের যুগ। বনূ উমাইয়া থেকে এ যুগ শুরু হয়েছে। এ যুগে ইসলামের গণতান্ত্রিক ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের স্থলে শক্তি ও আধিপত্যের যুগ শুরু হল এখান থেকেই। রাজপরিবার থেকেই আমীর-ওমরা শ্রেণীর গোড়াপত্তন হল। ইসলামের ছিন্ন বস্ত্রধারী খলীফার আসন দখল করল শাহী তাজ ও সিংহাসন।

এতদসত্ত্বেও মুসলমানের বাক্‌শক্তি যেরূপ প্রথম অধ্যায়ে বাধামুক্ত ছিল, তেমনি অপ্রতিরোধ্য ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে শাহী ঠাঁটও তাদের বাক্-স্বাধীনতাকে হরণ করতে পারেনি। তাই আমি বলতে চাই যে ইসলামে কোন দিনই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-(ক) ধারার মত কোন ধারার অস্তিত্ব ছিল না।

ইসলামী শাসনের প্রথম অধ্যায়ে তো বাক্-স্বাধীনতার ও সত্য

www.pathagar.com

প্রকাশের এরূপ চরম বিকাশ ছিল যে, এক বৃদ্ধা রমণী তাদের খলীফাকে প্রকাশ্য ময়দানে মুখের উপর বলে দিল, "যদি তুমি ন্যায়বিচার না কর, তা হলে একেবারে শায়েস্তা করে দেব।" এ কথার জন্য তার বিরুদ্ধে খলীফা রাজদ্রোহের অভিযোগ তো তোলেননি; অধিকন্তু জাতির ভেতরে এ ধরনের সত্যপ্রিয় লোক রয়েছে বলে খোদার দরবারে তিনি শুকরিয়া আদায় করেছেন।

জুমার দিন দেশের খলীফা যখন জামে মসজিদে খোৎবা পাঠ করতে দাঁড়িয়ে বলতেন—"শোন এবং অনুগত হও"; তৎক্ষণাৎ একজন সাধারণ লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলত, "শুনবও না, অনুগতও হব না।" খলীফা প্রশ্ন করতেন, "কেন?" জবাব আসত, "তোমার দেহে যে জামা দেখছি, তাতে সমান হারে বণ্টিত কাপড়ের চাইতে বেশী কাপড় রয়েছে এবং তা আত্মসাৎ করেছ বৈ নয়।" এর জবাব দেয় খলিফার পুত্র। বলেঃ আমার অংশটুকু এবারের জন্য আব্বাকে দিয়েছি। তার ফলে দুটোতে মিলে জামা হয়েছে। জনতা শান্ত হল।

জাতির এরূপ ব্যবহার সেই খলীফার সাথে ছিল যাঁর প্রবল প্রতাপের মুখে মিশর ও ইরানের প্রাচীনতম রাজবংশের দীর্ঘস্থায়ী সিংহাসন ওলট-পালট হয়ে গেল। এতদসত্ত্বেও ইসলামী হুকুমাতে কখনও ১২৪-(ক) ধারা প্রবর্তিত হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ জোর জবরদস্তির শাসনকালে যখন মুসলমানদের মতামত প্রকাশ ও বক্তৃতা দানের অধিকার হরণ করা হল, তখনও তাদের নির্ভিক সমালোচনা ও কার্যধারার প্রবলতা এত বেশি ছিল যে, জেলের আঁধার কুঠরী, দণ্ডের কঠোর আঘাত এবং জল্লাদের সুতীক্ষ্ণ তরবারিও তা বন্ধ করতে পারেনি। রসূলে খোদার (সঃ) সাহাবিগণ যদ্দিন জীবিত ছিলেন, সেই অত্যাচারী বাদশাদের অত্যাচার সম্পর্কে জোর গলায় প্রচার করে বেড়াতেন এবং সর্বদা এই দাবীই করে চলতেন যে, দেশের শাসনকার্য জনসাধারণের পরামর্শ অনুসারে চলা উচিত এবং দেশের সরকার জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে। তাঁদের কাল পেরিয়ে যখন তাঁদেরই শিক্ষাপ্রাপ্ত তাবেয়ীনদের যুগ

www.pathagar.com

এল, তাঁরাও হবহু সাহাবীদের পদানুসরণ করলেন। তাঁরা আরও একটু এগিয়ে শাসকবৃন্দকে বললেন: ঠিক হয়ে যাও, নতুবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

যে ইমাম গাজ্জালীকে ইউরোপীয় দার্শনিকগণ 'আল্ গাজল' নামে জানেন এবং ম্যাডাম কুরী তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে ইংরেজী সাহিত্য জগতেও যাকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন, তিনি তার গ্রন্থে শুধু সেই সব নির্ভিক সাহাবী ও তাবেয়ীনদের বর্ণনা লিখে গেছেন; যাঁরা উমাইয়া খলীফা হিশাম এবনে মালেক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। মাত্র এ ক'বছরের ভেতরে যাঁরা সেই জোর-জবরদস্তির শাসনের বিরুদ্ধে নির্ভিকভাবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের ৩০ জন বিখ্যাত সাহাবী ও তাবেয়ীনের বিবরণী আমরা তাঁর গ্রন্থেই পেয়ে থাকি।

হিশাম এবনে আবদুল মালেক একদা তাউস ইয়ামনীকে ডাকলেন। তিনি এসে হিশামের নাম ধরে সালাম দিলেন। তাঁকে আমীরুল মো'-মেনীন অর্থাৎ জাতির নায়ক বলে সম্বোধন করলেন না। অথচ মুসলমান খলীফাদেরকে জনসাধারণ এ নামেই ডাকত। হিশাম যখন এর জন্য কৈফিয়ত তলব করলেন, তখন তিনি জবাব দিলেন: জাতি তোমার শাসনে সম্মতি দেয়নি। তাই তোমাকে তাদের নায়ক বলা মিথ্যা হবে। হিশাম বললেন: আমাকে উপদেশ দিন। তাউস ইয়ামানী বললেন: খোদাকে ভয় কর। তোমার জুলুমে খোদার জমীন ভরে গেছে।

মালেক এবনে দীনার রাজধানীর জামে মসজিদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতেন, "এই জালেম শাসকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের চালক করেছিলেন তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। অথচ সে হিংস্র পশুরা অধীনস্থ বকরীগুলোর গোশত খেয়ে ফেলল, লোম দ্বারা পোশাক তৈরী করল আর তাদের হাড্ডি শুধু ফেলে রাখল।

সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের মত প্রবল প্রতাপান্বিত খলীফার মুখের ওপর আবু হাশেম বললেন:

তোমার বাপ-দাদা তরবারির জোরে জাতিকে অনুগত রেখেছিল এবং জাতির মতামত ও নির্বাচন ছাড়াই কর্তা সেজে বসেছিল।

সোলায়মান বললেন: এখন কি করলে তার প্রতিকার হতে পারে? আবু হাশেম জবাব দিলেন: যাদের হক তাদেরে ফিরিয়ে দাও।

www.pathagar.com

সোলায়মান আরজ করলেন: আমার জন্য তা হলে দোয়া করুন। তিনি বললেন: হে খোদা! সোলায়মান যদি ঠিকপথে আসে, তাহলে তাকে কিছু সময় দাও। আর যদি জুলুম থেকে না ফিরে তা হলে তুমি আছ আর তার গর্দান আছে।

সাঈদ ইবনে মোসাইয়েব একজন বিখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন। তিনি জনাকীর্ণ বাজারে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে শাসকমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলতেন: তোমরা কুকুরের পেট পূর্ণ করে চলছ, অথচ মানুষ তোমাদের হাতে নিরাপদ নয়।

এসব যুগের পরেও মুসলমান আলেম ও নেতাদের সত্য প্রকাশের এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। আব্বাসীয় খলীফা মনসুরের ভয়ে মানুষ এমন কি ঘরের দরজা বন্ধ করে থেকেও কাঁপতে থাকতো। বিখ্যাত আলেম সুফিয়ান-আস-ছাওরীর কাছে তিনি আরজ করলেন: আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলুন! তিনি জবাব দিলেন: খোদাকে ভয় কর। অত্যাচার ও জোর-জুলুমে তুমি পৃথিবী পূর্ণ করে ফেলেছ।

যেই হারুন-আর-রশীদ ফ্রান্সের সম্রাট শার্লেমানকে একটি আশ্চর্য ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন এবং রোমের কায়সরকে (সম্রাট) যিনি 'গীবনের ভাষায়' "ওহে কুত্তার বাচ্চা" বলে সম্বোধন করে চিঠি লিখেছিলেন, তিনি স্বহস্তে পত্র লিখলেন সেই সুফিয়ান-আস্-ছাওরীর কাছে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে। চিঠিতে তিনি লিখলেন, "আমি সিংহাসনে আরোহণের অনুষ্ঠান পালনোপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা বিতরণ করছি। এ সময়ে আপনি আমার সাথে দেখা করলে ভাল হত।" সুফিয়ান তখন কুফার জামে মসজিদে এক বিরাট জনসমাবেশে বসে তালীম দিচ্ছিলেন। খলিফার চিঠি নিয়ে দূত সেখানে পৌঁছলে তিনি সে চিঠি হস্তে ধারণ করতে অস্বীকার করে বললেন, "যে চিঠি এক জালেমের হাত স্পর্শ করেছে, তা আমি হাতে তুলতে ঘৃণা করি।" অগত্যা দূত যখন তাকে সে চিঠি পড়ে শোনালেন, তখন তিনি সে চিঠির পিঠেই জবাব লেখালেন—"খোদার অহংকারী ভৃত্য বেঈমান হারুন জেনে রেখ, তুমি জাতীয় অর্থ-সম্পদ নিজের অভিষেকে নাহক ভাবে লুটিয়ে দিয়েছ এবং নিজের এত বড় অপরাধ

www.pathagar.com

চিঠিতে লিখে আমাদের শত শত খোদার বান্দাকে সাক্ষী রাখার দুঃসাহস দেখাচ্ছ। তাই কেয়ামতের দিন আমরা সবাই খোদার দরবারে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের জন্য শপথ নিলাম। হে হারুন! তুমি ন্যায় ও সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছ। তুমি তদস্থলে জালেম হওয়া ও জালেমের নেতৃত্ব দানকেই মংগলের ভেবেছ! তোমার কর্মচারী ও বিচারকরা খোদার বান্দাদেরকে অত্যাচারে জর্জরিত করে চলছে আর তুমি শাহী তখ্‌তে আরাম আয়েশে কাল কাটাচ্ছ।"

খলিফা হারুন-আর-রশীদ যখন এ চিঠি পড়লেন, তখন আর কান্না চেপে রাখতে পারলেন না। পরে বললেনঃ এ চিঠি সদাসর্বদা আমার সাথেই থাকবে।

কেবলমাত্র মুসলমান আলেম ও এমামদের ভেতরেই সত্যপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ ছিল না। সে যুগে প্রতিটি সাধারণ মুসলমান সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এরূপ নির্ভিক ছিলেন। আব্বাসীয় খলিফা মনসুর একদিন কাবা ঘর তওয়াফ করছিলেন। এমন সময়ে শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে দাঁড়িয়েই প্রার্থনা করে চলছেঃ হে খোদা! আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছি, জুলুম জয়লাভ করেছে। তাই সত্য ও সত্যানুসারীদের মাঝে তা বাধার সৃষ্টি করেছে। দাম্ভিক খলীফা তৎক্ষণাৎ তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কার জুলুম বাধা সৃষ্টি করেছে? সে ব্যক্তি নির্ভিকভাবে জবাব দিলঃ তোমার এবং তোমার সরকারের। হাজ্জাজ এবনে ইউসুফের সীমাহীন অত্যাচার ইসলামের ইতিহাসে চির কুখ্যাত হয়ে রয়েছে। এতদসত্ত্বেও তার ক্ষমাহীন তরবারী কখনও মুসলমানকে সত্য প্রকাশ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। হোতায়েত যখন গ্রেফতার হয়ে এল, হাজ্জাজ তাকে জিজ্ঞেস করলঃ এখন আমার সম্পর্কে তুমি কি মনে কর? সে মুখের উপর জবাব দিল, "খোদার দুনিয়ায় তুমি তাঁর সেরা দুষমণ।" হাজ্জাজ আবার জিজ্ঞেস করল, "খলীফা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?" সে জবাব দিল, "তার অপরাধ তোমার চাইতেও বেশী। তোমার অত্যাচার তো তার সীমাহীন অত্যাচারের একটা কণামাত্র।"

মামুন-আর-রশীদের যুগে এরূপ মুসলমান বর্তমান ছিল যাঁরা জোর

www.pathagar.com

গলায় দরবারে দাঁড়িয়ে বলত, "হে জালেম! আমি যদি তোমাকে যদি জালেম বলে না ডাকি তা হলে আমিও জালেম বলে গণ্য হব।"

তাতার ও ইউরোপের কেতনা

এ তো গেল ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক অধ্যায়। এ অধ্যায়ের পরেও প্রত্যেক যুগে মুসলমানদের ভেতরে সত্যনিষ্ঠার এ নজীর পাওয়া যায়। মুসলমানদের জন্য আজকের এ আন্তর্জাতিক ফেতনা কোন নতুন ব্যাপার নয়। আজকে ইউরোপ বিশেষ করে বৃটেনের কবলে পড়ে সমগ্র এশিয়া এবং ইসলামী রাষ্ট্রগুলো যেরূপ স্বাধীনতা হারিয়েছে, তেমনি ঝড়-তুফান মুসলমানদের ওপরে আরও অনেক বয়ে গেছে। ঠিক এভাবেই সপ্তদশ শতাব্দীতে তাতারী বর্বর আক্রমণের কবলে সমগ্র মুসলিম জগৎ বিপর্যস্ত হয়েছিল। ইউরোপীয় বর্বর হামলার শেষ ফল হল ওসমানী খেলাফতের অবসান ও এশিয়া মাইনরের ব্যাপক গণহত্যা। তেমনি তাতারী হামলার ফলে আব্বাসীয় খেলাফতের অবসান ও বাগদাদের ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতারীরা মানুষ ছিল না, হিংস্র পশু ছিল। এতদসত্বেও হালাকু খান, মংকু খান, আবাকান খান প্রমুখ রক্ত-পিপাসুদের যুগেও সেরূপ মুসলমানের সন্ধান মিলে যাদের জিহ্বা তাদের তরবারির চাইতে ধারালো ছিল। সিরাজের শেখ সাদীর নাম এ আদালতও শুনে থাকবে। তিনি হালাকু খানকে সামনা-সামনি জালেম বলেছিলেন। শামসুদ্দিন নিয়াযী মংকু খানের দরবারে বসে তার ধ্বংস কামনা করে প্রার্থনা করেছিলেন। শায়খুল ইসলাম আহমদ এবনে তাইমিয়া আবাকা'নকে লা'নত করে তার দরবারে পত্র দিয়েছিলেন। তাতারীদের কাছে একমাত্র বিধান ছিল নির্মমভাবে পাইকারী হারে হত্যা করা। এতদসত্বেও "তৌরাত্রে চেংগীজ খানী" বা "চেংগীজ খানের বিধান"-এ ১২৪-(ক) ধারার কোন অস্তিত্ব ছিল না।

হাজ্জাজ ও বৃটিশ

আমরা মুসলমান যখন নিজেদের সরকারের (যাদের অনুগ্রহ

www.pathagar.com

ধর্মানুরাগী আমাদের উপর অপরিহার্য) সাথে এরূপ ব্যবহার চালিয়ে এসেছি, সে ক্ষেত্রে একটি বৈদেশিক ও বিজাতীয় সরকার আমাদের থেকে কি ব্যবহার আশা করতে পারে? ইসলামের বিধান মতে যে সরকারকে মেনে চলা ফরজ ছিল সে সরকারের চাইতে আইনের চাপে মেনে নেয়া ভারত সরকার কি আমাদের কাছে অধিক সম্মান লাভের আশা করতে পারে? বৃটিশের শাহী তখ্‌ত ও লর্ড রিডিং-এর প্রতিনিধিত্ব কি আবদুল মালেক এবনে মারোয়ানের সিংহাসন ও হাজ্জাজ এবনে ইউসুফের প্রতিনিধিত্বের চাইতে আমাদের কাছে অধিক আনুগত্য দাবী করতে পারে? যদি আমরা স্বদেশী ও বিদেশী এবং ইসলামী ও 'অনৈসলামিক'-এর ভেতরকার আকাশ-পাতাল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভেদ মিটিয়েও দিই, তা হলেও আমাদের থেকে এতটুকুই আশা করা যেতে পারে যে হাজ্জাজ এবনে ইউসুফ ও খালেদ কেসরা আমাদের কাছে যে ব্যবহার পেয়েছে লর্ড চেম্‌স্‌ ফোর্ড ও লর্ড রিডিংও ততটুকু ব্যবহারই পাবে। আমরা তাঁদেরকে সেদিন বলেছিলাম: খোদাকে ভয় কর। তোমাদের অত্যাচার-অবিচারে দুনিয়া পূর্ণ হয়ে গেছে। আজও আমরা এদেরকে সে কথাই বলতে চাই।

মূলতঃ আমরা ভারতে অসহায় ও দুর্বল অবস্থায় যা কিছু করছি তার চাইতে বেশি কিছু করবার নির্দেশ রয়েছে আমাদের জাতীয় অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধেই। তাই এক বিদেশী অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে আমাদের কতখানি করা উচিত তা যদি বৃটিশ সরকার বুঝত তা হলে অবশ্যই স্বীকার করত যে মুসলমানরা তাদের ধৈর্য ও ক্ষমার শেষ সীমা ছাড়িয়েছে। ইসলামকে কোন অবস্থাতেই তারা বৃটিশের হাতে এর চাইতে অধিককাল অবমানিত হতে দিতে পারে না।

শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইসলাম দুটা পন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে দুটা ভিন্ন অবস্থাই দেখা দেয়। বৈদেশিক জোর দখল ও অত্যাচার হল একটা অবস্থা, আরেকটা অবস্থা হচ্ছে জাতীয় অত্যাচারী শাসকদের আবির্ভাব। প্রথম জুলুমের বিরুদ্ধে ইসলাম তরবারির সাহায্য গ্রহণের নির্দেশ দেয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তরবারি তো চলে না, তাই সেখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যত-

www.pathagar.com

খানি সম্ভব সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক মুসলমানই আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকবে। প্রথম পন্থা অনুসরণ করতে গিয়ে শত্রুর হাতে প্রাণ দিতে হবে এবং দ্বিতীয় নির্দেশ পালন করতে গিয়ে অত্যাচারী জাতীয় সরকারের হাতে হাজার রকমের নিগ্রহ ও শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর মুসলমানরা উভয় অবস্থার সর্বপ্রকার সম্ভাব্য বিপদ স্বীকার করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে। পরিণামে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের জয়-লাভ হবে সুনিশ্চিত। যেমন, বিগত তেরশত বৎসর অবধি মুসলমানগণ উভয় ক্ষেত্রেই সর্ববিধ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে চলছে। তারা বিদেশী শাসকদের হাতে অকাতরে মস্তক বিলিয়েছে আবার জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে ধৈর্য সহকারে সত্যের সংগ্রাম চালিয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে যেরূপ তারা সামরিক শক্তির অদ্ভুত পরিচয় দান করেছে, তেমনি দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও তারা আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের অতুলনীয় নজীর স্থাপন করেছে।

ভারতে মুসলমানেরা আজ দ্বিতীয় পন্থা অনুসরণ করে চলছে। অথচ তাদের অনুসরণ করা উচিত প্রথমোক্ত পন্থা। তাদের জন্য সামরিক প্রচেষ্টার সময় এসে গেছে অথচ তারা আন্দোলনের পন্থা নিয়েছে। তারা অহিংস আন্দোলনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে অস্ত্র প্রয়োগের পথ প্রত্যাহার করেছে। তারা এখন তাই করে চলছে যা তাদের করা সাঙ্গত মুসলমান সরকারের জুলুমের মোকাবেলায়। অবশ্য এ ধরনের কার্যসূচী গ্রহণের পেছনে ভারতের আঞ্চলিক অবস্থাও দায়ী অনেকটা। সেক্ষেত্রে সরকারের ভেবে দেখা উচিত যে, হতভাগ্য মুসলমানেরা এর চাইতে অধিক আর তাদের জন্য কি করবে? বিদেশী ও বিজাতীয় জালেম সরকারের বিরুদ্ধে যেখানে তারা অস্ত্র ধারণ করবে, সেখানে তারা শুধু কথা চালাচ্ছে, যা করতে হত জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে।

অবস্থার বিবর্তন

আমি সত্যি বলছি, আমাকে শাস্তি দানের জন্য যে মোকদ্দমা চালান হয়েছে, তার জন্য আমার বিন্দুমাত্রও অভিযোগ নেই। এ তো হবারই কথা। কিন্তু একজন মুসলমানের কাছেও আজ সত্য গোপন করার আশা করা হচ্ছে, যুগ ও অবস্থার এ পরিবর্তনটাই আমাকে সবচাইতে

www.pathagar.com

পীড়া দিচ্ছে অধিক। অদৃষ্টের পরিহাস বটে! তাই আজ একজন মুসলমানকেও বলা হচ্ছে যে, জুলুমকে জুলুম বলো না; অন্যথায় তোমার বিরুদ্ধে ১২৪-(ক) ধারায় মামলা চালানো হবে।

মুসলমানের সত্য ভাষণের যেসব বিস্ময়কর উদাহরণ তাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে তা তো এ ধরনের যে, স্বৈরাচারী শাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, আসামী সেজে জুলুমকে জুলুম বলার অপরাধে—তার এক একটা অংগ সেই অবস্থায়ই এক এক করে কেটে নেওয়া হচ্ছে—যতক্ষণ পর্যন্ত জিহ্বা কাটা হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঘোষণা করছে, জালেম শাসক। এ ঘটনা খলীফা আবদুল মালেকের সময়কার—যার শাসন আফ্রিকা হতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। তোমরা এখন সে শান্তির সাথে ১২৪-(ক) ধারাকে ওজন করে দেখতে পার।

এ বেদনাদায়ক ভাগ্য বিবর্তনের ব্যাপারে মুসলমানরা যে নিজেরাও কম দায়ী নয়, আমি তা অস্বীকার করছি না। তারা ইসলামী জিন্দেগীর সকল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বসেছে, তদস্থলে তারা গোলামী জীবনের সকল ইতরামী নিজেদের ভেতরে গ্রহণ করেছে। বর্তমান যুগের চাইতে মারাত্মক দুর্যোগ ইসলামের ওপর আর কখনো আসেনি। আমি যখন এ লাইন ক'টি লিখ্‌ছি তখন লজ্জা ও বেদনায় আমার অন্তর টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যাচ্ছে এ কথা ভেবে—ভারতে আজ এরূপ মুসলমান বাস করছে যারা ঈমানের দুর্বলতার দরুন প্রকাশ্য জুলুমেরও পূজা করে চলছে।

আজাদী অথবা মউত

তবে মানুষের অপরাধের জন্য শিক্ষার সত্যকে মিথ্যা বলা যায় না। ইসলামের শিক্ষা তার গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। সে শিক্ষা কখনো স্বীকার করে না যে আযাদী হারিয়ে মুসলমান কখনও জিন্দা থাকতে পারে। মুসলমানদের হয় স্বাধীন থাকতে হবে, নয় মিটে যেতে হবে। ইসলামে কোন তৃতীয় পন্থা নেই।

এ জন্যই আমি আজ থেকে বার বছর আগে "আল হেলাল"

www.pathagar.com

পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, স্বাধীনতার পথে তাদের ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ তাদের ইসলামী ঐতিহ্যেরই দাবী! তাদের ইসলামী দায়িত্বই হল, ভারতের মুসলিম দলগুলোকে স্বাধীনতার পেছনে লাগিয়ে দেয়া। সে আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। মুসলমানেরা আজ শপথ নিয়েছে, ভারতের অন্যান্য জাতির সাথে মিলেমিশে হলেও স্বাধীনতা হাসিল করতেই হবে; নিজের মাতৃভূমিকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে।

খেলাফত ও পাঞ্জাব

(১০) খেলাফত আন্দোলনের দায়ে পাঞ্জাবে যে পৈশাচিক জুলুম অনুষ্ঠিত হল আমি এখানে সরকারের সেই বিশ্ববিদিত বেইনসাফীর কাহিনীর অবতারণা করছি না। আমি শুধু এ স্বীকৃতিটাই দিতে চাই যে, খেলাফত প্রশ্নে পাঞ্জাবে বৃটিশ সরকার যে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড চালান আমি তার পর থেকে প্রতিটি সকাল ও সন্ধ্যায় সে সম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছি। আমি স্বীকার করি, এই সরকার যে ইসলামী খেলাফত বিধ্বস্ত করছে তা আমি সবখানে সর্বদা বলে বেড়াই এবং যে সরকার পাঞ্জাবের এতবড় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য লজ্জিত হয়ে তার প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে না তার অনুগত থাকা কোন ভারত-বাসীর পক্ষেই সমীচীন নয়। এ ধরনের শাসক, শাসক নয় বরং যুদ্ধ ক্ষেত্রের শত্রুপক্ষ।

আমি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর রাঁচীতে "নজরবন্দী" থেকে লর্ড চেমস ফোর্ডের কাছে একখানা বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলাম। তাতে আমি স্বার্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, খেলাফত ও আরব উপদ্বীপ সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি রয়েছে। আমি লিখেছিলাম: যদি বৃটিশ সরকার ইসলামী খেলাফত ও মুসলিম দেশসমূহের সাথে ওয়াদা ভংগে ব্যাপৃত হয় তা হলে ভারতের মুসলমানেরা এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হবে। সে ক্ষেত্রে তাদের সামনে শুধু দুটি রাস্তাই খোলা থাকবে। হয় তারা ইসলামের সাথে থাকবে কিংবা বৃটিশ সরকারের দলে থাকবে। স্বভাবতঃই তখন তারা ইসলামের পক্ষে

www.pathagar.com

থাকতে বাধ্য হবে।

অবশেষে হলও তাই। বৃটিশ সরকার সরাসরি ওয়াদা খেলাফ থেকে বিরত রইল না। এমন কি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর ভারত সরকার যে ওয়াদা করেছিল, তাও রক্ষা করা তারা প্রয়োজন মনে করল না। তদুপরি যে ওয়াদা স্বয়ং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী 'হাউস অব কমন্সে' বক্তৃতা প্রসংগে করেছিল তাও সামরিক ধাপ্পা বলে প্রমাণিত হল। ভদ্রলোকের বেলায় অবশ্য ওয়াদা খেলাফ অন্যায়। কিন্তু পশুবলে বলীয়ান সরকারের কাছে তার দাম কতটুকু?

এ ধাপ্পা মুসলমানদের জন্য চরম সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ইসলামের বিধান অনুসারে এরূপ সরকারের সাথে পূর্ণ অসহযোগিতাই ছিল তাদের একমাত্র পথ। অগত্যা তারা তাই করল। তারা এ অসহযোগিতা ততদিনই চালাবে যদ্দিন তাদের কাছে তাদের ধর্ম ও তার অটল বিধান কিছুমাত্রও প্রিয় থাকবে।

মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, হক ইনসাফ প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হল স্বাধীনতা অর্জন—ভারতের স্বার্থে ভারতের বুকে ভারতবাসীর সরকার কায়েম।

জুলুম নয় তো ইনসাফ?

(১১) মোট কথা, এ ব্যাপারে আমার স্বীকৃতি (একরার) পত্রিকার—দিবালোকের মতই উজ্জ্বল। বর্তমান সরকার নিছক এক অবৈধ ও স্বৈরাচারী সরকার। এ সরকার কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছা ও আকাংখার প্রতিবন্ধক—ন্যায় ও সত্যের ওপর তার মর্যাদাবোধকেই দেয় প্রাধান্য। এ সরকার জালিয়ানওয়ালা বাগ ও অমৃতসরের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডকে বৈধ ও সংগত মনে করে। এ সরকার মানুষকে পশুর মত চার পায়ে হাঁটাতে অন্যায় বোধ করে না—নিরপরাধ শিশুকে জুতাপেটা করে বেহুঁশ করে ফেলতে দ্বিধা বোধ করে না। আর তা শুধু এতটুকু অপরাধ যে, 'ইউনিয়ন জ্যাক'-কে তারা সালাম করেনি। এ সরকার ত্রিশ কোটি লোকের বারংবার আবেদনসত্ত্বেও ইসলামী খেলাফত ধ্বংসের কাজ থেকে

www.pathagar.com

বিরত হয়নি। এ সরকার স্বীয় সকল ওয়াদা একই সময়ে ভেংগে ফেলাটা আদৌ অপরাধ ভাবে না। এ সরকার স্মার্ণা ও থ্রেসকে অবৈধভাবে গ্রীসের হাতে তুলে দিয়ে মুসলিম নিধন যজ্ঞের তামাশা দেখে আনন্দ পায়।

ইনসাফকে নির্মূল করবার ব্যাপারে সরকারের দুঃসাহস ও নির্ভিকতা সত্যিই বিস্ময়কর। সত্যকে মিথ্যা বলে দিতে তার মুখ লাগামহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্মার্ণায় শতকরা আশিজন মুসলমান। অথচ বৃটিশ উজীরে আজম নির্লজ্জের মত বলেন যে, সেখানে খৃষ্টানের সংখ্যা বেশী। গ্রীক সরকার সমগ্র মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় রক্তের বন্যা বইয়েছে, অথচ তিনি তুর্কীদের অত্যাচার সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন, মিথ্যা কাহিনী রচনা করে জগতকে শোনাচ্ছেন। এমন কি স্বয়ং বৃটিশ সরকারের নিয়োজিত মার্কিন তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট গোপন করতে দ্বিধা করছে না। আশ্চর্য যে এতসব অত্যাচার ও অন্যায়ের কোন স্বীকৃতি তো তারা দিচ্ছেই না; পরন্তু সে উপলক্ষে দেশব্যাপী যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে ন্যায়ভাবেই, তাকে পদদলিত করবার কাজে সরকার আদা-জল খেয়ে লেগেছে। গত ১৮ই নভেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত দেশের প্রতিটি অংশে যে জোর জবরদস্তির তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা একমাত্র সে কারণেই। এরূপ সরকারকে "জালেম" এবং "ঠিব হও অথবা ধ্বংস হও" বলব না তো "ইনসাফকার" এবং "বেঁচে থাক" বলব? জালেমের শক্তি আছে, তার জেল আছে, সেই ভয়েই কি তার কুখ্যাতি বদলে যাবে? আমি ইটালীর স্বাধীনতা-প্রিয় মহান জোসেফ ম্যাৎসিনীর ভাষায় বলব, "তোমাদের শক্তি আছে বলেই তোমাদের অপরাধকে অস্বীকার করতে পারি না।"

এ অপরাধ অনেক দিনের···অসংখ্য

(১২) আমি অবাক হয়ে যাই যে, আমার নামে শুধু এ দুটো অসম্পূর্ণ বক্তৃতাকে ভিত্তি করে মামলা চালানো হচ্ছে কেন? আমার হাজার হাজার পৃষ্ঠা রচনা ও শত শত বক্তৃতা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিপ্লবের যে প্লাবন বইয়েছে তার থেকে সরকা কোনই পুঁজি যোগাড় করতে পারল না? আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষা

www.pathagar.com

স্বীকার করছি, পেছনের দু'বছরের বক্তৃতার সবগুলোতেই আমার এ ধরনের অপরাধ পুরোপুরি বিদ্যমান রয়েছে।

একাধারে বার বৎসর অবধি আমি আমার জাতিকে আযাদী ও ন্যায্য দাবী-দাওয়ার জন্য শিক্ষা দিয়ে আসছি। আমার আঠার বছর বয়স থেকেই আমি লেখায় ও বক্তৃতায় এ পথই অবলম্বন করে চলছি। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অর্থাৎ পূর্ণ যৌবন সম্পূর্ণভাবেই আমি এ পথে ব্যয় করেছি। এ জন্যে আমি চার বৎসর 'নজরবন্দী' জীবন যাপন করেছি। এমন কি 'নজরবন্দী' থাকা কালেও আমার প্রত্যেকটি সকাল ও সন্ধ্যা এ শিক্ষা দানের ভেতরই কেটে গেছে। রাঁচীর প্রতিটি ঘরবাড়ী আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে। সেখানেই আমার নজরবন্দী জীবনের চার বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ তো আমার জীবনের স্থায়ী উদ্দেশ্য। এ কাজের ভেতরেই শুধু আমার বেঁচে থাকা সম্ভবপর। আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন ঃ

"আমাদের নামায, কোরবান, জীবন ও মরণ সবকিছুই সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য।"

ইসলামের চরম আন্দোলন

(১৩) আমি এ অপরাধকে কি করে অস্বীকার করি যে, আমিই ভারতের বুকে ইসলামের চরম আন্দোলন সৃষ্টি করেছি। ভারতীয় মুসলমানদের ভেতরে রাজনৈতিক বিপ্লব আমিই সৃষ্টি করেছি। আর তা সে স্তরে পৌঁছিয়েছি যে স্তরে আজ সরকার দেখতে পাচ্ছে। মোটকথা, প্রতিটি মুসলমানই আজ আমার অপরাধে অংশ গ্রহণ করেছে। আমি এ আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে "আল হেলাল" পত্রিকা প্রকাশ করি। এ পত্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল তথাকথিত অপরাধ প্রচার করা। এটা নিতান্ত সত্য কথা যে, 'আল হেলাল' মাত্র তিন বছরের ভেতরে গোটা ভারতের মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনে এক বিস্ময়কর বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। এর আগে তারা তাদের হিন্দু ভাইদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিল। শুধু তাই নয়, তারা সরকারের "ভাগ কর ও শাসন কর" নীতির খপ্পরে পড়ে

www.pathagar.com

হিন্দুদের বিরোধিতার কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিল পুরোপুরি। ফলে স্বৈরাচারী সরকার তাদেরে হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহার করে চলছিল। মুসলমানদের ভেতরে এ ভয় পয়দা করে দেয়া হয়েছিল যে, ভারতে হিন্দু তিন-চতুর্থাংশ; তাই এ দেশ স্বাধীন হলে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। সেখানে সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলমানদের দুর্গতির সীমা থাকবে না। "আল হেলাল" পত্রিকা তাদের সে ভুল ভাঙ্গাল। তাদেরে শেখাল সংখ্যার শক্তি ভুলে ঈমানের শক্তির ওপর নির্ভর করতে এবং নির্ভয়ে হিন্দুদের সাথে মিলে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। এর ফলেই আজ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত খেলাফত ও অসহযোগিতা আন্দোলন গড়ে উঠেছে। স্বৈরাচারী সরকার বেশিদিন এ আন্দোলন বরদাস্ত করতে পারল না। তাই প্রথমে "আল হেলাল" পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করল। এরপরে যখন আমি "আল বালাগ" নাম দিয়ে সে উদ্দেশ্যে আরেকটা পত্রিকা বের করলাম, তখন সরকার অগত্যা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমাকে নজরবন্দী করে রাখল।

আমি আদালতকে আজ জানাতে চাই যে, "আল হেলাল" ভারতের জনসাধারণকে "আযাদী অথবা মউত"-এর আহ্বান জানিয়েছিল। ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে "আল হেলাল" যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও নীতি প্রবর্তন করল তা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এতটুকু বললেই যথেষ্ট যে, হিন্দুদের ভেতরে মহাত্মা গান্ধী যে নতুন ধর্মীয় চেতনা ফুঁকে দিয়েছে "আল হেলাল" মুসলমানদের ভেতরে সে ব্রতই পালন করছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে "আল হেলাল" সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। এটা বেশ আশ্চর্যের সাথেই লক্ষ্য করার ব্যাপার যে, হিন্দু ও মুসলমানের ভেতরে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহ লোপ পেয়ে স্ব-স্ব ধর্মীয় চেতনা প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তখনই স্বাধীনতা আন্দোলন দৃঢ়ভাবে দানা বেঁধে উঠল।

খেলাফত সম্মেলন

(১৪) চার বছর নজরবন্দী রেখে ১৯২০ সনের ১লা জানুয়ারী আমাকে মুক্তি দে'য়া হল। সে থেকে এই গ্রেফতারী পর্যন্ত আমার

www.pathagar.com

প্রতিটি মুহূর্তই তথাকথিত অপরাধের কাজে ব্যয় হয়েছে। ১৯২০ সনের ২৮শে ও ২৯শে ফেব্রুয়ারী কোলকাতা টাউন হলে খেলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মুসলমানরা হতাশ হয়ে এ কথা ঘোষণা করে:

"যদি বৃটিশ সরকার খেলাফত আন্দোলনের দাবী-দাওয়া মেনে না নেয় তাহলে মুসলমানরা ইসলামের বিধান অনুসারে তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হবে।"

আমি সে সম্মেলনে সভাপতি ছিলাম। আমার দীর্ঘ ভাষণে এ দুটো বক্তৃতায় যা কিছু অসম্পূর্ণ অপরাধ দেখান হয়েছে তা বিস্তারিত ভাবেই বর্ণনা করা হয়েছিল।

সৈন্য বিভাগ ও অসহযোগ

আমি সে ভাষণে ইসলামের বিধান ব্যাখ্যা করে মুসলমানদেরে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে, মুসলমানদের ধর্মীয় ফরজ হল বর্তমান সরকারের সাথে সর্বপ্রকারের সহযোগিতা বর্জন। অর্থাৎ যে কোন ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহযোগিতা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া। একেই সম্পর্ক বর্জন বলা হয়েছে এবং এটাই পরে অসহযোগ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে—গান্ধীজি তারই নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন।

এ সম্মেলনে সৈন্য বিভাগে মুসলমানদের চাকুরী গ্রহণকে ইসলামের বিধান মোতাবেক অবৈধ ঘোষণা করে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে। কারণ, সরকার ইসলামী খেলাফত ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। 'করাচী প্রস্তাব'ও এ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই গৃহীত হয়েছিল। তাই আমি বারংবার সংবাদপত্রে ও বিভিন্ন বক্তৃতায় প্রকাশ করেছি যে, 'করাচী প্রস্তাব' মূলতঃ আমিই জন্ম দিয়েছি। প্রথমে কোলকাতা, পরে বেরিলী ও তৎপর লাহোরে আমারই সভাপতিত্বে এ প্রস্তাব তিনবার গৃহীত হয়েছে। সুতরাং এ অপরাধে প্রথম অভিযুক্ত হওয়ার অধিকার আমার—অন্য কারোর নয়।

আমি আমার ভাষণকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছি। তার ইংরেজী অনুবাদও বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। সেটাও আমার অপরাধের একটা লিপিবদ্ধ দলীল বটে।

www.pathagar.com

গোটা জীবনই ১২৪-ক

(১৫) আমি গত দু'বছরে একাকী ও মহাত্মা গান্ধীর সাথে সারা ভারতে বারংবার ঘুরেছি। এমন কোন শহর ভারতে নেই যেখানে আমি খেলাফত, স্বরাজ ও অসহযোগ আন্দোলনের ওপর বক্তৃতা দিই নাই। আর এ দুটো বক্তৃতার যা কিছু উদ্ধৃত করা হয়েছে তা সবই আমি সে বক্তৃতায় বলেছি।

১৯২০ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে খেলাফত সম্মেলনের অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সনের এপ্রিল মাসে বেরিলীতে জমিয়তে ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গত অক্টোবরে আগ্রায় ইউ. পি. প্রাদেশিক খেলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নভেম্বরে লাহোরে নিখিল ভারত জমিয়তে ওলামা সম্মেলন বসে। এ সব সম্মেলনে আমিই সভাপতি ছিলাম। এসব সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে আমি এ দু'টো বক্তৃতার সব কথাই বলেছিলাম। এমন কি এর চাইতেও অনেক মারাত্মক অধিকতর কথা সুস্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে বলেছিলাম।

যদি এ দু'টো বক্তৃতায় আমার ১২৪-ক ধারার অপরাধ দেখা দিয়ে থাকে তা হলে বুঝলাম না যে, সেসব বক্তৃতায় এ অপরাধ দেখা দিল না কেন? আমি তো এ অপরাধ এতো অধিক করেছি যার সংখ্যা নির্ণয় আমার পক্ষে কঠিন ব্যাপারই বটে। তাই আমার বলতে হয়, বিগত জীবনে আমি ১২৪-ক ধারা ছাড়া অন্য কোন কাজই করিনি।

অহিংস ও অসহযোগ

(১৬) আমরা আযাদী ও অধিকার আদায়ের জন্য অহিংস ও অসহযোগ নীতি অবলম্বন করেছি। আমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শক্তি দাঁড়িয়ে আছে সর্বশক্তি নিয়ে আমাদের পর্যুদস্ত করবার জন্য। আমাদের ভরসা শুধু খোদা এবং আমাদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও কোরবানীর অনন্ত শপথ। গান্ধীর মত আমাদের এ বিশ্বাস নয় যে, কোন ক্ষেত্রেই হাতিয়ারের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ব্যবহার করা চলবে না। ইসলাম যে ক্ষেত্রে হাতিয়ার ব্যবহারের অনুমতি দান করেছে, খোদার ন্যায় বিধান রূপেই

www.pathagar.com

আমি তা বিশ্বাস করি। সাথে সাথে ভারতে বর্তমান অবস্থায় যে ধরনের আন্দোলন সম্ভবপর সে ব্যাপারে আমি গান্ধীর সাথে একমত রয়েছি। তার এ ব্যাপারে যেসব দলীল বা যুক্তি রয়েছে তাও আমি মেনে নিয়েছি। আমারও বিশ্বাস যে, ভারতের স্বাধীনতা অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমেই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। ফলে, সে সাফল্য হবে চরিত্র ও ঈমানের জন্য।

এজন্য আমি দেশবাসীকে সর্বদা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সৃষ্টির জন্য শিক্ষা দিচ্ছি এবং তাকেই আমি সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি বলেছি। আমার সকল বক্তৃতায়ও আমি জনতাকে ধৈর্য সহকারে কাজ আদায়ের জন্য উপদেশ দিয়েছি। আমি সেসব মুসলমানদের অন্যতম, যারা ঠিকভাবেই বলতে পারে যে, যদি তারা ঠিকভাবে ও শান্তিপূর্ণভাবে মুসলমানদের আন্দোলনে পরিচালিত না করত, তা হলে খেলাফত সমস্যা নিয়ে এরূপ মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হত, যা ভারতের বুকে কেবলমাত্র মালাবারেই দেখা গিয়েছে।

গোয়েন্দা-রিপোর্টার

(১৭) যখন আমি আমার দু'টা বক্তৃতার সেসব অংশ সংশোধন করে দিয়েছি যাহারা অভিযোগ ভালরূপে প্রমাণিত হতে পারে, তখন গোয়েন্দাদের পেশ করা রিপোর্ট সম্পর্কে মোটামুটি দু' একটা কথা বলা অন্যায় হবে না।

গোয়েন্দা বিভাগের সাক্ষীরা বলছে, আমার বক্তৃতা তারা নকল করেছে আবার 'ইংগিত-লিপিকার' দ্বারা তা লিখিয়েছেও। যা এখানে পেশ করা হয়েছে তা 'ইংগিত-লিপিকারদের' রিপোর্ট। কিন্তু সে রিপোর্ট এতই বিকৃত যে কতিপয় নাম ও স্থান সম্পর্কে যদি তাতে উল্লেখ করা না হত, তা হলে আমার বুঝাই মুশকিল হত যে এ আমার বক্তৃতা। সে রিপোর্ট সত্যিই একখানা বস্তু—আসল থেকে দূরে—বহুদূরে তা সরে পড়েছে। অবশ্য আমার সে বস্তু চিনবার সাধ্যি আমারই নেই। শুধু অসংলগ্ন, অর্থহীন ও বিক্ষিপ্ত কতগুলো লাইন। ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের সাথে তার কোনই সম্পর্ক নেই। পরিচ্ছন্ন

www.pathagar.com

বোঝা যায়, রিপোর্টার বক্তৃতা বুঝতে ও লিখতে অক্ষম ছিল। তাই মাঝে মাঝে লাইনের পর লাইন এমন কি পংক্তির পর পংক্তি হজম করে চলে গেছে। এক শব্দের সাথে অন্য শব্দের এবং এক বাক্যের সাথে অন্য বাক্যের কোন যোগ থাকা প্রয়োজন আছে বলে সে বেচারা মনে করেনি। আর যেসব শব্দের বানান সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে তার পছন্দমত জ্ঞাত বানানের শব্দে রূপান্তরিত করে নিয়েছে। ফলে গোটা বাক্যই অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা বিকৃত অর্থ ধারণ করেছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমি ১লা জুলাইয়ের বক্তৃতায় বিখ্যাত ফরাসী কবি ও সাহিত্যিক ভিক্টর হিউগোর কথা উদ্ধৃত করেছিলাম :

"আবাদীর বীজ কখনও অঙ্কুরিত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত জুলুমের বারি বর্ষিত না হয়।"

ইংগিত-লিপিকার 'জুলুম' শব্দের স্থলে লিখেছেন 'ধরম' (ধর্ম), যা এখানে নিতান্তই অপ্রাসংগিক ও অর্থহীন। অবশ্য জুলুম ও ধরম শুনতে হয় তো কাছাকাছি হবে।

অন্য একখানে লেখা হয়েছে, "তারা জেলখানায় বিপদকে বরবাদ করেছে।" এখানেও 'বিপদকে বরবাদ করা' নেহাৎ অর্থহীন। সম্ভবতঃ সেখানে আমি বলেছিলাম, "তারা জেলখানায় বিপদকে বরদাশত করেছে।" যেহেতু রিপোর্টারের সাধারণ জ্ঞানের অভাব রয়েছে, তাই বরদাশত ও বরবাদের শ্রুতিভ্রমে পড়ে উভয়ের পার্থক্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে।

উর্দু সংক্ষেপ-লিপিকার

মূলতঃ উর্দু সংক্ষেপ-লিপির নিয়ম পদ্ধতি ও লিপিকারের অযোগ্যতা এ দুটোই এসব গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছে। ১৯০৪ সনে লক্ষ্ণৌর ক্রিশ্চিয়ান কলেজের দু'জন অধ্যাপক উর্দু সংক্ষেপ লিপির নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাদের অন্যতম হলেন মির্জা মোহাম্মদ হাদী বি. এ.। আমি সে সময়ে লক্ষ্ণৌ-এ ছিলাম। তাই আবিষ্কর্তাদের সাথে বারংবার আলাপ

www.pathagar.com

আলোচনা ও তাদের আবিষ্কারকে ভালভাবে বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি জানি যে, তারা ইংরেজী 'শর্ট হ্যাণ্ড' পদ্ধতিকেই সামান্য রদ-বদল করে গ্রহণ করেছেন। তাই তা উর্দু শব্দ ও বয়ান পুরোপুরি ঠিক রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। স্বয়ং আবিষ্কর্তারাও এ ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন। তবে তাঁরা ধারণা করতেন যে, সংক্ষেপ-লিপিকারের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও স্মরণশক্তি সে অভাব মিটিয়ে নেবে। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, তাদের ধারণা ভ্রান্ত ছিল।

যুক্ত প্রদেশ সরকার পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে দু'জন সাব-ইনস্পেক্টারকে তা শিক্ষা দেন। তারা তার বাস্তব পরীক্ষার জন্য যে দুটো বক্তৃতা নোট করেছিল, তা আমার এবং মরহুম শিবলী নো'মানীর বক্তৃতা ছিল। আমরা আঞ্জুমানে ইসলামের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। আমার পরিষ্কার মনে আছে যে, আল্লামা শিবলী নো'মানী প্রত্যেক মিনিটে ৬০টি শব্দ ব্যবহার করে তার বক্তৃতা চালিয়েছিলেন। আর আমার বক্তৃতায় প্রতি মিনিটে ৮০ থেকে ১০ শব্দ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল। সংক্ষেপ লিপিকারদের মত তাই ছিল। স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ আর তেমন দ্রুত বক্তৃতা ছিল না। এতদসত্ত্বেও তারা যখন এ বক্তৃতা নকল করে মূল বক্তৃতার সাথে মেলালো তখন দেখা গেল যে তাতে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, এর পরেও বহুবার আমার বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করাবার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু সর্বদা একই ফল দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে বলা যায় যে, আগ্রার খেলাফত সম্মেলনে আমার সভাপতিত্বের ভাষণ সাইয়েদ গোলাম হোসেন নামক বিখ্যাত সংক্ষেপ-লিপিকার লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সে বেচারা বহু বছর অবধি ইউ. পি. সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে এই দায়িত্বে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেছিল। সেও যখন তার সে রিপোর্ট তৈরী করে এনে আমাকে দেখালো, তখন তার ভেতরে প্রচুর ভুল দেখা গেল। এমন কি সে রিপোর্টটি একেবারেই অসম্পূর্ণ ছিল।

এ তো গেল নিয়ম পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা। এর পরে যদি আবার সংক্ষেপ-লিপিকারের অযোগ্যতা এসে যোগ হয় তা হলে তাতে এমন অঘটন দেখা দেয় যে, তা যে কোন মানুষের কথাকে যা তা করে

www.pathagar.com

ফেলতে পারে। কোলকাতা ও বাংলা দেশের বিশেষ পরিস্থিতি লিপিকারকে আরও বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। এখানকার দেশী কিংবা ইউরোপীয়ান কর্তারা উর্দু আদৌ জানেন না। এমন কি সাধারণ-ভাবেও তারা তা বলতে অপারগ। তাদের মতে কেউ যদি ইংরেজী ভিন্ন অন্য কোনরূপ আওয়াজ মুখ থেকে বের করে সেই একজন উর্দু স্কলার। ফল দাঁড়াল এই যে, তারা এমন সব জাঁদরেল উর্দু স্কলারকে গোয়েন্দা বিভাগে সংক্ষেপ-লিপির কাজে নিয়োগ করলেন যারা হামেশাই আমাদের তামাশার পাত্র ছিল।

আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, কোলকাতার পুলিশ ও বিচার বিভাগে উর্দু বলবার বা বুঝবার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কেউ নেই। এ ধারণাটা যদি আদালত বিন্দুমাত্রও অনুধাবন করতেন তা হলে বুঝতে পারতেন যে এখানকার পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ আমার ব্যাপারে যে রিপোর্ট পেশ করেছে তা কতখানি নির্ভরযোগ্য। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, আদালতের প্রহসন আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

প্রাচ্য-সাহিত্য ও সরকারী জ্ঞান-সূত্র

এ কথা না বললেও চলে যে, আমি আত্মরক্ষার জন্য সাক্ষীদের অসারতা পতিপন্ন করছি না। আমি তো অপরাধ পুরাপুরি স্বীকার করে নিয়েছি। আমার উদ্দেশ্য দু'টা সত্য প্রকাশ করা। প্রথম, যেসব সরকারী মামলা উর্দু লেখা ও বক্তৃতাকে ভিত্তি করে চালানো হয়, তার প্রমাণ-সূত্র কত দুর্বল ও নির্ভরের অযোগ্য তা দেখান। দ্বিতীয়, ভারতের স্বৈরাচারী শাসনের ব্যর্থতা ও অসামঞ্জস্য প্রমাণ করা। এ সরকার দীর্ঘ দেড়শত বছর পর্যন্ত এ দেশ শাসন করেও এতটুকু যোগ্যতা অর্জন করেনি যে, এ দেশের ভাষা থেকে সঠিক উপায়ে জ্ঞান ও খবরাখবর হাসিল করে।

আমার মনে পড়ে, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমাকে যখন নজরবন্দী করা হল এবং বিহার সরকারের অফিসার ও পুলিশ বিভাগের কর্তারা (যারা বাংলার চাইতে উর্দুর সাথে কিছুটা বেশি সম্পর্ক রাখে) আমার ব্যাপারে অনুসন্ধান কার্য চালাতে এল, তারা আমার সকল গ্রন্থাবলীই বিপজ্জনক

www.pathagar.com

ভেবে বিশেষ সতর্কতার সাথে হস্তগত করল। এ সব কিতাবই আরবী ও ফার্সিতে লেখা ছিল এবং তা ছিল ইতিহাস, ফেকাহ শাস্ত্র ও দর্শনের—সেসব কিতাব যা হর-হামেশা বাজারে বেচা-কেনা হয়ে থাকে। তার মধ্যে শুধু "মোতালেবে আলিয়া" নামক একখানা কিতাব হাতে লেখা ছিল। সেটাকে তারা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্মক ভেবেছিল। মজার ব্যাপার এই যে, সে কিতাবগুলোর তালিকা আবার ডেপুটি কমিশনারের অনুরোধে আমাকেই প্রস্তুত করতে হয়েছিল। কারণ, সেই অনুসন্ধান বিশারদ কমিশনের একজন সদস্যও এতটুক যোগ্যতা রাখতেন না যে, বড় বড় অক্ষরে লিখিত কিতাবের নামটা পর্যন্ত উদ্ধার করতে সমর্থ হন।

আমি চার বছর নজরবন্দী থেকে আমার চিঠিপত্র সেন্সারের ব্যাপারটি নিজেই আঞ্জাম দিয়েছি। যেসব সরকারী অফিসারকে সে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল তারা এতই যোগ্য পুরুষ ছিলেন যে, সাধারণ উর্দুতে লেখা চিঠিপত্র বুঝবার শক্তিও তাঁদের ছিল না। অধিকাংশ সময়ই তাঁরা আমার যে কোন ডাক শুধুমাত্র দস্তখত দিয়েই পাঠিয়ে দিতেন এবং রাত্রে এসে আমার কাছ থেকে তার অনুবাদ করিয়ে নিতেন।

আমি যখন রাঁচিতে বসে এভাবে নিজের চিঠির নিজেই অনুসন্ধান কার্য চালাচ্ছিলাম, তখন সিমলা ও দিল্লীর শাসকরা এই ভেবে গর্ব বোধ করছিলেন যে, তাঁদের প্রধান শত্রুকে এবার বেশ কাবুতে ফেলে অকর্মণ্য করে রেখেছেন।

এখনও আমার কতিপয় পাণ্ডুলিপি কোলকাতার পুলিশদের হাতে রয়েছে। তার ভেতরে সব চাইতে অপরাধের বস্তু হল ইতিহাস, কোর-আনের তাফসীর ও সাহিত্য রচনাবলী।

আমি এখানকার আরবী অভিজ্ঞ লোকদেরে কিছুটা আনন্দের খোরাক দানের জন্য কেবলমাত্র সেগুলোর কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি যেগুলো অত্যন্ত মারাত্মক পুস্তক ভেবে পুলিশ সিমলায় প্রেরণ করেছে এবং আমার অন্যান্য কাগজ-পত্রের ন্যায় সেগুলোও চার্লস ক্রিওলিওর নির্দেশক্রমে অনুসন্ধানের শিকারে পরিণত হয়েছে। কিতাবগুলোর নাম হল এই : ফত্হুল জাদীর (শরহে হেদায়া), তবাক্বাতেশ শাফেয়ীয়া

www.pathagar.com

সবকী, এযালাতুল খাফা, কিতাবুল উম্ম (এমাম মালেক সংকলিত), মোত্তালেবে আলীয়া (ইমাম রাযী প্রণীত), শরহে হেকমাতুল আশরাক, শরহে মোসান্নামুস্ সবুত, বহরুল উলুম—কিতাবুল মুস্তাসফা, কিতাবুল জমগ, ইত্যাদি।

আসল কথা এই যে, কোন কিতাব থেকে অপরাধ প্রমাণ করতে গিয়ে তা ভালভাবে অবহিত না থাকলে কোন আদালতই ইনসাফ কায়েম রাখতে পারে না। অর্থাৎ যে কিতাব থেকে অপরাধ প্রমাণ করতে হবে সে কিতাবের ভাষাভিজ্ঞ ভিন্ন অন্য কেউ যথার্থ অপরাধ নির্ণয় করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু বর্তমান স্বৈরাচারী সরকার বৈদেশিকও। তাই সর্বত্র বিদেশী শাসনের কুফল সক্রিয় রয়েছে। আদালত ভারতের এবং ভারতবাসীর জন্য। কিন্তু তার ভাষা হল বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের এবং তা সাধারণতঃ এমন সব লোকদ্বারা গঠিত দেশের কোন ভাষার একটা শব্দ সম্পর্কেও যাঁরা জ্ঞান রাখেন না।

এ কারণেই আজ এ সরকারের কাছে আমরা কিছুই দাবী করছি না। তাদের কাছে শুধু একটা দাবীই করছি যে, যতশীঘ্র সম্ভব তারা তাদের চাইতে হকদারদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যাক।

এ পরিস্থিতি স্বাভাবিক

(১৮) আমি শুরুতে যা বলে এসেছি শেষেও তা আবার বলছি। সরকার আজ যে ব্যবহার আমাদের সাথে করছে, তা অস্বাভাবিক নয় আদৌ। এ জন্য তাদেরে বিশেষভাবে দোষ দেবারও কিছু নেই। জাতীয় জাগরণের মুখে ভেসে যেতে উদ্যত যে কোন বৈদেশিক সরকারের পক্ষে শেষবারের মত আঁকড়ে থাকার প্রচেষ্টায় এতটুকু জোর জবরদস্তির আশ্রয় গ্রহণ নেহাৎ স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা তাদের সহজাত বৃত্তিতেই পরিণত হয়ে থাকে। তাই আমাদের এ আশা করা ভুল হবে যে ভারতবাসীর খাতিরে মানুষের সে চিরন্তন স্বভাব বদলে যাবে।

এই স্বাভাবিক দুর্বলতা ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী উভয়ের ভেতরেই একভাবে দেখা দেয়। দুনিয়ায় এরূপ ক'জন লোক পাওয়া যায় যারা নিজের অধিকৃত অপরের হককে নাহক ভেবে ফিরিয়ে দেয়?

www.pathagar.com

দেশভাবনার জন্য বড় একটা দেশের স্বার্থ ছেড়ে যাবে কেউ, এ আশা কি করে পোষণ করা যায়? শক্তিমান কখনও একটা ব্যাপার এজন্য মেনে নেয় না যে তা খুবই যুক্তিপূর্ণ ব্যাপার। শক্তি তো শক্তিরই প্রতীক্ষা করতে থাকে। যখন তার বিরুদ্ধে অন্য শক্তি মাথা তুলতে সক্ষম হয় তখনই যে কোন গুরুতর দাবী-দাওয়াও সে মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাই সেদিনের অপেক্ষা করতে হবে।

আমি স্বীকার করি যে, এরূপ ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য স্বৈরাচারী শাসকের অত্যাচারের যে ইতিহাস আমরা দেখতে পাই সে তুলনায় আমাদের দেশে এ জোর-জুলুম কিছুই নয়। অবশ্য এ কথাও বুঝি যে এ দেশে এখনও ত্যাগের সে মুহূর্ত দেখা দেয়নি এবং জুলুমও চরম রূপ ধারণ করেনি। সেজন্য ভবিষ্যৎ সামনে রয়েছে।

এ বিরোধ যেভাবে একই ধারায় সুরু হয়েছে, তেমনি একই ধারায় তা শেষ হবেই। আমি জানি যে, যদি আমাদের আবাদী ও ন্যায় অধিকারের সংগ্রাম ন্যায্য হয় এবং সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়, তা হলে এই সরকারই আজ যেরূপ আমাদের অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদেরকে দেশ-প্রেমিকতার জন্য অভিনন্দন জানাতে বাধ্য হবে।

বিদ্রোহ

(১৯) আমার নামে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে। কিন্তু আমাকে রাজদ্রোহের অর্থ বুঝতে দাও। বিদ্রোহ কি সেই স্বাধীনতা আন্দোলনকে বলা হয় যা আজ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি? যদি তাই হয় তা হলে আমি সে অভিযোগ স্বীকার করি। কিন্তু সাথে সাথে এ-ও মনে করিয়ে দিতে চাই যে তার নাম দেশ-প্রেমও বটে—যা মর্যাদার অধিকারী বৈ নয়। হ্যাঁ, শর্ত হচ্ছে যে তা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া চাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি যে, আজ বৃটিশ সরকার ডি ভ্যালেরা এবং ফ্রিয়াফথের জন্য কি কি খেতাব উপঢৌকন দিচ্ছেন?

এই আয়ার্ল্যাণ্ডের পার্ণেল একদিন বলেছিল, 'আমাদের কাজকে সর্বদা প্রথমে 'দেশদ্রোহ' ও শেষে 'দেশপ্রেম'-এর পবিত্র সংগ্রাম বলে মেনে নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

ন্যায়ের বিধান

(২০) আমি মুসলমান। আমার যে কোন প্রতীতির জন্য শরী-য়াতের বাণীই যথেষ্ট। কোরআন বলে: যেভাবে বস্তু-জগতে 'প্রকৃতির নির্বাচন' ও 'যোগ্যতরের স্থান'-এর বিধান চালু রয়েছে, ঠিক তেমনি বিশ্বাস ও আমলের জগতেও এ বিধান কাজ করছে। পরিণামে সত্য ও ন্যায়ের জয় অনিবার্য, তাই তা বেঁচে থাকবার অধিকারী। অসত্যই মিটে যায়। তাই যদি কখনও ন্যায় ও অন্যায়ের মোকাবেলা হয়, তা হলে বিলম্বে হলেও শেষ পর্যন্ত জয়মাল্য ন্যায়ের গলদেশেই শোভা বর্ধন করে।

কোরআন বলে: "পৃথিবীতে সে বস্তুই বেঁচে থাকবে যা কল্যাণকর, অকল্যাণের সবকিছুই লয় পাবে।"

এ জন্য কোরআনে 'সত্যের' পরিভাষা হল 'হক'। যার অর্থই হল স্থির ও স্থায়ী থাকা। পক্ষান্তরে, মিথ্যা ও অন্যায়ের নাম 'বাতেল'—যার অর্থ হচ্ছে মিটে যাওয়া। যেমন কোরআনে রয়েছে: "সত্য এসেছে, মিথ্যা মিটে গেছে, নিশ্চয়ই 'বাতেল' মিটবার বস্তু।"

তাই আজ যা কিছু হচ্ছে এর মীমাংসা ভবিষ্যৎই করবে। ইনসাফ বেঁচে থাকবে এবং জুলুম মিটে যাবেই। আমরা আগামী-দিনের বিচারে আস্থাবান। অবশ্য এটা স্বাভাবিক যে, মেঘ দেখে বৃষ্টির আশা করা যায়। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, মৌসুম পরিবর্তনের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। আক্ষেপ সেই চক্ষুগুলোর জন্য, যেগুলো এসব লক্ষণ স্পষ্ট দেখতে পেয়েও অস্বীকার করে চলছে।

আমি এখানে পেশকৃত বক্তৃতায় বলেছি যে, জুলুমের বর্ষণ ছাড়া স্বাধীনতার বীজ গজায় না। এখন দেখছি যে, সরকার সেই পানি বর্ষণের কাজই করে যাচ্ছে।

আমি তাতে আরও বলেছি: খেলাফত আন্দোলনকারীদের গ্রেফতা-রীতে কেন অসন্তোষ দেখা দেবে? যদি তোমরা সত্যিকারের ইনসাফ ও স্বাধীনতা কামনা কর, তা হলে জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত থাক। আলীপুর জেলকে এমনিভাবে ভরে ফেল যে তার কোন কোণায় যেন চোর স্থান না পায়।

www.pathagar.com

মূলতঃ স্থান বাকীও নেই সেখানে। প্রেসিডেন্সী এবং সেন্ট্রাল জেলের অধিকাংশ স্থান সাধারণ কয়েদীদের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তবুও স্থান সংকুলান হচ্ছে না। তাই সরকারকে নতুন জেলখানা তৈরী করতে হয়েছে। তাও দেখতে না দেখতে ভরে যাচ্ছে। আমাদের স্থান দানের জন্য অসংখ্য কয়েদীকে মুক্তিদান করা হয়েছে। কিন্তু তার দ্বিগুণ নতুন কয়েদী ঢুকেছে। তাই এখন নতুন নতুন জেলখানা তৈরী করা হচ্ছে।

সরকারী উকীল, পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেট

(২১) আমার 'জবানবন্দি' শেষ করার আগে আমার দেশী ভাইদের সম্পর্কে দু' একটা কথা বলতে চাই। বিশেষ করে যারা সরকারের নেমক খেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের কথাই বলতে যাচ্ছি। আমি একস্থানে বলে এসেছি যে, 'সি. আই. ডি.'-দের কাজ মূর্খতা ও অজ্ঞতার সমাবেশ বৈ নয়। তা আমি অসংখ্য মামলার থেকে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছি। এতদসত্ত্বেও আমি স্বীকার করি যে, কেবলমাত্র রিপোর্ট প্রণয়নের ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারী পুলিশদের কাজে আর কোথাও ত্রুটি দেখতে পাইনি। তারা সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে আদৌ ভুল বলেনি। এমন কি রিপোর্ট প্রণয়নের ব্যাপারেও অজ্ঞতাজনিত ভুল ছাড়া তাদের কোন অন্যায় আমি দেখতে পাইনি। অবশ্য দু' এক স্থানে মনে হয় যেন কিছুটা ইচ্ছাকৃত অপরাধ তারা করেছে। যেমন, যেসব স্থানে আমি জনসাধারণকে 'আমান' রক্ষা করে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছি, সেখানে 'ঈমান' রক্ষা করে আন্দোলনে অংশ গ্রহণের কথা লেখা হয়েছে। ফলে অর্থ বিকৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাও তাদের অযোগ্যতা ও অজ্ঞতার ফল মাত্র।

তবে এ কথা সত্য যে, তারা যে উদ্দেশ্যে ও যেভাবে এসব কাজ করছে তা নিতান্তই অপরাধমূলক। সাথে সাথে আমি তাদের বাধ্য-বাধকতার কথাও বুঝি। বেচারারা কয়েকটা টাকার খাতিরে এরূপ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে সবখানেই সত্যের উর্ধ্বে স্থান দেবার মত মনোবল তারা হারিয়ে ফেলেছে। তাই তাদের কাজে আমি আদৌ দুঃখিত

www.pathagar.com

বা ক্ষুব্ধ নই। আমি সরল অন্তরে তাদের যা কিছু অপরাধ ক্ষমা করে দিচ্ছি এবং দোয়া করছি যে, আল্লাহ্ তা'লাও যেন তাদেরে ক্ষমা করেন।

এ মোকদ্দমায় যেসব সরকারী উকীল কাজ করেছেন তারা সবাই আমার স্বদেশী ভাই। তাদের আন্তরিক মতামত আমি জানতে পারি-নি। শুধু মজুরী নিয়ে তারা সরকারের কাজ করে যাচ্ছেন। তাই তাদের ওপর আমার কোন রাগ বা দুঃখ নেই। অবশ্য আমি তাদের জন্য আমাদের প্রিয় রসুলের মতই দোয়া করছি: হে খোদা! তাদেরে পথ দেখাও। তারা বুঝে না যে কি কাজ করছে তারা। সমাধান দাও। তুমিই একমাত্র সমাধানকারী।

আমি ম্যাজিষ্ট্রেটদের সম্পর্কেও কিছু বলতে চাই। তাঁদের হাতে যত অধিক সাজা রয়েছে তা যেন তারা আমাকে দিতে মোটেও ইতস্তত না করেন। তাতে আমি আদৌ দুঃখিত হব না এবং সে ব্যাপারে কখনও কোন অভিযোগ উত্থাপন করব না। আমার ব্যাপারটা গোটা মেশিনের কাজের মত। কোন বিশেষ যন্ত্রের নয়। আমি জানি যদ্দিন সমগ্র মেশিনটা না বদলাবে, তদ্দিন তার কোন অংশই অন্যরূপ কাজ করতে পারবে না।

ইতালীর 'গাডিনিউ ব্রোনো' আমারই মত আদালতে দাঁড়িয়ে যা বলেছিলেন আমি আজ তাই বলে 'জবানবন্দি' শেষ করছি: যত অধিক সাজা দেয়া সম্ভব, বিনা দ্বিধায় দাও। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, সাজার হুকুম লিখতে গিয়ে তোমাদের প্রাণে যতখানি কাঁপন জাগবে তার এক-দশমাংশ অস্থিরতাও সে সাজার খবর শুনে আমার প্রাণে জাগবে না।

উপসংহার

মিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট! আমি আদালতের আর বেশী সময় নষ্ট করতে চাই না। আমরা দু'জন আজ যে কাজটা সম্পন্ন করতে যাচ্ছি তা অবশ্যই ইতিহাসের একটা চিত্তাকর্ষক ও উপদেশপূর্ণ অধ্যায়। তবে, আমার ভূমিকা হল সেখানে কাঠগড়ার আসামীর এবং তোমার অংশে রয়েছে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মানজনক কুরসী। আমি স্বীকার করি যে এ অভিনয়ের জন্য যেরূপ এ কাঠগড়াটির প্রয়োজন রয়েছে, ঠিক তেমনি

www.pathagar.com

ওই কুরসীটারও প্রয়োজন রয়েছে। এসো, আমরা এই স্মরণীয় ও রূপকথা সৃষ্টিকারক কাজটির যথাসম্ভব জলদি যবনিকাপাত ঘটাই। ইতিহাস-কারগণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন এবং ভবিষ্যত আমাদের পথপানে তাকিয়ে রয়েছে। আমাদেরে যথাশীঘ্র এখানে আসতে দাও আর তুমিও যথাসম্ভব তোমার রায় লিখে শেষ কর। যদ্দিন দ্বিতীয় আদালতের দ্বার না খুলছে তদ্দিন এ আদালতের অভিনয় চলবেই। সে আদালত হচ্ছে খোদার চিরন্তন বিধানের আদালত—সময় তার জজ সেজে রায় লিখবে আর তারই ফয়সলা হবে চূড়ান্ত।

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব প্রশংসা একমাত্র খোদারই প্রাপ্য।

'আহমদ'

১১ই জানুয়ারী, ১৯২২ ইং

প্রেসিডেন্সী জেল, আলীপুর,

কোলকাতা।

শেষ হাজিরা

৯ই ফেব্রুয়ারির আগেই মাওলানার তরফ থেকে মৌখিক ও সংবাদ পত্রের মাধ্যমে নিম্নরূপ প্রচারকার্য চালানো হয়ঃ

(১) ৯ই ফেব্রুয়ারী কেউ মাওলানার রায় শুনবার জন্য আদালতে এসে ভিড় না করে। এমন কি মাওলানার আসার পথেও যেন তাকে দেখার জন্য সড়কে জটলা সৃষ্টি করা না হয়।

(২) এটা ধ্রুবসত্য যে তাঁকে সাজার হুকুম শোনানো হবে। জনসাধারণ যেন পূর্ণ ধৈর্য ও শান্তি-শৃংখলার সাথে তার জন্য অপেক্ষা করে। সে উপলক্ষে যেন কোন হরতাল বা প্রতিবাদমূলক কোন কিছু না করা হয়।

(৩) ৯ই ফেব্রুয়ারী জনসাধারণ যেন জেলের পথেও ভিড় না জমায় এবং মাওলানাকে দেখার প্রচেষ্টা না চালায়। প্রত্যেকে যেন যার যার দৈনিক কার্যসূচী অধিকতর উৎসাহের সাথে পালন করে চলে।

খেলাফত ও কংগ্রেসের কোন কোন কর্মকর্তা ভুলবশতঃ সরকারী কর্মচারী ও কারখানার শ্রমিকদের ভেতরে মাওলানার ঐ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হরতাল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়নি; বরং সৌনর্দ্যা অবরোধন

www.pathagar.com

করছিল। মাওলানা তা ৮ই ফেব্রুয়ারী জানতে পেরে তখন তখনই সে হরতালের আয়োজন বন্ধ করার ব্যবস্থা করলেন এবং সাথে সাথে জানিয়ে দিলেন: আমার প্রতি যদি কারো বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাবার ইচ্ছা জেগে থাকে তা এ পথে নয়—অন্যপথে। তা হচ্ছে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়ে জেলের পর জেল পূর্ণ করে চলা। হরতাল বা প্রতিবাদ মিছিলে আমাদের উদ্দেশ্য শুধু ব্যাহতই হবে —এগোবে না আদৌ।

যদিও মাওলানার এসব ফরমান জেল কর্তৃপক্ষের সামনেই লেখা হত এবং তাদের মাধ্যমেই সংবাদপত্রে ও অন্যভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হত, তবুও সরকারী মহলের দুর্ভাবনার ঘুম হত না। মাওলানাকে শান্তি-দানের ফল কত ভয়াবহ হবে সেটাই ছিল তাদের ভাবনার বিষয়-বস্তু।

মাওলানা ও সি. আর. দাসের মামলা দিনের পর দিন মুলতবী রাখা হচ্ছিল। সরকারের ইতস্তত ভাবটা প্রকাশ্যেই বোঝা যাচ্ছিল। ওদিকে গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনায় যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তারও মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। এ সবদিক বিবেচনা করে জনসাধারণের স্বাভাবিক ধারণা জন্মেছিল যে, মাওলানাকে ছেড়ে দেয়া হবে। কোলকাতা ও বাংলা দেশের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধারণাটি আরও দৃঢ়তর হয়েছিল। স্থানীয় সরকার দৈনন্দিন দুর্ভাবনার চরমে পৌঁচাচ্ছিল। ফলে, এ গুজবও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, শীগগিরই মাওলানাকে মুক্তি দেয়া হবে। সরকারের সবচাইতে ভয়ের ব্যাপার ছিল শ্রমিক ধর্মঘট। বিশেষ করে খিদিরপুর ডকের শ্রমিকরা, বিভিন্ন হোটেল ও ইংরেজদের প্রাইভেট খানসামারা ধর্মঘটে যদি এক দিনও যোগ দেয় তা হলে স্থানীয় ইংরেজ সাহেবদের চরম দুর্গতি দেখা দেবে। খানসামাদের সংখ্যাই ছিল কয়েক হাজার। তা ছাড়া ডক শ্রমিকরা সংখ্যায় এত অধিক যে, তারা যদি একদিনও ধর্মঘট করে তাহলে তা অন্য কোনভাবে সামলিয়ে নেয়া আদৌ সম্ভবপর হবে না। ফলে, সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালপত্র আমদানী ও রফতানীর কাজ অচল হয়ে দাঁড়াবে।

ডক শ্রমিক ও খানসামাদের রীতিমত ইউনিয়ন রয়েছে। এ দু'দলই

www.pathagar.com

ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ডক শ্রমিকরা তো তাঁর গ্রেফতারীর প্রতিবাদেই হরতাল পালন করেছিল। কংগ্রেস কর্মীরা গিয়ে তাদেরে বুঝিয়ে তারপর হরতাল বন্ধ রাখতে বাধ্য করে।

এভাবে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সম্পর্কেও সরকারের ধারণা জন্মেছিল যে মাওলানার শাস্তির খবর শুনতে পেলেই তারা দলে দলে স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। এসব ভেবে-চিন্তেই সরকার মাওলানার বিচারে এত গড়িমসি চালাচ্ছিল।

কিন্তু মাওলানা ৭ই ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রের মারফৎ এক বিবৃতি প্রচার করে জনসাধারণকে উপদেশ দিলেন: আমার মুক্তিলাভ সম্পর্কে আপনাদের আশাবাদী হাওয়ার কারণ নেই। শাস্তি আমার অবশ্যই হবে। পূর্ণ ধৈর্য ও শান্ত ভাব নিয়ে আপনারা তা শুনবার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

—ধর্মঘটের জন্য আয়োজনকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন: আমি গত এক বছর ধরে আপনাদের এ কথাই বলে আসছি যে, চুপচাপ থেকে শুধু কাজ করে করে গ্রেফতার হয়ে চলুন। তাতেই মুক্তি আসবে। তাই, যখন হাজার হাজার লোক কাজ করে গ্রেফতার হয়েছে, আমার গ্রেফতারী তাদের থেকে পৃথক করে দেখা উচিত নয়। এটা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হবে যদি আমার শাস্তির কথা শুনে ধর্মঘট করা হয় কিংবা আমার মুক্তির জন্য আন্দোলন করে যদি কেউ মুহূর্তের জন্যও আসল কাজ ছেড়ে দেয়।

মাওলানার এ আবেদন জনসাধারণের ভেতরে বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করল। স্বয়ং সরকারও এতখানি ফল লাভের আশা করতে পারেনি। যেসব দল হরতালের আয়োজনে মেতে উঠেছিল, পাথরের মত তারা স্থির হয়ে গেল। ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত সব দলই বাতিল করল। এমন কি ৯ই ফেব্রুয়ারী কেউ আদালতের রায় শুনবার জন্য বা জেলের পথে মাওলানাকে দেখার জন্য ভিড় জমাল না। এভাবে সবাই মাওলানার আবেদন অক্ষরে অক্ষরে পালন করল।

এতদসত্ত্বেও সরকারের ঘুম ছিল না। তারা ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছিল এগারটায় কো' অঘটন ঘটে তাই দেখার জন্য। তাই বেলা

www.pathagar.com

এগারটা পর্যন্ত জেলে খবর দেয়া হল না যে, এদিকে আদালতের কাজ কোর্টে হবে না জেলখানায় হবে। এগারটা বাজলে যখন দেখা গেল যে, আদালতে মোটেও ভিড় নেই, তখন মাওলানাকে সেখানে তলব করা হল। বেলা বারটায় মাওলানা সেখানে পৌঁছলেন। সে সময় আদালতে অন্য একটা মামলার শুনানি চলছিল। মাওলানা সেখানে পৌঁছামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট সে মামলা মুলতবী করে মাওলানাকে রায় শুনালেন। মাওলানার এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল।

মাওলানা রায় শুনে মৃদু হেসে বললেন: এ সাজা যে আমার ধারণা থেকে কম হয়ে গেল।

ম্যাজিষ্ট্রেটও তা শুনে হাসতে লাগলেন। অতঃপর মাওলানা বেরিয়ে এলেন, কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর মাওলানাকে অফিস রুমে নিয়ে বললেন: মাফ করুন, আপনাকে এখানে কয়েক মিনিট বসাতে হল। কিছুটা লেখা-পড়ির দরকার।

মাওলানা জবাব দিলেন: ঠিক আছে। এ ক'মিনিট সশ্রম কারাদণ্ডের ভেতরে ধরব না আমি।

তারপর তিনি সেখানে বসে সাজা প্রাপ্তদের রেজিষ্ট্রিতে তাঁর নাম ধাম ঠিকানা নিজ হাতে লিখে দিলেন। তারপর তিনি সশস্ত্র পুলিশ বেষ্টিত ভ্যানে চড়ে জেলে চলে এলেন।

এভাবে পূর্ণ ষাট দিনে এই নাটকের যবনিকাপাত হল। যাঁকে একদিনও কয়েদ করা ছিল সরকারের দুঃসাধ্য কাজ এবং লাখে লাখে জনতাকে পর্যুদস্ত না করে যাঁকে সামান্য কিছু সাজাদানের ক্ষমতা সরকারের ছিল না, এভাবে তাঁকে চুপচাপ জেলখানায় পাঠাতে পেরে সরকার সত্যই ধন্য হল। মূলতঃ অসহযোগ আন্দোলনের দৃঢ় শৃঙ্খলা ও শক্তির এটা ছিল একটা বড় নিদর্শন।

আদালতের কাজও খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। কেননা অপরাধ প্রমাণের জন্য সাক্ষী বা বিবাদীকে তাদের জেরা করতে হয়নি। তাই এ কথাও আদালত জানাবার প্রয়োজন মনে করেনি যে, মাওলানাকে কোন্ কথাটার জন্য ১২৪-ক ধারায় ফেলা হল। শুধু এতটুকু বলা হল যে, মাওলানা তাঁর বক্তৃতায় সরকার সম্পর্কে যা বলেছেন তার স্বীকৃতি

www.pathagar.com

দান করেছেন। কিন্তু, তা কি? সে বিষয়ে আদালত নীরব। আদালতের উচিত ছিল অন্ততঃ মাওলানা যে নিজকে বার বার অপরাধী বলে স্বীকার করেছেন তাকে ভিত্তি করেই সাজা দেয়া। অর্থাৎ, বর্তমান অবস্থায় ন্যায় ও স্বাধীনতার দাবী যে অপরাধ তা ঘোষণা করাই ছিল আদালতের কর্তব্য।

www.pathagar.com

মামলার রায়

এই মামলায় মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে। কারণ, তিনি ১৯২১ সনের ১লা জুলাই তারিখে কোলকাতার মির্জাপুর স্কোয়ারে খেলাফত, পাঞ্জাবের ঘটনা ও দেশের স্বাধীনতার ওপর এবং ১৫ই জুলাই সেখানেই অসহযোগ ইত্যাদির ওপর উর্দুতে বক্তৃতা দান করতে গিয়ে যেসব কথা বলেছেন তাতে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণা ও উত্তেজনা ছড়াবার প্রয়াস রয়েছে।

ফরিয়াদীর পক্ষ থেকে যেসব সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে তাতে নিম্ন-বর্ণিত ব্যাপারগুলো প্রমাণিত হয়।

মিঃ গোল্ডী (স্পেশাল পুলিশ শাখার ডেপুটি কমিশনার) ১লা জুলাইয়ের জনসভার খবর পেয়ে তথায় উর্দু সংক্ষেপ-লিপিকার আবুল লায়েস মোহাম্মদ, ইন্‌স্পেক্টর এস. এ: ঘোষাল, সাব-ইন্‌স্পেক্টর মোহাম্মদ ইসমাইল এবং এ. সি. করকে সভার কার্যক্রম ও বক্তৃতাদি নোট করার জন্য নিযুক্ত করেন।

উপরোক্ত কর্মকর্তারা সবাই সভায় যোগ দিয়ে সবকিছু নোট করে নেয়। তার ভেতরে আসামীর বক্তৃতাও রয়েছে। আসামী সে সভার সভাপতি ছিলেন। সভায় প্রায় বার হাজার লোক যোগদান করে। সভার উদ্দেশ্য ছিল, খেলাফতের প্রচারক সায়ীদুর রহমান, অযোধ্যা প্রসাদ ও জগদম্ব প্রসাদের গ্রেফতারীর প্রতিবাদ।

অপরাপর বক্তার পরে আসামী উর্দুতে দীর্ঘ এক বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতা উর্দু সংক্ষেপ-লিপিকার আবুল লায়েস মোহাম্মদ পুরোপুরি নোট করে ফেলে। অন্যান্য পুলিশ অফিসারও তার কিছু কিছু অংশ নোট করেন। এ রিপোর্ট মিঃ গোল্ডীর কাছে দাখেল করা হলে তিনি তাতে দস্তখত করেন।

www.pathagar.com

আবুল লায়েসও তার নোট তৈরী করে মিঃ গোস্তীর কাছে পাঠায়। অপরাপর পুলিশ অফিসারও তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট পরে মিঃ গোস্তীর কাছে পাঠিয়ে দেন।

১৫ই জুলাই মিঃ গোস্তী তাদেরই আবার সে কাজে নিযুক্ত করেন। তাঁরা সে সভার রিপোর্ট তৈরী করেন।

সভায় উপস্থিতদের ভেতরে আসামীও ছিলেন। তিনি উপরোক্ত খেলাফত প্রচারকদ্বয়ের সাজা প্রাপ্তির বিরুদ্ধে উর্দুতে বক্তৃতা দেন এবং তাতে তিনি জনসাধারণকে তাদের অনুসরণ করে জেলে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। এ সভায় দশ হাজারের মত জনতা উপস্থিত ছিল। আবুল লায়েস আসামীর বক্তৃতা উর্দু সংক্ষেপ-লিপির সাহায্যে নোট করে নেয়। অন্যান্য পুলিশ অফিসাররাও মুক্ত-লিপিতে তা নোট করে নেন। আবুল লায়েস তার রিপোর্ট ভিন্নভাবে এবং অন্যান্য অফিসাররা তাদের নোট একত্রিত করে মিঃ গোস্তীর কাছে পেশ করেন।

আবুল লায়েসের উভয় কপির ইংরেজী অনুবাদ করেন মিঃ বামাচরণ চ্যাটার্জী। মিঃ গোস্তী অনুবাদ ও মূলকপি হাতে পেয়ে ১২৪-ক ধারা অনুসারে মাওলানাকে গ্রেফতার করবার জন্য বাংলা সরকারের কাছে আবেদন করেন। সরকার তার সে আবেদন মঞ্জুর করেন ১৯২১ সনের ২২শে ডিসেম্বর।

আবুল লায়েস ও অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা আমার কাছে হলফ করে বলেছেন যে, তারা যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তা নির্ভুল সত্য। তদ্রূপ মিঃ বামাচরণ চ্যাটার্জী তার অনুবাদের যথার্থ ও সত্যতা সম্পর্কে শপথ করেছেন। তাই সে রিপোর্ট সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার আর কোনই কারণ থাকতে পারে না।

আসামী দীর্ঘ এক বিবৃতি দান করেছেন। তা বর্তমান সরকারের কুৎসায় ভরপুর একটা পুঁথি মাত্র। তার ভেতরে বিস্তারিত ভাবে বর্তমান সরকারকে জালেম আখ্যা দানের যৌক্তিকতা দেখানো হয়েছে। আর সে সরকারের বিরুদ্ধে তিনি এ পর্যন্ত নিজে কি কি কাজ করেছেন তাও বলেছেন তাতে।

আসামী বলেছেন, তার বক্তৃতার নকল অসম্পূর্ণ, ভুল ও বিকৃত ভাবে

www.pathagar.com

নেয়া হয়েছে। সেটা কতগুলো অসংলগ্ন ও অর্থহীন শব্দ সমষ্টি মাত্র। এতদসত্ত্বেও তিনি রিপোর্টের সেই অংশগুলো মেনে নিয়েছেন যা সরকার সংশ্লিষ্ট এবং যাতে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান হয়েছে।

আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রিপোর্টের আগাগোড়া পড়েছি। তা নিয়ে পুরোপুরি বিচার বিবেচনার পরে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে, রিপোর্টটি বিদ্রোহাত্মক।

আরও বুঝেছি যে আসামী এ ধরনের বক্তব্য দ্বারা সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ভেতরে ঘৃণা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

তাই আমি আসামীকে ফরিয়াদী পক্ষের দাবী অনুসারে অপরাধীরূপে পাচ্ছি। তাই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারা অনুসারে তাঁকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিচ্ছি।

(দস্তখত) ডি. সেভিন্ হো

১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, কোলকাতা

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

আজাদ-পরিচিতি

মাওলানা আজাদ সম্পর্কে কলম ধরা সোজা ব্যাপার নয়। প্রায় ত্রিশ বছর হল তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। কিন্তু তারও বহু আগে থেকে আমি মাওলানার অসাধারণ জ্ঞান, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁর নজরবন্দী জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। তাই তাঁর সাথে দেখা করবার জন্য বড়ই উদগ্রীব ছিলাম। বয়সের দিক দিয়ে তিনি তখন সবেমাত্র যৌবনে পা রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর চেহারায় দৃঢ়তা ও বিজ্ঞতার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। তাই অপরিহার্যভাবেই তাঁর স্থান শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নায়কদের ভেতরে ছিল। তখনও কংগ্রেসের মূল নায়কদের সাথে আমার তেমন যোগাযোগ ছিল না। তাই দূর থেকে তাঁকে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছিলাম। পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংএ তাঁকে কাছে থেকেই জানবার ও বুঝবার অবকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে গত দশ বছর ধরে তো তাঁর সাথে আমার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। যদি আমার প্রবাস ও জেল জীবন বাদ দেয়া হয়, তাহলে কংগ্রেসের কার্যকলাপ, তার বড় বড় পরিকল্পনা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গী হবার ভাগ্য আমার সর্বদাই হয়েছিল। কংগ্রেস তথা ভারতের ইতিহাসে এমন লোক বিরল যারা কংগ্রেসের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত তৈরী ও সংশোধনের ব্যাপারে মাওলানার শক্তিশালী হাত কতখানি প্রাধান্য নিয়ে সক্রিয় ছিল তা জানেন। প্রেসিডেন্ট কিংবা ওয়ার্কিং কমিটির সাধারণ মেম্বর যে কোন অবস্থাতেই তিনি কংগ্রেসের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ ও স্বাধীন পরামর্শকে সবাই অপরিসীম গুরুত্ব দান করতেন। কারণ তাঁর যে কোন পরামর্শ

www.pathagar.com

এ অভিমতের পেছনে সক্রিয় ছিল অপরিসীম জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং অসাধারণ নিষ্ঠা ও দূরদর্শিতা—যা দিন দিন উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে চলত।

দুনিয়ার সব রাজনীতিবিদ্‌দের ভেতরে মাওলানা ছিলেন একজন ব্যতিক্রম, একেবারেই একক। সার্থক রাজনীতিবিদ্‌রা যেই স্বাভাবিক চরিত্রের বলে বেদেরেগ আক্রমণ চালাতে ও আক্রান্ত হতে অভ্যস্ত হয়ে যান তিনি সে স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। তাঁর শালীন ও বিনম্র ভাব আগাগোড়া এর বিরোধী ছিল। তিনি অত্যধিক লাজুক ও নিঃসংগ-প্রিয় ছিলেন। বড়কথা হল যে, তাঁর ভেতরে একটা অত্যন্ত সচেতন মন ছিল। একজন প্রভাবশালী ও তেজস্বী বক্তা হওয়া সত্বেও গণ্ডগোল ও হাংগামা দেখলে তিনি ঘাবড়িয়ে যেতেন। তাঁকে সাধারণ্যে বক্তৃতা দেবার জন্য স্বীকৃত করা খুব সহজ কাজ ছিল না। সত্যি বলতে তাঁর চারিত্রিক মূল বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞান-গরিমা। অবস্থাচক্রে তাঁকে হৈ-হল্লোড়ের জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়েছিল।

মাওলানাকে দেখে সেই ফরাসী মনীষীর কথা মনে পড়ে যিনি ফরাসী বিপ্লবের কিছুদিন আগে জন্ম নিয়েছিলেন। প্রাচীন জাতির ইতিহাসে তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ছিল। আবার আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় তাঁর অধিকার ছিল অপরিসীম। তাঁর চিন্তাধারা ছিল যুক্তি-ভিত্তিক, সুবিন্যস্ত ও স্বচ্ছ। মনে হত, তিনি দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে কোন প্রাচীনতম শিক্ষালয় থেকে পাণ্ডিত্য অর্জন করে এসেছিলেন।

যদি এ সময়ে নিঃসংগপ্রিয়তা ও লাজুক স্বভাব তাঁর ভেতরে অবর্তমান থাকত, তাহলে দেশ ও জাতির কাজে তিনি আরও বহুদূর অগ্রসর হতেন। কারণ, তাঁর লেখনি ও রসনায় এরূপ যাদুকরী শক্তি বিদ্যমান ছিল যে, অসংখ্য অচেতন প্রাণে তিনি অদম্য কর্ম-প্রেরণার সঞ্চার করতে যে কোন মুহূর্তে সক্ষম ছিলেন। আমরা এরূপ যাদুকরী ডাক সাধারণতঃ খুব কমই শুনতে পাই। দুর্ভাগ্য যে, তিনি তাঁর যাদুকরী লেখনি শক্তিদ্বারা প্রথম জীবনের মত মানুষের প্রাণে উন্মাদনা ও আনন্দ সৃষ্টির প্রয়াস শেষ জীবনে বর্জন করেছিলেন।

www.pathagar.com

আমি তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রতি এ বৈরাগ্যে বড়ই দুঃখিত ছিলাম। কারণ, তাঁর ভাষা গভীর ভাবে ছিল পরিপূর্ণ। যৌবনে তিনি শুধু ভারতেই নন, সমগ্র প্রাচ্য-দেশ থেকেই তাঁর লেখনি-প্রতিভার জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। আজও যদি কোন আরবী ভাষা-ভাষী এলাকায় ভারতের কেউ যায়, তার কাছে সে দেশবাসী অবশ্যই মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সম্পর্কে জানবার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। যদি মাওলানা তাঁর লেখনি সংগ্রাম আজীবন অব্যাহত রাখতেন, তা হলে আজ আমাদের দেশবাসী স্বচ্ছ ও বিজ্ঞতা প্রসূত চিন্তাধারার অধিকারী হয়ে সঠিক পন্থা নির্ধারণের গৌরব অবশ্যই অর্জন করতে সমর্থ হত।

শুধু পরিস্থিতির চাপেই তিনি অনুরূপ দায়িত্ব নিজের কাঁধে চাপাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবু ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে তিনি এ দায়িত্বও কত সার্থক ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করেছেন। কিন্তু আমরা যখন তাঁকে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছি, তখন আবার আগামী দিনের ইতিহাসের সাক্ষ্য দানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব কেন? তিনি আমাদের তথা দেশ ও জাতির জন্য শক্তির এক দৃঢ়তম পাহাড় ছিলেন। যদিও তাঁর দু' একটা অভিমত আমার মতের বিরোধী ছিল, তথাপি এ বিশ্বাস আমার অন্তরে বদ্ধমূল ছিল যে, তাঁর মতের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সব সময়ে আমরা তাঁর সব মত বুঝে উঠতে সক্ষম হইনি। কারণ তাঁর সিদ্ধান্ত এরূপ অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা প্রসূত ছিল যে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সর্বজ্ঞানের সমন্বয়ে তা ছিল বিমণ্ডিত। এরূপ কালজয়ী ধী-শক্তির অধিকারী জগতে সত্যিই বিরল।

বড় বড় লোক পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন এবং নেবেনও। কিন্তু মাওলানার মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী নেতা ভারত কেন, দুনিয়ার বুকে আর আসবেন না। মাওলানা আজাদ ইসলামেরও যথেষ্ট খেদমত করেছেন। তিনি ভারতের আজাদী সংগ্রামে এ জন্যই যোগ দিয়েছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতের বুকে ঘায়েল হলে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রও তাদের খপ্পর থেকে মুক্তি লাভ করবে।

মাওলানা অতীত ও বর্তমানের বিশেষ গুণাবলীর এক মনোজ্ঞ সেতু

www.pathagar.com

ছিলেন। তিনি অতীতের গুণাবলী যথা, বিশ্বস্ততা, প্রেম ও ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা ছিলেন।

আজ আমরা চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছবার বাসনা রাখি। অথচ আমাদের ভেতরে ধৈর্য, মহানুভবতা ও বিশ্বস্ততার পূর্ণ অভাব রয়েছে। পৃথিবীর সকল কল্যাণকর সংস্কৃতি একাকার হয়ে যে সংস্কৃতির সৃষ্টি করে, মাওলানা ছিলেন তারই অধিকারী। তিনি মুক্ত ও উদার দৃষ্টিভংগী এবং প্রশস্ত জ্ঞানের আধার ছিলেন। যে কোন জটিলতম সমস্যারও তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রন্ধ্র পর্যন্ত পৌঁছবার আশ্চর্য ক্ষমতা রাখতেন। এরূপ সহযোগী বন্ধু, বিচক্ষণ চালক ও বিজ্ঞ শিক্ষকের মৃত্যু নিঃসন্দেহে এক গভীর ও অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। যতই দিন যায় ততই সে শূন্যতা ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হয়ে চলে। তবুও বলব, মাওলানা যদিও আমাদের ভেতরে আর নেই, কিন্তু তাঁর বাণী বেঁচে আছে। অতীতের মত সর্বদাই তা আমাদেরকে পথ দেখিয়ে চলবে।

—নেহরু

www.pathagar.com

মাওলানার বাণী

"দুনিয়ার বুকে রণাঙ্গণের পরে সব চাইতে বেইনসাফি এই আদালতেই ঘটে চলেছে। বিশ্বের পবিত্র ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাদের থেকে শুরু করে এমন কোন জ্ঞানের সাধক তথা সত্যানুসারী দল নেই যাদের অপরাধী সেজে এই আদালতের কাঠগড়ায় একবার দাঁড়াতে হয়নি। এর বেইনসাফির ইতিহাস বড়ই লম্বা। ইতিহাস আজও তার মাতম থেকে মুক্তি পায়নি।

আমরা তাতে হজরত ঈসার মত পুণ্যাত্মাকেও দেখতে পাই চোরের সাথে একই সারিতে দণ্ডায়মান। সক্রেটিসের মত মনীষীকেও এ অপরাধে বিষপানে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দিতে দেখি যিনি দেশের সব চাইতে খাঁটি মানুষ ছিলেন। আমরা সেখানে জ্ঞানের সাধক গ্যালিলিওকে এ অপরাধেই দণ্ডনীয় দেখতে পাই যে, তিনি স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ভুয়া আদালতের ভয়ে মিথ্যা বলতে স্বীকৃত হননি।

o o o

ভারতবাসীর জাগ্রত চেতনা চায় ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আর জবর দখলকারী শক্তি চায় তার দখল বজায় রাখতে। সেও বাঁচবার জন্য হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। বলা যায়, প্রথম পক্ষের মত দ্বিতীয় পক্ষও নিন্দার পাত্র নয়। এটা স্বতন্ত্র কথা যে তার অস্তিত্ব বেইনসাফির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তা বলে তো আর মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করা যায় না। এ কথা সত্যি যে, পুণ্যের মত পাপও বেঁচে থাকতে চায়। পাপ যতই নিন্দনীয় হোক, তার বাঁচবার ইচ্ছেটা তো আর নিন্দনীয় নয়।

o o o

ইসলাম কখনও একনায়কত্ব অথবা কতিপয় বেতনভুক কর্মচারী কিংবা মুষ্টিমেয় শাসকমণ্ডলীর স্বৈরাচারী শাসনের বৈধতা স্বীকার করে না। এ

www.pathagar.com

হচ্ছে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার একটা পূর্ণাংগ বিধান। ইসলাম এসেছে দুনিয়ার মানবের হৃত আজাদী ফিরিয়ে দিতে—যে আজাদী শাহী তখ্‌ত, বৈদেশিক শক্তি, স্বার্থান্ধ ধর্মনেতা এবং সমাজের অভিজাত শ্রেণী লুট করে নিয়েছিল। তারা বুঝেছিল, শক্তিই সত্য—জোর যার মুলুক তার।

ইসলাম এসেই ঘোষণা করল—শক্তি সত্য নয়, সত্যই সত্য। খোদা ছাড়া কারু অধিকার নেই খোদার বান্দাকে অনুগত দাসে পরিণত করার। গোত্র ও জাতিগত বৈষম্য চিরতরে মিটিয়ে ইসলাম দুনিয়াকে জানিয়ে দিল, সব মানুষ এক—সবার অধিকার সমান। মর্যাদার মাপকাঠি বংশ, জাতি বা বর্ণ নয়—কাজ। সে ভাল, যার কাজ ভাল। —মানবাধিকারের এ মহান সনদ ফরাসী বিপ্লবের এগারশ' বছর আগেই ইসলাম দুনিয়াকে দিয়ে গেছে।

o o o

যদি আজ ভারতের বুকে খাঁটি ইসলামী হুকুমাতও প্রতিষ্ঠা লাভ করে অথচ তার পরিচালনায় একনায়কত্ব অথবা কতিপয় বেতনভুক কর্মচারী কিংবা মুষ্টিমেয় শাসকমণ্ডলীর স্বৈরাচারী ব্যবস্থা সক্রিয় থাকে, তা হলেও একজন মুসলমান হিসেবে সে সরকারকে জালেম ঘোষণা করা এবং তার আশু পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করা আমার ওপর ফরজ হয়ে পড়বে। ইসলামের সত্যিকারের আলেম সমাজ সর্বদাই স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন।

o o o

গুরুত্ব হিসেবে মন্দের শ্রেণীভাগ চলে। কিন্তু ভাল-মন্দের তুলনামূলক বিচারে ভাল ভালই এবং মন্দ মন্দই। চুরিকে আমরা সাধারণ চুরি কিংবা মারাত্মক চুরি বলতে পারি। তা বলে ভাল চুরি এবং মন্দ চুরি তো আর বলতে পারি না।

o o o

যদি কেউ আমার সম্পত্তি জবর-দখল করে নিয়ে তা দিয়ে ভাল ভাল কাজ করে চলে, তা বলে সে ভাল কাজের ফলে তার অবৈধ অধিকার কখনও বৈধ হয়ে যাবে না। কারণ, যার ভিত্তি অবৈধ তার সব কিছুই অবৈধ।

www.pathagar.com

০ ০ ০

শক্তিবান কখনও কোন ব্যাপার এজন্য মেনে নেয় না যে তা খুবই যুক্তিযুক্ত। শক্তি তো শক্তিরই প্রতীক্ষা করতে থাকে। যখন তার বিরুদ্ধে অন্য শক্তি মাথা তুলতে সক্ষম হয় তখন যে কোন গুরুতর দাবী-দাওয়াও সে মেনে নেয়।

০ ০ ০

তাওহীদ মুসলমানকে এ শিক্ষাই দেয় যে, খোদা ভিন্ন আর কোন শক্তিকেই ভয় করতে নেই, কারু কাছে মাথা নুকাতে নেই। তাই একজন মুসলমানের ঈমান হচ্ছে খোদা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় না করা। যখনই তা করবে, তখনই তাওহীদ ছেড়ে সে শিরক্ করে বসবে। একই প্রাণে খোদার ভয় ও শ্রদ্ধার সাথে অন্য কারোর ভয় ও শ্রদ্ধা একাকার করে ফেলা তাওহীদের মর্ম-বিরোধী।

—সমাপ্ত—

www.pathagar.com

জবানবন্দি

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

অনুবাদ

আখতার ফারুক